শেষ অভিযান

বা

সীমান্ত-দস্যু

মুদ্রাকর—শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ

ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস

১৯।এ।এইচ২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

শেষ অভিযান

সীমান্ত দস্যু

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক সাহিত্য-সরস্বতী

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
বীণাপাণি নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
৩৬৮ (১০৫), রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬
শ্রীসূর্য্যকুমার শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৩৭ সাল।

প্রথম মুদ্রণ]

॥ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নাটক ॥

বাগ্দী ডাকাত শ্রীঅনিলকুমার দাসের জনচিত্তজয়ী কাল্পনিক নাটক। সৌখীন নাট্যসংস্থায় অভিনীত। বাগ্দীর ছেলে সাজলো কেন নরঘাতক দস্যু? তার উদ্দাম গতি শত শত বীর কেন রুখতে পারে না—সমগ্র রাজ্য কেন প্রকম্পিত হয়? এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন নাট্যকারের অমর লেখনী। এতে দেখবেন—রাজা মাণিকপীরের স্মরণীয় উদারতা ও অভাবনীয় মহত্ত্ব। কাঞ্চনপুররাজ ভৈরবপ্রসাদের নিষ্ঠুর হৃদয়ের সুস্পষ্ট পরিচয়, সেনাপতি দামালের পৈশাচিক মূর্ত্তি, চণ্ডার অপূর্ব্ব প্রভুভক্তি, স্বপ্নার তেজস্বিতা, লক্ষীর শোকাবেগ এবং দুষ্ট নিধনে মেঘার তাণ্ডব ধ্যান। রক্তের স্রোতে প্লাবিত হলো শ্যামল প্রান্তর, অকালে মুছে গেল কত নরনারীর সিঁথির সিঁদুর, বেদনার তপ্ত অশ্রুতে কর্দ্দমাক্ত হলো ধরণীর ধূলো। ঘটনার বৈচিত্র্যে অনবদ্য সংলাপে, অভিনব চরিত্র চিত্রণে বাগ্দী ডাকাত নাট্য-সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন। মূল্য তিন টাকা।

ঝান্সীর রাণী শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। অম্বিকা নাট্য কোংতে সগৌরবে অভিনীত। ভারতলক্ষ্মী রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের রক্তক্ষরা জীবন-কাহিনী, সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় অঙ্কিত ভারতবাসীর মুক্তিসংগ্রামের অবিস্মরণীয় আলেখ্য। লক্ষ্মীবাঈয়ের বজ্রকঠোর ও কুসুম-কোমল প্রাণের স্পর্শে মহীয়ান্, গোলাম ঘোষ ও মান্দারের অপূর্ব্ব প্রভুভক্তিতে সুরভিত, হিউরোজের নৃশংসতা ও এলিসের মহত্ত্বে আন্দোলিত এই অপূর্ব্ব নাট্যগাথা নাট্যরসিক মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। কেন হিউরোজ এত নিষ্ঠুর, কোন্ বজ্র চূর্ণ করলে সারঙ্গী ঘোড়ীর দুর্দ্ধর্ষ আরোহিণীকে, কেমন ক'রে নীরব হ'লো লৌহমানব তাস্তিয়া তোপীর তোপের গর্জ্জন, যদি জানতে চান, পাঠ করুন ঝান্সীর রাণী। এমন চমৎকার দেশাত্মবোধক নাটক আগে হয়নি। মূল্য তিন টাকা।

কণ্ঠহার শ্রীগৌড়চন্দ্র ভড় প্রণীত নূতন বিয়োগান্ত নাটক। ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে লিখিত দুটি তরুণ-তরুণীর জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী। অত্যাচারী কালী নাগের নৃশংসতায় ফত্তেজংপুরের রাজা মুকুন্দ রায়ের ভাগ্য-বিপর্যয়, নবাব সায়দ খাঁর সদাশয়তা, শত্রুজিতের কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, মহানন্দের ষড়যন্ত্র, সুন্দরের অনাবিল স্নেহধারা, তোরাবের প্রভুভক্তি, নবাব-কন্যা দৌলতের সরলতা, শিবানীর স্বর্গীয় প্রেম, উণ্টোর মহানুভবতা নাটকের উপজীব্য। তাছাড়া রণস্থলে শিবানীর গলায় কণ্ঠহার দর্শনে কালী নাগের আর্তনাদ। মূল্য ৩·০০ টাকা।

বীণাপাণি নাট্য কোম্পানীর

প্রযোজক

শ্রীযুত গোপাল কুণ্ডু মহাশয়ের

কর-কমলে

নাটকটী উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসাক।

প্রথম রাত্রির রূপায়ণে—

স্থান—ডিগবয়, আসাম।

সুলতান মামুদ—	সর্বশ্রী সুরেন মুখার্জি।
মিনহাজ উদ্দিন—	„ গোপাল কুণ্ডু।
দিল মহম্মদ—	„ রাধেশ্যাম সাহা।
রহিম খাঁন—	„ নীলমণি বিশ্বাস।
ওয়াহেব-উল-উলুম—	„ শান্তি দাস।
ইয়াসিন—	„ সুবোধ ব্যানার্জি।
ভীমসিংহ—	„ নকুল দাস।
অলকনাথ—	„ মদন সাহা, বলাই দাস।
সূর্যসিংহ—	„ মনোরঞ্জন বিশ্বাস।
বীরোচন—	„ বিশ্বনাথ বিশ্বাস।
কুমুদ—	„ বিশ্বনাথ বাগ।
সুবেণ	„ স্বপন ব্যানার্জি।
রত্নাপাখী—	„ অবনী ঘোষ।
রুদ্রানন্দ—	„ বঙ্কিম মুখার্জি।
রাণী মহামায়া—	„ মীনা ব্যানার্জি।
শতদল—	„ ইরা চ্যাটার্জি।
রোশেনারা—	„ সাধনা দাস।
গুলবাহার—	„ অসীমা কুণ্ডু।
সুরশিল্পী—	„ রাজ্যেশ্বর নন্দী।
পরিচালক—	„ গোপাল কুণ্ডু।

শেষ অভিযান

——(:*:)——

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সমুদ্র সৈকত।

[আরব সাগরের বেলাভূমি। অদূরে সোমনাথের মন্দির। শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যাইতেছে। ভগবান সোমনাথ শিবশঙ্করের আরতি হইতেছে। প্রবেশ করিল সুরাপানে প্রমত্ত দিল মহম্মদ। সঙ্গে তার গোলাম রহিম খাঁন। রহিম খাঁনও সামান্য মদ্য পান করিয়াছে। তবে দিল মহম্মদের মতো কাণ্ডজ্ঞান হারায়নি। দিল মহম্মদ গজনীর একজন সুশিক্ষিত কোটিপতি নাগরিক। সুলতান মামুদের বিশ্বস্ত প্রিয় বন্ধু। সে সভৃত্য ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছে। সুলতান মামুদ ইতিপূর্বে ১৬ বার ভারত লুণ্ঠন করিয়াছে। উত্তর ভারতের রাজারা এই সীমান্ত-দস্যুর ভয়ে কম্পমান। তাই দিল মহম্মদ যেখানেই গিয়াছে—সেখানেই পাইয়াছে সভয় সাদর সম্ভাষণ। মনে তাহাদের শক্তির অহমিকা। সুরার নেশায় চক্ষু আরক্তিম। গুজরাট আসিয়া সমুদ্র-উপকুলবর্তী সোমনাথ মন্দির দর্শন করিয়া হঠাৎ দিলমহম্মদের খেয়াল চাপিল—মন্দিরের ভিতর যাইবে—পুতুল পূজার তামাসা দেখিবে।

দিল। রহিম খাঁ!

রহিম। আজ্ঞে মালেক।

দিল। দেখলি ?

রহিম। দেখলাম হুজুর।

দিল। কি দেখলি ?

রহিম। তাতো জানি না।

দিল। তুই একটা উল্লুক !

রহিম। নইলে কি আর হুজুরের সঙ্গে থাকি ?

দিল। [কথাটার শ্লেষ লক্ষ্য না করিয়া] আমার সঙ্গে আছিস বলেই রক্ষা। নইলে—

রহিম। কবে অক্কা পেয়ে মক্কা যেতাম।

দিল। এ কথা বুঝিস ?

রহিল। বুঝি না আবার ? বুঝতে বুঝতেই তো গজনী থেকে গুজরাটে এসেছি হুজুর।

দিল। দেখলিতো খাতিরটা ?

রহিম। দেখবোনা মানে ? খাতিরের দাওয়াতে পেটটা এখনো ভুটভাট করছে খোদাবন্দ !

দিল। এখনই ভুটভাট ! গুজরাটের খাতির তো এখনও স্থরুই হয়নি !

রহিম। এরা যদি হঠাৎ—মানে দৈবাৎ খাতির না করে হুজুর ?

দিল। তা কি পারে মূর্খ ? এইতো কাবুল কান্দাহার, মুলতান, আজমীর, বুন্দেলখণ্ড সব দেশ ঘুরে এলি, দেখলি কোথাও খাতিরের কমতি ?

রহিম। না, হুজুর !

দিল। তবে ? তবে এখানে খাতিরের কমতি হবে কেন ? ...াতে মাথা নেব না !

রহিম। বলেন তো এখনি নেওয়া সুরু করি।

দিল। থাক। কিন্তু আমাদের এতটা খাতির কেন, বলতে পারিস?

রহিম। তা আর পারি না, হুজুর। আপনি হচ্ছেন গজনীর একজন ধনে মানে জ্ঞানে একেবারে মাথার মণি। তার ওপর শাহানশাহ্ সুলতান মামুদের দোস্ত। আপনাকে খাতির করবে না, কোন শালা হিন্দু?

দিল। আরে না না, ঠিক সেজন্য নয়। মানে—শাহানশাহ্ সুলতান মামুদের নামে এরা ভয় পায়।

রহিম। সে তো পাবেই হুজুর। জিন্দেগীতে একবার—মাত্র একবার আমার বিবি পেয়ার করে আমাকে পোড়া কাঠ দিয়ে পিটিয়েছিল তাতেই এখনো তার নাম শুনলেই আমি ভিরমি যাই। আর এতো একবার দুবার নয়—একেবারে গনে গনে ষোলবার।

দিল। হ্যাঁ, ষোলবার। আমাদের এই সুলতান হিন্দুস্থানকে একে একে ষোলবার দলে পিষে গেছেন। আজ তাঁর নাম শুনলেই হিন্দুস্থান মূর্চ্ছা যায়।

রহিম। যাবেই তো—যাবেই তো, হুজুর। দস্যু ডাকাতের নাম শুনলে আমাদেরই ও কর্ম্ম হয়ে যায়, আর এতো সাক্ষাৎ ডাকাতের বাবা—সুলতান মামুদ।

দিল। সেই সুলতান মামুদের লোক আমরা। ইচ্ছা করলে আমরা এখানে যা কিছু করতে পারি। পারি না বান্দা?

রহিম। আলবৎ পারি। বলুন না কেন, এক ধমকে এই আরব সাগরের ঢেউকে এখনি থামিয়ে দিচ্ছি।

দিল। ঢেউ থাক্, চল্—ঐ মন্দিরটায় ঢুকে পড়ি।

রহিম। মন্দিরে কেন হুজুর? মসজিদে কি অরুচি ধরেছে?

দিল। আরে না-না। ওর ভেতরে একটা চমৎকার পুতুল আছে।

রহিম। আজ্ঞে, পুতুল নয়, পশুপতি শিব। নাম সোমনাথ।

দিল। শিবই হোক আর সোমনাথই হোক, সবই তো পুতুল। সেই পুতুল নিয়ে হিন্দুরা খুব মাতামাতি করে। চল, ঢুকে একটু তামাসা দেখে আসি।

রহিম। সেটা কি ভাল হবে হুজুর?

দিল। মন্দটাই বা কি হবে? তামাসা দেখবো, চলে আসবো। কোন গোলমাল তো করবো না।

রহিম। তা ঠিক। তবু ধরুন, ওরা যদি চিঁচিঁ করে?

দিল। সাহস কোথায়? যখনই শুনবে—আমরা সুলতান মামুদের লোক, অমনি সব—

রহিম। হুজুরের পায়ের তলায় বসে একেবারে সুরু করে দেবে।

দিল। কি?

রহিম। লেহন হুজুর—[ভঙ্গি সহকারে] প্রেমানন্দে লেহন।

দিল। হেঃ-হেঃ-হেঃ! তাহলে ভয় কি?

রহিম। না-না, ভয় আর কি? যা একটু ভাবনা।

দিল। কিচ্ছু না। চল—মন্দিরে চল। [গমনোদ্যত]

বাধা দিল মন্দির রক্ষী ব্রাহ্মণ যুবা সুষেণ। জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও সে অস্ত্র ব্যবসায়ী।

সুষেণ। না।

উভয়ে। না?

সুষেণ। না। পরিচ্ছদে অনুমান আপনারা মুসলমান।

রহিম। শুধু মুসলমান নয়। হুজুর আমাদের একেবারে খানদানী আরবী মুসলমান। গজনীর আমদানী।

সুষেণ। তাই অনুরোধ, বাইরে থেকেই মন্দিরের শোভা দেখে ফিরে যান। ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করবেন না।

দিল। হট্ যাও। কোন কথা আমরা শুনবো না। মন্দিরে আমি ঢুকবোই।

সুষেণ। মাফ করবেন। বিধর্মী আপনারা, হিন্দুর দেব মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার আপনাদের নেই।

রহিম। কেন বাবা? মুসলমানের ছোঁয়া লাগলে তোমাদের দেবতার জাত যায় নাকি?

সুষেণ। দেবতার জাত যায় না! তবে ভক্তের মনে আঘাত লাগে—বিগ্রহ অশুচি হয়।

দিল। মানুষকে এত ঘৃণা?

সুষেণ। ঘৃণা নয়, এ রুচির কথা, আচার-নিষ্ঠার কথা।

রহিম। আমরা যদি না মানি?

সুষেণ। সেটা আপনাদের ইচ্ছা। কিন্তু এখানে আমাদের ইচ্ছাটাই প্রবল। আমাদের সংস্কারে আঘাত দিলে মন্দির রক্ষক হিসাবে আমি তা সহ্য করবো না।

দিল। এত স্পর্দ্ধা একটা দ্বার-রক্ষীর?

সুষেণ। কেন? দ্বাররক্ষী কি মানুষ নয়?

রহিম। মানুষ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! একে কাফের তাতে দ্বাররক্ষী। সে আবার মানুষ!

সুষেণ। [উত্তেজিত] খাঁ সাহেব!

দিল। আরসুলা দেখেছ?

সুষেণ। দেখেছি।

দিল। তাকে কি পাখী বলতে চাও?

সুষেণ। না।

রহিম। কেন বাবা? পাখীর মতো তারও তো ডানা আছে! সেও তো ফুরুৎ-ফুরুৎ ওড়ে।

সুষেণ। তবুও সে পতঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়।

দিল। ঠিক। হিন্দু কাফেরগুলো আকারে মানুষ হলেও আমরা তাদের পুরোপুরি মানুষ মনে করি না।

সুষেণ। কি মনে করেন?

রহিম। শুনে খুশী হবে না। অতএব ওটা না শোনাই ভাল।

দিল। এবং মানে মানে পথ ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

সুষেণ। [সব্যঙ্গে] সবাই আপনাদের মতো বুদ্ধিমান নাও হতে পারে। সুতরাং বেশী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে আমার ধৈর্যে আঘাত হানবেন না।

দিল। তাই নাকি! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সুষেণ। যান, আর বিরক্ত করবেন না, স্থান পরিত্যাগ করুন। মন্দির মধ্যে আমাদের রাজকন্যা আছেন। প্রয়োজনে তিনি বেরুতে পারেন।

দিল। তাহলে তো মন্দিরে প্রবেশ করতেই হবে।

সুষেণ। তার মানে?

দিল। শুনেছি রাজকন্যা নাকি অলোকসামান্যা রূপসী। রূপের

পূজারী আমরা, তাকে দেখার এই সুযোগ কি হেলায় হারাতে পারি?

রহিম। কিন্তু হুজুর, এ যে ইসলাম বিরোধী।

দিল। চুপরাও, বেয়াকুব। মূর্খ তুই, ইসলামের ধর্ম তুই কি জানিস?

রহিম। অতএব চল, মন্দিরে ঢোকা যাক।

[গমনোদ্যত—তরবারি খুলিয়া বাধা দিল সুষেণ]

সুষেণ। হুঁসিয়ার যবন। এক পা এগোলে আমি অস্ত্র চালাতে বাধ্য হবো।

রহিম। ইস্! তুমি দেখছি বেজায় বেরসিক। [সরিয়া গিয়া] একেবারে ছোটলোকের মতো হুট্ করে হাতিয়ার বের করে ফেল্লে!

দিল। জান, কার সামনে তুমি বেয়াদপী করছ?

সুষেণ। জানি। দুজন অনধিকার প্রবেশ-কামী যবনের।

রহিম। তার চেয়েও বড় পরিচয়—

দিল। আমরা গজনীর মহামান্য সুলতান শাহানশাহ মামুদের লোক।

সুষেণ। সুলতান মামুদ।

দিল। জী, সুলতান মামুদ। ষোলবার যিনি তোমাদের হিন্দুস্থানকে বিধ্বস্ত করে গেছেন?

রহিম। যার নাম শুনে হিন্দুস্থানের মানুষগুলো এমনি থর-থর করে কাঁপে! [কম্পন]

সুষেণ। কিন্তু সুষেণ কাঁপে না!

রহিম। বল কি ছোকরা? দুনিয়াকামালকারী সেই মহাবীর দিগ্বিজয়ী সুলতান মামুদকে তুমি ভয় পাও না?

সুষেণ। না। সুলতান মামুদকে তোমরা যতই দিগ্বিজয়ী বল না কেন, আমরা তাকে দস্যু ছাড়া কিছুই মনে করি না।

দিল। যাঁর দিগ্বিজয়ী শক্তির কাছে হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গ বারবার পরাজিত হয়ে পদচুম্বন করেছে—তাঁকে তুমি দস্যু বল্‌তে চাও মর্খ।

সমুদ্রবারি লইবার জন্য শূন্য কমণ্ডলু হস্তে পূজারিণীবেশে গুজরাট রাজকন্যা তরুণী শতদলের প্রবেশ।

শতদল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের সুলতান মামুদকে আমরা "সীমান্ত দস্যু" বলেই ঘৃণা করি।

সুষেণ। [সম্ভ্রমে] রাজকন্যা!

দিল। ইয়া আল্লা! এযে বসরাই গোলাপ।

রহিম। গোলাপে কিন্তু কাঁটাও আছে।

দিল। কুছ পরোয়া নেই। ও গোলাপ ম্যায় লুট লেউঙ্গা।

সুষেণ। সাবধান যবন।

রহিম। হুজুর, লোকটা যে বেরসিকের মতো মাথা নেড়ে ধমক মারে।

দিল। মাথাটা নামিয়ে দে না গাধা।

রহিম। তাইতো উচিত হুজুর। কিন্তু লোকটা যে বেজায় কেমন—কেমন—

দিল। অতএব ভয় হচ্ছে। কাপুরুষ। যা, তুই বরং ঐ বসরাই গোলাপটাকে নিয়ে যা, আমি শয়তানটাকে আক্কেল দিয়ে আসি।

রহিম। ঠিক আছে, আইয়ে বিবিজান। [অগ্রসর]

শতদল। রক্ষা!

সুষেণ। সাবধান যবন। আর এক পা এগোলে তোকে আমি হত্যা করবো।

দিল। তবে রে কাফের। [হঠাৎ সজোরে তরবারির আঘাত করিল। অতর্কিত আঘাতে মারাত্মক আহত হইয়া সুষেণ পড়িয়া গেল]

সুষেণ। আঃ।

শতদল। রক্ষী।

রহিম। র-ক্ষী! হাঃ-হাঃ-হাঃ! [রাজকন্যাকে ধরিল]

শতদল। ছাড়—ছাড়—শয়তান!

দিল। না ছাড়বি না। নিয়ে চল।

সহসা অস্ত্রহাতে প্রবেশ করিল রহস্যময় যুবক অলকনাথ।
পরিচয় দেয় না। যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ায়।

অলক। সে সুযোগ আর জীবনে আসবে না, পয়গম্বর সাহেব।

দিল ও রহিম। কে?

অলক। শয়তানের যম।

শতদল। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

[ছুটিয়া আসিয়া সভয়ে অলকনাথকে জড়াইয়া ধরিল]

অলক। ভয় নেই। [নিজেকে মুক্ত করিয়া] অলকনাথ উপস্থিত থাকতে দুনিয়ায় কারো সাধ্য নেই—পৌরুষের অসম্মান করে।

দিল। হুঁসিয়ার কাফের!

অলক। সামাল শয়তানের বাচ্চা।

রহিম। ফ্যাচর ফ্যাচর না করে পথ দেখ, ছোকরা। অহেতুক গর্দান দেবে কেন?

অলক। আফসোস মিঞা, অলকনাথ পিঁপড়ে নয়, সিংহ। তার গর্দানা বড় কঠিন।

দিল। তবে মর!

[প্রচণ্ড যুদ্ধ। দিলমহম্মদের পতন।]

দিল। আঃ! জান খতম!

রহিম। হুজুর!

দিল। আমি চল্লাম, রহিম খাঁ। যদি পারিস, তবে এ খুনের তুই বদলা নিস। আঃ-খো-দা!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান!

রহিম। হুজুর! মালেক!

অলক। মালেক! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

রহিম। [সক্রোধে] ক্ষামস—ক্ষামস। এ সময় এমন অট্টহাসি হাসলে আমি তোমাকে কোতল করবো। আমার প্রভুর হত্যার বদলা নেব।

অলক। চেষ্টা করে দেখ—কাকে কে কোতল করতে পারে!

[প্রচণ্ড যুদ্ধ। ক্ষণপরে রহিম খাঁনের বেগে পলায়ন।]

অলক। কোথায় পালাবি শয়তান। নরকে গিয়েও তোর অব্যাহতি নেই।

[পশ্চাৎ ধাবনে উদ্যত, বাধা দিল শতদল।]

শতদল। পলায়িত শত্রুকে আঘাত করা বীরত্ব নয় ভদ্র। আপনি ক্ষান্ত হোন।

অলক। দেবি!

শতদল। আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে যে হতভাগ্য আহত হয়েছে—দেখুন, তাঁকে বাঁচানো যায় কি না। [সুষেনকে ধরিল]

অলক। একি! এ যে ভীষণ ভাবে আহত!

শতদল। শ্বাস বইছে, কিন্তু জ্ঞান নেই। একটু জল—

অলক। জল?

শতদল। আমার ঐ কমুণ্ডলটা নিয়ে যান।

অলক। আমি যাচ্ছি।

[কমুণ্ডল লইয়া প্রস্থান।

শতদল। ওগো ভগবান সোমনাথ। এ তুমি কি করলে প্রভু? তোমার এই পবিত্র মন্দির সম্মুখে কেন এই অহেতুক রক্তপাত প্রভু?

বীরোচনের প্রবেশ। প্রৌঢ় হলেও সে বলিষ্ঠ মন্দিরের একজন সেবাইত, সুষেণের পিতা।

বীরোচন। রক্তপাত। কোথায় রক্তপাত মা?

শতদল। এই যে এইখানে।

বীরোচন। [আগাইয়া] একি! একি। এ যে সুষেণ! সুষেণ! [জড়াইয়া ধরিল]

শতদল। সুষেণ?

বীরোচন। হাঁ্যা হাঁ্যা, সুষেণ—আমার সুষেণ, আমার একমাত্র সন্তান সুষেণ। আঃ—বাবা!

জল লইয়া অলকনাথের পুনঃ প্রবেশ।

অলক। জল।

বীরোচন। জল? দাও—দাও, আমায় দাও। [জল গ্রহণ]

অলক। আ—প—নি?

শতদল। ওঁর পিতা!

অলক। পিতা! ওঃ! কি মর্মান্তিক দৃশ্য!

বীরোচন। [সুষেণের চোখে মুখে জল সিঞ্চন করিতে করিতে] সুষেণ, সুষেণ! বাবা! কথা কও বাবা, কথা কও! ওরে, তুই ছাড়া আমার কেউ নেই। কথা কও বাবা, কথা কও। সুষেণ! সুষেণ! বাবা সুষেণ!

সুষেণ। [সংজ্ঞা প্রাপ্তে] আঁ্যা! আমি কোথায়?

শতদল। তোমার বাবার কাছে।

সুষেণ। বাবা!

বীরোচন। সুষেণ।

সুষেণ। আমি আর বাঁচবো না বাবা। পাঠান দস্যুর তরবারি আমার বক্ষভেদ করেছে। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর বাবা।

বীরোচন। আশীর্ব্বাদ! সুষেণ—সুষেণ!

অলক। চলুন, একে ঘরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

বীরোচন। চিকিৎসা?

শতদল। হ্যাঁ। বিপদে অধৈর্য্য হলে বিপদকে তো এড়ানো যায় না ঠাকুর। চলুন, ওকে গৃহে নিয়ে চলুন।

বীরোচন। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই চল—তাই চল। ওর চিকিৎসা হবে, ওকে বাঁচাতে হবে। জান মা, এ সংসারে ঐ একটি মাত্র পুত্র ছাড়া আমার আর কেউ নেই—কেউ নেই। এ পৃথিবীতে আমি বড় একা!

[সুষেণসহ সকলের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে আধ-পাগলা সন্ন্যাসী রুদ্রানন্দের প্রবেশ।

রুদ্রানন্দ।—

গীত।

ওরে ও ভোলা মন।
একা বলে দুঃখ কেন, কেন কাঁদ অকারণ॥
ভবে এলি একা যাবি একা সঙ্গী পাবি না,
মাঝে যাদের দেখিস রে, ও মন, ওরা মায়ার ছলনা।
সব ছেড়ে একা যেতে হবে যেদিন আসবে রে শমন।
সময় থাকতে নেরে ও মন, শিব শঙ্করের শরণ॥

উন্মত্তের মত বীরোচনের পুনঃ প্রবেশ।

বীরোচন। চুপ, চুপ সন্ন্যাসী। শিবশঙ্করের নাম আর তুমি উচ্চারণ করো না। ও পাথরের শিব পাথরই হয়ে গেছে। ওকে ডেকে কোন লাভ হবে না।

রুদ্রানন্দ। কেন গো ঠাকুর? হঠাৎ শিব-শঙ্করের ওপর চটে গেলে কেন? কি করেছেন তিনি?

বীরোচন। কি করেছেন? দেখে এসো—দেখে এসো পাগলা-সন্ন্যাসী, আমার ভাঙ্গা ঘরের আঙিনায় কি রক্তনদীর ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

রুদ্রানন্দ। রক্ত নদী?

বীরোচন। হ্যাঁ রক্তনদী। পাঠানের রক্তে আমার স্থষেণের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে সেকি রক্তনদীর উদ্দাম স্রোত। ওঃ! পাগলা বাবা! আজ আমি সর্ব্বহারা।

রুদ্রানন্দ। সর্ব্বহারা না হলে তো সেই সর্ব্বস্বকে পাওয়া যায়

না পাগল। তার জন্য দুঃখ কেন? বন্ধন মুক্ত হয়েছে। আনন্দ কর—আনন্দ কর। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

বীরোচন। আনন্দ! বুঝবে না—বুঝবে না সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী, গৃহীর মর্ম্মব্যথা তুমি বুঝবে না। কিন্তু আমি এখন কি কবি? বুকটা যে জ্বলে যাচ্ছে? কি দিয়ে তাকে শান্ত করি? ওগো ভগবান সোমনাথ, আজীবন তোমার পায়ে ফুল জল দেওয়ার কি এই পুরস্কার? না-না, আব তোমাকে ডাকবো না। আর তোমার পায়ে ফুল জল দেবো না। তোমাব ঐ পাষাণ বিগ্রহ আমি এখনই আরব সাগবের জলে ভাসিয়ে দেবো। [উন্মত্তবৎ গমনোদ্যত]

অলকনাথের পুনঃ প্রবেশ।

অলক। থামুন। শোকে পাগল হলেই শোক নিরসন হয় না। সোমনাথকে সাগবের জলে ভাসিয়ে দিলেই আপনার মৃত পুত্র পুনর্জীবিত হবে না।

বীরোচন। তাহলে বল কি আমি করি?

অলক। ঘরে চলুন। পুত্রেব সৎকারের আয়োজন করুন।

বীরোচন। সৎকার! হ্যাঁ হ্যাঁ—সৎকাব করতে হবে। সংসারী মানুষ—সংসারের শেষ নিয়মটাও মানতে হবে। কিন্তু কেমন করে? কেমন করে ওর মুখে আমি আগুন তুলে দেবো? না-না, সে আমি পারবো না, পারবো না।

অলক। অধীর হবেন না। মৃত্যু জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক নিয়তি।

বীরোচন। নিয়তি। জানি—জানি তা। কিন্তু বলতে পার

যুবক, এমন অস্বাভাবিক মৃত্যু কার ঘরে আসে? কেন? কোন পাপে একটা সরল সুস্থ নিষ্পাপ তরুণ এমনি অকালে বলি হয়?

অলক। এ কেনর উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় ব্রাহ্মণ! আমি শুধু সবিনয়ে আপনার কর্ত্তব্যটাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

বীরোচন। কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্য! কি আমার কর্ত্তব্য? পুত্রের সংকার—না অত্যাচারীর শাস্তি বিধান?

শতদলের পুনঃ প্রবেশ।

শতদল। অত্যাচারীব শাস্তি দেবেন ভগবান সোমনাথ। আপনি করুন আপনার কর্ত্তব্য—মৃত পুত্রের অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন।

বীরোচন। বেশ। তাই যাচ্ছি। পুত্রের অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে পিতার কর্ত্তব্য সেরে আসি। কিন্তু যাবার আগে প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি, এ নির্ম্মম হত্যার আমি প্রতিশোধ নেব। নিষ্করুণ ভয়াবহ অকল্পনীয়!

অলক। ব্রাহ্মণ!

বীরোচন। হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রাহ্মণ। গজনীর সেই ক্ষমতা গর্ব্বী মুসলমান জাতটার ওপর নির্ম্মম প্রতিশোধ নিয়ে প্রমাণ করে যাব কলির দেবতা মরে গেলেও ব্রাহ্মণ আজো মরেনি—মরেনি।

[প্রস্থান।

শতদল। নির্ম্মম পুত্রশোকে ব্রাহ্মণ আজ উন্মাদ হয়ে গেছে।

অলক। তাতার দস্যুর অত্যাচারে হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে এমনি উন্মাদ আজ লাখো লাখো হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ নেই—কেউ নেই তার প্রতিবিধান করতে।

শতদল। সত্যি, সুলতান মামুদ আজ সারা হিন্দুস্থানের আতঙ্ক।

এই সীমান্ত দস্যু যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন হিন্দুস্থানের এই হাহাকার কিছুতেই বন্ধ হবে না।

অলক। সুলতান মামুদ। সুলতান মামুদ। একবার—একবার সামনে পাই—[উত্তেজনায় তরবারিতে হাত দিল]

শতদল। হিন্দুবীর।

অলক। [সংযত হইয়া] না-না। এ আমি কি বলছি? কে আমি? কি আমি? কতটুকু শক্তি আমার?

শতদল। আপনি কে ভদ্র?

অলক। আমি? কেউ না—কেউ না। একটা কক্ষচ্যুত দিশেহারা উল্কাপিণ্ড। নিজের আগুনে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে দিগন্তের বুকে ছুটে বেড়াচ্ছি।

শতদল। আপনার নাম? ঘর?

অলক। ঘর? দস্যুর আক্রমণে ভস্মীভূত। নাম অলকনাথ।

শতদল। অ—ল—ক নাথ। বাঃ। ভারী মিষ্টি তো।

অলক। মিষ্টি? হবে। এখন চলুন, আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি।

শতদল। প্রয়োজন হবে না। মন্দিরে আমার সঙ্গিনীরা আছে। আমি তাদের সঙ্গেই ঘরে ফিরে যাব।

অলক। ভাল। তাহলে আমি আসি।

শতদল শুনুন।

অলক। বলুন।

শতদল। আবার আপনার দেখা পাব তো?

অলক। কে জানে? যাযাবর আমি। কখন যে কোথায় থাকি, আমি নিজেই বলতে পারি না।

শতদল। কিন্তু আমার মনে হয়, আজকের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজরাটের বুকে একটা প্রবল ঝড় আসতে পারে। সেদিন হয়তো আপনাকে প্রয়োজন হবে।

অলক। কেন?

শতদল। ঝড়ের গতিকে রুদ্ধ করে গুজরাটে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে।

অলক। কিন্তু আমি কেন?

শতদল। যেহেতু এই ঘটনার মূল নায়ক আপনি, তাই দায়িত্ব আপনারই সবচেয়ে বেশী।

অলক। উত্তম। আমি স্বীকার করে যাচ্ছি এই ঘটনার চরম মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আমি গুজরাটেই থাকবো। যদি প্রয়োজন হয় নিজের জীবন দিয়েও গুজরাটকে আমি রক্ষা করে যাবো।

[গমনোদ্যত]

শতদল। সত্যি?

অলক। দেবি! সর্ব্বহারা যাযাবর হলেও জাতে আমি ক্ষত্রিয়। আমার শিরায় শিরায় তাদেরই রক্তস্রোত প্রবাহিত, যারা হাসতে হাসতে মৃত্যু বরণ করেছে—কিন্তু কথার খেলাপ করেনি।

[প্রস্থান।

শতদল। অদ্ভুত যুবক! যেন মেঘে ঢাকা সূর্য্য। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার এত রূপ, এমন দুরন্ত যৌবন একবার—একবার ভাল করে চেয়েও দেখলো না! পরিচয়টা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করলে না? কে? কে এই রহস্যময় যুবক? এত শক্তি, এত রূপ অথচ নারীর প্রতি এত উদাসীন—কে এই যুবক? জানতে হবে—জানতে হবে। আমার প্রতি এই ঔদাসীন্যের জবাব দিতে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ওয়াহেবের বাড়ী।

[প্রবেশ করিল ওয়াহেব। প্রথম জীবনে সে হিন্দু ছিল। কিন্তু পরে সে মুসলমান হইয়া যায়। স্ত্রী গুলবিবিকে লইয়া গুজবাটে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে। লোকটা এমনি খুবই ভাল। কিন্তু হিন্দু সমাজের উপর খুব চটা। সুযোগ পাইলেই সে হিন্দু সমাজকে আঘাত করিতে চায়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সংযত হয়। তাহার পুরো নাম ওয়াহেব-উল-উলুম। কিন্তু লোকে 'হালুম হুলুম' বলিয়া ডাকে। লোকটি পত্নী প্রেমিক সরল ও নির্বোধ।]

ওয়াহেব। 'জ-এ' আকারে জবাব দিতে আমিও জানি। হিন্দুরা আমাকে টিট করবে বলে খুব লাফাচ্ছিল। এখন এসো—টিট বব। দেখি তোমাদের মুরোদ কত! এ শালা এখন আর কেবলরাম নয় একেবারে ওয়াহেব-উল-উলুম। খাঁটি মুসলমান।

রহিম খাঁর প্রবেশ। তার ধারণা তাকে ধরার জন্য এখনো লোক পেছনে ছুটছে।

রহিম। প্রমাণ দাও।

ওয়াহেব। কিসের?

রহিম। ঐ যে বল্লে, তুমি খাঁটি মুসলমান। তার প্রমাণ দাও।

ওয়াহেব। তুমি শালা 'ক-এ' আকারে কানা নাকি?

রহিম। কেন?

ওয়াহেব। দেখতে পাচ্ছ না, আমার কাছা নেই।

রহিম। ও তো মেয়ে মানুষেরও থাকে না।

ওয়াহেব। আরে 'ব-এ' আকারে বুদ্ধু, দাড়ি—দাড়িটাও তো দেখতে পাচ্ছ?

রহিম। তা পাচ্ছি।

ওয়াহেব। তবে? এতবড় দাড়ি দেখেও কি বুঝতে পাচ্ছ না—আমি মেয়েমানুষ নই, ষোল আনা মরদ।

রহিম। দাড়িকেই কি সব সময় বিশ্বাস করা চলে?

ওয়াহেব। তাব মানে?

রহিম। বকরী।

ওয়াহেব। বকরী?

রহিম। হ্যাঁ বকরী। মানে পাঁঠীছাগল। ওরও তো দাড়ি আছে। তাই বলে বকরী কি মবদানা?

ওয়াহেব। তুমি আমাকে শালা 'ব-এ' আকারে বকরী ভেবেছ? জান ইচ্ছা করলে তোমাকে—

রহিম। আশ্রয় দিতে পার।

ওয়াহেব। আশ্রয়?

রহিম। হ্যাঁ আশ্রয়! আমি বিপন্ন মুসলমান। তুমি যদি সত্যি সত্যি মুসলমান হয়ে থাক তবে আজকের মতো আমাকে একটু আশ্রয় দাও।

ওয়াহেব। কোথাকার 'ম-এ' আকারে মুসলমান হে তুমি? আগে তো—চম্ম চোখে দেখিনি।

রহিম। আমি হিন্দুস্থানের মুসলমান নই।

ওয়াহেব। তবে কোন গুলীস্থানের মুসলমান?

রহিম। গজনীর মুসলমান।

ওয়াহেব। এখানে মরতে এসেছ কেন?

রহিম। মরতে নয় মিঞা, এসেছিলাম আমার মালেক দিলমহম্মদের সঙ্গে একটু হাওয়া খেতে। কিন্তু এক বেটা কাফেরের ঠ্যালায় লেজ তুলে দৌড় সুরু করেছি।

ওয়াহেব। গজ থেকে ঘোড়া হলে কেন, মিঞা করেছিলো কি?

রহিম। কিচ্ছু না মিঞা, কিচ্ছু না। স্রেফ একটু তামাসা দেখতে সোমনাথের মন্দিরে ঢুকে ছিলাম।

ওয়াহেব। ওঃ! তাতেই বুঝি হিন্দু বেটারা সব 'ক্ষ-এ' আকারে ক্ষেপে গেল। না?

রহিম। ক্ষেপে গেলো মানে? বলি ক্ষেপে গেলো মানে কি? আমার অমন নাদুস নাদুস খোদার খাসী দিলমহম্মদ মিঞাকে একেবারে কচু কাটা করে ফেল্লে—আর তুমি বলছ শুধু ক্ষেপে গেল?

ওয়াহেব। এই সামান্য কারণে তোমার মুনিবকে খুন করলে! আশ্চর্য!

রহিম। তুমি, তুমিই বলতো মিঞা, মন্দিরে ঢুকতে চেয়ে আমরা এমন কি অন্যায় করেছিলাম, যার জন্য একেবারে মুরগীজবাই?

ওয়াহেব। এ অন্যায় নয় মিঞা, হিন্দু বেটাদের গোড়ামী শয়তানী। ওরা মানুষের চেয়ে সমাজকে ঢের বড করে দেখে। যার ফলে হিন্দু কেবলরাম—আজ মুসলমান ওয়াহেব-উল-উলুম।

রহিম। সে আবার কে?

ওয়াহেব। আমি মিঞা—আমি।

রহিম। তুমি হিন্দু ছিলে?

ওয়াহেব। ছিলাম।

রহিম। কোন দুঃখে তুমি মুসলমান হলে?

ওয়াহেব। দুঃখ! সে তুমি বুঝবে না, 'ম-এ' আকারে মিঞা। ও কথা মনে হলে এখনো শরীর আমার চিড়বিড় করে ওঠে। ইচ্ছা হয়, তামাম হিন্দু সমাজটাকে 'ব-এ' কারে বিসমিল্লা বলে কোরবাণী দিয়ে ফেলি।

রহিম। একেবারে অন্তিম অবস্থা দেখছি। ব্যাপারটা কি?

ওয়াহেব। পাঞ্জাব আক্রমণ!

রহিম। পাঞ্জাব আক্রমণ?

ওয়াহেব। হ্যাঁ 'প-এ' আকারে পাঞ্জাব আক্রমণ। তোমরা যখন পাঞ্জাবকে চষে রেখে গজনীগোয়ালে ফিরে যাচ্ছিলে, সেই সময় তোমাদের মধ্যে এক খোদার ষাঁড় আমার বউটাকে জোর করে পুকুর-ঘাট থেকে 'ত-এ' আকারে তুলে নিয়ে যায়।

রহিম। আফসোষ! তারপর বুঝি তোমার বিবিকে আর ফিরে পাও নি?

ওয়াহেব। বিবি নয় 'ব-এ' আকারে বউ। তাকে আটকায় কোন শালা! যে বদমাস ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো—তাকে তারই হাতিয়ার দিয়ে খুন করে আমার বউটা পালিয়ে এলো।

রহিম। সাবাস মেয়েমানুষ তো।

ওয়াহেব। মেয়েমানুষের এই সাবাস—হিন্দু সমাজের সহ্য হলো না। তারা বিধান দিলে—মুসলমান ধরে নেওয়া মেয়েমানুষ পতিতা। তাকে আর জাতে নেওয়া চলে না।

রহিম। বল কি মিঞা? দুষমনের দাড়ি ছুঁতে পারলে না— মেয়েমানুষের চুল ধরে টানাটানি।

ওয়াহেব। সেই দুঃখেই মিঞা, হিন্দু আমি আজ 'ম-এ' আকারে

মুসলমান। কলমা পড়ে হিন্দু সমাজকে কলা দেখিয়ে গুজরাটে এসে সস্ত্রীক দিন গুজরাচ্ছি।

রহিম। আমার মনিবকে কোতল করে সেই হিন্দু বেটা আমাকে ধাওয়া করেছে। তোমার কি উচিত নয়, তোমার জাত ভাইকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করা।

ওয়াহেব। কিন্তু—

রহিম। কিন্তু নয়, মিঞা! ইসলাম আজ বিপন্ন, প্রতিটি ইসলামীর উচিত—

ওয়াহেব। জান দিয়েও ইসলামীকে রক্ষা করা।

রহিম। আলবৎ!

ওয়াহেব। তাহলে এসো। তোমাকে ধামা চাপার 'ব-এ' আকারে ব্যবস্থা করি। [গমনোদ্যোগ]

ওয়াহেবের স্ত্রী গুলবাহারের প্রবেশ।

গুলবাহার। কোন ঘাটের মরাকে আবার এ ঘরে ঢুকাচ্ছ মিঞা?

ওয়াহেব। আরে ঘাটের মরা নয়। বউ, এ হচ্ছে মেহমান!

রহিম। খাঁটি মুসলমান।

গুলবাহার। মুসলমানের নিকুচি করেছে। মানে মানে সরে পরবে না—দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

ওয়াহেব। তুই বলছিস কি বউ?

গুলবাহার। আবার বউ! বলছি না, বিবি বলবে।

রহিম। ঠিকই তো। মুসলমানের স্ত্রী, তাকে বিবি না বল্লে গুণাহ্ হয়।

ওয়াহেব। ও গুনাই হোক আর 'প-এ' অকারে পাপই হোক— বিবি বলতে পারবো না।

রহিম। কেন?

ওয়াহেব। বউ বলে ডেকে ডেকে এখন বিবি বলে কেমন যেন আরাম পাই না।

গুলবাহার। কিন্তু মুসলমান তো তুমি?

ওয়াহেব। ঠ্যালায় পড়ে মুসলমান। আসলে তো হিন্দুর বাচ্চা।

রহিম। তবু—

ওয়াহেব। আরে মিঞা, দেশে গিয়ে তোমার বিবিকে একবার বউ বলে ডেকে দেখো—কেমন সুখ-সুখ ঠেকে।

গুলবাহার। দেশে ফিরতে পারলে তো।

রহিম। তার মানে?

গুলবাহার। সরমলাগে না জিজ্ঞাসা করতে! মুখপোড়া হনুমান কোথাকার!

ওয়াহেব। ও বউ! আরে করিস কি! ওযে গজনীর খানদানী মুসলমান।

গুলবাহার। অমন মুসলমানের মুখে পয়জার মার মিঞা, পয়জার মার।

রহিম। আরে এযে রীতিমতো অপমান করা সুরু করলে।

গুলবাহার। অপমান! অপমান বোধ তোমাদের আছে নাকি ডাকাতের দল।

ওয়াহেব। খবরদার—খবরদার গুল। মেহমানকে 'ব্ল-এ' আকারে বে-ইজ্জত করবি না, বলছি।

গুলবাহার। না—না, বে-ইজ্জত করবো কেন? একটু দাঁড়াও

ঝাঁটাগাছ এনে মিঞাকে আচ্ছা করে ইজ্জতের ব্যবস্থা করছি। [গমনোদ্যত]

রহিম। ও মিঞা। সামলাও—সামলাও। এ যে খাণ্ডারণী বিবি।

ওয়াহেব। সে কথা মিথ্যে নয়। দশটা মরদের মওড়া ও একা নিতে পারে। কিন্তু ও গুল, গুল—লক্ষ্মী বউ।

রহিম। তওবা তওবা। তুমি মুসলমান হয়ে হিন্দু দেবতার নাম নিলে। তওবা।

গুলবাহার। [গমকে ঘুরিয়া] হিন্দু দেবতার নাম নিলে গুনা হয় আর পূণ্যি হয় বুঝি বুঝি হিন্দু মেয়ের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করলে ?

ওয়াহেব। বউ।

গুলবাহার। জিজ্ঞাসা কর—জিজ্ঞাসা কর, তোমার এই মুসলমানের বাচ্চাটাকে, সোমনাথের মন্দিরে আমাদের রাজকন্যার হাত ধরে ও টেনে ছিলো কিনা।

ওয়াহেব। বলিস কি।

রহিম। না, মানে আমার মুনিবের হুকুমে।

গুলবাহার। মুনিবের হুকুমে ? ওরে পা-চাটা কুত্তা, মুনিব যদি তোর মাকে টেনে আনতে বলে, আনবি ?

রহিম। মাগীটাতো ভারী বদজাত।

গুলবাহার। কি।

ওয়াহেব। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার বেইমান। ও মাগী হলেও ফৌজ খুন করা মাগী। হুঁসিয়ার।

গুলবাহার। দাঁড়াও। ওকে মাগী বলাটা বের করছি।

[প্রস্থান।

রহিম। ও মিঞা ভাই।

ওয়াহেব। এখন আর ভাইটাই চলবে না। যদি জানে বাঁচতে চাও 'চ-এ' আকাবে চম্পট দাও।

রহিম। মুসলমান হযে বিপন্ন মুসললানকে তাডিয়ে দেবে—শুধু বিবির ভয়ে?

ওয়াহেব। বিবিই যে আমার সব মিঞা।

রহিম। ইমানের চেয়েও বিবি বড়?

ওয়াহেব। হ্যাঁ।

রহিম। তাহলে তুমি কিসের মুসলমান?

ওয়াহেব। পিবিত্তেব মুসলমান।

রহিম। তার মানে?

ওযাহেব। তাব মানে মুসলমান হয়েছি—আল্লার টানে নয় 'প-এ' আকাবে পিরিতের টানে বউএর টানে।

রহিম। বল কি?

ওয়াহেব। আর বলাবলি নয়, মিঞা। যদি বলি না হতে চাও—'প-এ' আকারে পালাও। বউকে সামলানোর ক্ষমতা আমার বাবারও নেই।

রহিম। কিন্তু পথে বেরুলেই যে আমাকে মুরগী জবাই করবে। তার একটা উপায় কর। মুসলমান হয়ে মুসলমানের এইটুকু সাহায্য করবে না?

ওয়াহেব। তা বটে।…এই যে বউএর একটা বোরখা পরে আছে। যাও, এইটে পরে—মেয়েমানুষ সেজে 'প-এ' আকারে পগার পার হও। [বোরখা দান]

রহিম। শেষ পর্য্যন্ত মরদানা হয়ে মেয়েমানুষ সাজবো?

ওয়াহেব। আরে মিঞা! আগে জানটা বাঁচাও তো। তারপর ঘরে গিয়ে যত খুশী বিবির কাছে মরদানা ফুলিও।

রহিম। মিঞা!

নেপথ্যে গুলবাহার। আঃ! আঁশবঁটিটা যে খুঁজে পাচ্ছি না!

ওয়াহেব। ঐ শোন, আঁশবঁটি খুঁজছে। পালাও—পালাও!

রহিম। বাপরে বাপ! কি মেয়েমানুষরে বাবা! একেবারে ধাত ছেড়ে যাবার জোগাড়।

[বোবখা পরিয়া প্রস্থান।

গুলবাহার। [নেপথ্যে] এই যে পেয়েছি।

বঁটি লইয়া গুলবাহারের পুনঃ প্রবেশ।

ওয়াহেব। আব দবকার নেই বউ। তোব মুখেব ধাবেই 'চ-এ' আকাবে চম্পট! বঁটির ধার আর পবখ করাতে হলো না।

গুলবাহার। হাবামীকে অমনি অমনি ছেড়ে দিলে?

ওয়াহেব। কি করবো!

গুলবাহার। হিন্দুস্থানে এসে মেয়েছেলের গাযে হাত তুললে আর তুমি তাকে ছেড়ে দিলে?

ওয়াহেব। হাজার হোক স্বজাতি তো!

গুলবাহার। অমন শয়তান স্বজাতির মুখে আগুন। আবার যদি দেখা পাই—

রত্নাপাখী। [নেপথ্যে] হালুম-হুলুম ভাই, বাড়ী আছ!

গুলবাহার। আবার কোন মবা মরতে এলো। ঘরে বসে যে দু'জনে একটু রসালাপ করবো তার কি জো আছে?

রত্নাপাখী। [নেপথ্যে] ও ভাই, হালুম-হুলুম দাদা, বাড়ী আছ?

ওয়াহেব। কোন শালা রে, আমাকে হালুম-হুলুম বলে!

[রত্নাপাখী বর্তমানে বৈষ্ণব। গলায় তুলসীর মালা। কপালে তিলক। হালুম-হুলুম বল্লে, ওয়াহেব খুব চটে যায়। অতীতের দস্যু, বর্তমানে চাষী রত্নাপাখী। দ্রুত চলতে পারে বলে লোকে ওকে রত্নাপাখী বলে ডাকে।]

রত্নাপাখীর প্রবেশ।

রত্নাপাখী। আমি দাদা, রত্নাপাখী! হেঃ-হেঃ-হেঃ!

ওয়াহেব। [ক্রুদ্ধ] হেঃ-হেঃ-হেঃ! তোমায় না বলেছি আমার নাম হালুম-হুলুম নয়—ওয়াহেব-উল-উলুম।

গুলবাহার। খুব সোজা নাম।

রত্নাপাখী। হ্যাঁ, খুব সোজা। শুধু বলতে গেলে দাঁতগুলো ছুটে বেরিয়ে আসতে চায়। এই আর কি।

ওয়াহেব। তাই বলে নাম বিকৃত করবে?

রত্নাপাখী। কি করবো দাদা? চাষাভুষো আমরা! আমরা কি পারি—অত কটমটে নাম বলতে?

ওয়াহেব। কি পার তাই শুনি?

রত্নাপাখী। দুটো মানুষ খুন করতে বল্লে হয়তো এখনও পারি!

গুলবাহার। তা পারবে না। কথায় বলে না কয়লার ইল্লৎ যায় না ধুলে—আর স্বভাব যায় না মলে।

রত্নাপাখী। কথাটার মানে হলো কি ভাবী?

ওয়াহেব। বুঝলে না, বুদ্ধিমানের ঢেঁকি। প্রথম্ জীবনে তো মানুষ ঠেঙিয়ে বেড়াতে। আজ হঠাৎ বোষ্টম হয়ে গেলেও আসল স্বভাবটা 'ম-এ' আকারে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুকি মারে।

রত্নাপাখী। হেঃ-হেঃ-হেঃ! তা যারে সত্যি। কিন্তু বিশ্বাস কর, হালুম-হুলুম ভাই—

ওয়াহেব। আবার। বলছি না, হালুম-হুলুম নয়, ওটা ওয়াহেব-উল-উলুম।

রত্নাপাখী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়াহেব উলু—লু—লু—লু। না, দাদা ও আমার দ্বারা বলা হবে না। তার চেয়ে অনেক সোজা হালুম-হুলুম।

ওয়াহেব। [ক্রুদ্ধ] অখাদ্য! একদম চাষা! এই সোজা কথাটাও বলতে পার না!

গুলবাহার। থাক্—থাক্, ধীরে সুস্থে অভ্যেস করে বলবেখন। তার জন্য ঐ বোষ্টমের ওপর বেশী জুলুম করো না মিঞা। কাম খারাপ হয়ে যেতে পারে।

ওয়াহেব। কেন?

গুলবাহার। বলা তো তো যায় না, কখন বোষ্টম বাবাজীর মেজাজ আসমানে চড়ে যাবে—আর এক লাঠির ঘায়ে আমাদের মাথা দুটো—

ওয়াহেব। একেবারে 'ছ-এ' আকারে ছাতু! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রত্নাপাখী। আর সরম দিও না দাদা। আমি এখনো মাঝে মাঝে ভাবি—আমি কি ছিলাম। কেমন করে অনায়াসে মানুষের মাথায় লাঠি চালাতাম। তুচ্ছ টাকা পয়সার জন্য কত বড় পাপই না করতাম।

গুলবাহার। তা ডাকাতি করতে করতে হঠাৎ এই বোষ্টম হবার সখ হলো কেন ভাই?

রত্নাপাখী। সে এক মর্মান্তিক কাহিনী ভাবী। ভাবলে এখনও আমি পাগল হয়ে যাই।

ওয়াহেব। পাখী ভাই!

রত্নাপাখী। সেদিন অমাবস্যার রাত। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে গড়-খাইয়ের মাঠে আমরা আসর জাঁকিয়ে বসেছি।

গুলবাহার। জলসার আসব।

রত্নাপাখী। না; ডাকাতের আসর—মদের আসর।

ওয়াহেব। তওবা! তুমি মদ খেতে?

রত্নাপাখী। খেতাম বল্লে ভুল হয় দাদা। গিলতাম—ঘড়ায় ঘড়ায় গিলতাম। সেদিন ডাকাতি করতে বেব হবার আগে মদের আসর বসেছিল। ক'ঘডা মদ যে গিলেছি—হুঁস নেই। হঠাৎ কাণে এল একতারার সুর।

রত্নাপাখী। সেই ঘুটঘুটে নিঝুম রাতে একতারা?

বত্নাপাখী। হ্যাঁ একতারা। একজন অনুচর এসে সংবাদ দিল এক বেটা পাগলা গায়ক রাজাকে গান শুনিয়ে অনেক ধনরত্ন নিয়ে ঘরে ফিরছে।

ওয়াহেব। একলা এত রাত্রে?

গুলবাহার। ভারী সাহস তো তার।

রত্নাপাখী। সেই সাহসই তার কাল হলো!

গুলবাহার। রত্না ভাই!

রত্নাপাখী। আমার এই হাতের একটা আঘাতেই গায়বের দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তানপুরার তার আর্তনাদ করে ছিঁড়ে গেলো। পাগলের মতো তার জামা কাপড় টেনে খুলে ফেল্লাম। কি পেলাম জান?

ওয়াহেব। মুঠো মুঠো রত্ন।

রত্নাপাখী। না, শুধু এক মুঠো চাল।

গুলবাহার। মাত্র এক মুঠো চাল!

রত্নাপাখী। হ্যাঁ এক মুঠো চাল। ফিরে তাকালাম সেই মরা লাসটার দিকে। দেখলাম গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক, সদাচারী বোষ্টমের চোখ দুটো যেন অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করছে—কেন? কেন আমায় খুন করলে? কি লাভ হলো তোমার?

ওয়াহেব। রত্নাপাখী!

রত্নাপাখী। ঊর্দ্ধশ্বাসে বিতাড়িত কুকুরের মতো বাড়ীর দিকে ছুটে চল্লাম শান্তির আশায়, স্বস্তির আশায়। গিয়ে কি দেখলাম জান?

গুলবাহার। কি?

রত্নাপাখী। ধূ-ধূ করে জ্বলছে আমার সাত পুরুষের ভিটে। বাড়ীতে কেউ নেই। প্রতিবেশীরা বল্লে—সুলতান মামুদের সৈন্যেরা আমার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। প্রাণের ভয়ে ইজ্জতের ভয়ে একমাত্র শিশুকন্যা বুলবুলিকে নিয়ে আমার স্ত্রী যে কোথায় পালিয়েছে তা কেউ বলতে পারলে না। কেউ বলতে পারলে না।

ওয়াহেব। তারপর?

রত্নাপাখী। পাগলের মতো খুঁজে চল্লাম আমার স্ত্রীকে। দেখাও পেলাম, তবে স্ত্রীকে নয়, রক্তাক্ত ধর্ষিতা তার মৃতদেহটা।

গুলবাহার। [আর্তকণ্ঠে] রত্নাভাই!

ওয়াহেব। তোমার কন্যা?

রত্নাপাখী। তার খোঁজ আজও পাইনি। লোকে বলে সে নেই। কিন্তু আমার মন বলছে, সে আছে সে আছে। কত ডেকেছি—কত কেঁদেছি কিন্তু তার কোন সাড়া পাইনি।

ওয়াহেব। সেই থেকেই বুঝি ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে বোষ্টম হয়ে চাষবাস সুরু করেছ।

রত্নাপাখী। হ্যাঁ। এই গুজরাটে সারাদিন চাষবাস করি আর সারারাত বসে থাকি ঐ সাগরের তীরে।

গুলবাহার। কেন?

রত্নাপাখী। আশায় ভাবী আশায়। সুলতান মামুদকে ধরবার আশায়।

ওয়াহেব। রত্নাপাখী।

রত্নাপাখী। আমি জানি ধনরত্নের লালসায় দিগ্বিজয়ের নেশায় সুলতান মামুদ নিশ্চয় এই হিন্দুস্থানের বুকে আবার ফিরে আসবে। তাইতো—তাইতো সারারাত্রি জেগে থাকি আরব সাগরের দিকে তাকিয়ে।

গুলবাহার। রত্না ভাই।

রত্নাপাখী। আজ আমি চাষী। কিন্তু ভাবী, আবার আমি ডাকাতি করবো, আবার আমি মানুষ খুন করবো যেদিন সুলতান মামুদকে আমি সামনে পাব। [গমনোদ্যত]

ওয়াহেব। পাখীভাই।

রত্নাপাখী। সুলতান মামুদ—সুলতান মামুদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

ওয়াহেব। যা শালা, মানুষটা একেবারে 'প-এ' আকারে পাগল হয়ে গেছে।

গুলবাহার। হিন্দুস্থানের অধিকাংশ মানুষই সীমান্ত দস্যুর অত্যাচারে আজ অমনি পাগল। সুলতান মামুদের অত্যাচারে তুমি—তুমিও কি পাগল হও নি?

ওয়াহেব। চুপ কর—চুপ কর বউ। ওকথা মনে হলে মাথায় যেন খুন চাপে।

গুলবাহার। আমারও চাপে। তাইতো বড় আফসোষ রয়ে গেল সুলতান মামুদের একটা অনুচর আমার ঘরে এসে জ্যান্ত ফিরে গেল!

ওয়াহেব। বউ!

গুলবাহার। না না, যেতে তাকে দেবো না—যেতে তাকে দেবো না। সুলতান মামুদের যাকে যেখানে পাব, খোদার নামে আমি তাকে কোরবানী দেব।

[প্রস্থান।

ওয়াহেব। আমিও হিন্দুসমাজের যে ব্যাটার যেখানে ফাঁক পাব, সেই ফাঁকেই সূচ হয়ে ঢুকে 'ফ-এ' আকারে ফাল হয়ে বেরুবো। তবে আমার নাম ওয়াহেব উল-উলুম।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

গুজরাট প্রাসাদ।

গীতকণ্ঠে রাজকন্যা শতদলের প্রবেশ।

শতদল।—

গীত।

আমার হৃদয়-বীণার তারে কার মধু নাম বাজে।
বলিতে পারি না স্মরণে মরি গো লাজে।
কি জানি কখন অজনায় মোর,
চুপি চুপি এলো সেই মনোচোর,
আমারে হরিল আমারে সাজালো প্রিয় অভিসার সাজে।

শতদল। নাঃ! লোকটা মোটেই ভাল নয়। মন মেজাজ একেবারে বিলকুল খারাপ করে দিলে! কোথাকার কে ডানপিটে গুণ্ডা, চাল চুলো আছে কিনা কে জানে? অথচ দিব্যি আমার মনে জাঁকিয়ে বসে আছে। যতই ওঁকে তাড়াতে চেষ্টা করছি, ততই সে যেন বেশ করে জড়িয়ে ধরছে। কি যে করি ছাই—ভেবেও পাচ্ছি না! [চিন্তামগ্ন হইল]

প্রবেশ করিল ছোটভাই কুমুদ। বয়সে কিশোর।

কুমুদ। দিদি—দিদি!

শতদল। [আপন মনে] নাঃ! যে ভাবেই হোক—ওকে গুজরাট ছাড়া করতে হবে।

কুমুদ। ও দিদি—দিদি! [ঝাকানি দিল]

শতদল। হ্যা! ওঃ! কুমুদ! কি ভাই? কি খবর?

কুমুদ। খবর? সুবিধের নয়।

শতদল। সুবিধের নয়।

কুমুদ। উঁহু! ভয়ানক খারাপ। একেবারে আশ্রম আশ্রম ভাব।

শতদল। আশ্রম আশ্রম ভাব কি?

কুমুদ। বুঝলি না? কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ পড়েছিস?

শতদল। পড়েছি।

কুমুদ। আমি পড়ি নি। গল্প শুনেছি।

শতদল। তাতে হয়েছে কি?

কুমুদ। ঐ তো সর্বনাশের কারণ।

শতদল। সর্বনাশের কারণ?

কুমুদ। হ্যাঁ! মানে কালিদাস তোর উপর ভর করেছে?

শতদল। তার অর্থ?

কুমুদ। অর্থ? তোরও দেখছি বাহ্যজ্ঞান রহিত, গালে হাত, চোখে জল। একেবারে আশ্রম আশ্রম ভাব?

শতদল। কে বল্লে?

কুমুদ। ও আর বলে দিতে হয় না, দেখেই বোঝা যায়!

শতদল। কি?

কুমুদ।— **গীত।**

যেন শকুন্তলা হয়ে উতলা আকাশ পানে চায়।
কোন সুদূরে পাখায় চড়ে (তার) রাজপুত্তুর যায়।
(তার) মুখে নাই হাসি,
(তার) কাণে বাজে বাঁশী,
ঘর ছাড়ানো সুরের নেশায় মন দোল খায় রে মনে দোল খায়।

(তার) হৃদয় বীণার তারে,
মিষ্টি মধুর সুরে,
পাগল করা মনোচোরা বঁধুর নামটি গায়।

শতদল। তবে রে দুষ্টু ছেলে! তুমি ইচোঁড়ে পেকেছ! [তাড়া করলি। কুমুদ সরিয়া গেল]

কুমুদ। ইচোঁড় নয়—বচোঁড় নয়, কুল।

শতদল। কুল?

কুমুদ। হ্যাঁ কুল—পাকা কুল। টক্-টক্ মিষ্টি-মিষ্টি।

শতদল। কুমুদ! [পুণরায় তাড়া করিল, কুমুদ দ্রুত নাগালের বাইরে গিয়া বলিল]

কুমুদ। সাবধান দিদি। কুল পাকানো ভালো—কিন্তু মজালেই কেলেঙ্কারী! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

শতদল। খবরদার কুমুদ! ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

সেনাপতি সূর্যসিংহের প্রবেশ। রাজকন্যার সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। শতদলকে সূর্য সিংহ ভালবাসে। মনটা তার বড় ছোট।

সূর্যসিংহ। ভাল চাইলেই কি ভাল হয় রাজকুমারী? হয় না। সব কপাল।

শতদল। তার মানে?

সূর্যসিংহ। তার মানে, ঐ যে ভদ্রলোক সোমনাথের মন্দিরে তোমাকে রক্ষা করে এতবড় ভাল কাজটি করলে, কপালগুণে সেই কাজই আজ তার মন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শতদল। কেন মন্দ হবে কেন?

সূর্যসিংহ। মহারাজ আমাকে আদেশ দিয়েছেন তাকে বেঁধে আনতে।

শতদল। বেঁধে আনতে!!

সূর্যসিংহ। হ্যাঁ বেঁধে আনতে। গজনীর মাননীয় অতিথিকে হত্যা করে সে ভদ্রলোক নাকি অপরাধ করেছে।

শতদল। আমাকে রক্ষা করে সে অপরাধ করেছে!

সূর্যসিংহ। তাইতো মহারাজের ধারণা। তিনি তাকে কঠোর দণ্ড দেবেন।

শতদল। [আর্তকণ্ঠে] সেনাপতি!

সূর্যসিংহ। কি ব্যাপার। রাজকুমারীর কণ্ঠে যেন বেদনার স্বর।

শতদল। হওয়া কি আশ্চর্য! অতবড় বীর, অতবড় মহৎ প্রাণ, যে তোমাদের রাজকুমারীর নারীত্বের রক্ষক—তাঁকে যদি তোমরা পুরস্কারের বদলে শাস্তি দিতে চাও, সে কি বেদনার নয়? তাতে কি মন একটুও কাঁদে না?

সূর্যসিংহ। কি করবো বল? মহারাজের আদেশ, বন্দী তাকে করতেই হবে।

শতদল। না-না সেনাপতি। একাজ তুমি করো না। এতবড় অবিচার ভগবান কোনদিন সইবেন না।

সূর্যসিংহ। সেটা ভগবান বুঝবেন আর মহারাজ বুঝবেন। আমি হুকুমের দাস, হুকুম পালন করে যাব।

শতদল। [করুণ কণ্ঠে] দোহাই তোমার সেনাপতি, এতবড় অন্যায় তুমি করো না। আমি তোমাকে সকাতরে অনুরোধ করছি।

সূর্যসিংহ। কেন রাজকুমারী, কেন? কোথাকার কে একটা

অজ্ঞাতকুলশীল যুবক, তার জন্য তোমার এত মমতা কেন?

শতদল। সে তুমি বুঝবে না সেনাপতি! অস্ত্র নিয়ে তোমাদের কারবার—মানুষের মূল্য কোনদিনই বুঝবে না!

সূর্যসিংহ। এবার বুঝেছি।

শতদল। কি বুঝলে?

সূর্যসিংহ। বুঝলাম—ভদ্রলোক বেচারার কপালটা খুব খারাপ নয়।

শতদল। কেন?

সূর্যসিংহ। মহারাজ তাকে শাস্তি দিতে চাইলেও কাজটা খুব সহজ হবে না।

শতদল। কারণ?

সূর্যসিংহ। কারণ সে একটি কঠিন দুর্গে ঠাঁই পেয়েছে।

শতদল। সেনাপতি।

সূর্যসিংহ। তবে একটি কথা মনে রেখো রাজকন্যা—"অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাস দেয়ং না কর্তব্য!"

[প্রস্থান।

শতদল। তাই কি! সত্যই কি সে অজ্ঞাত কুলশীল! সত্যই কি তাঁর কোন পরিচয় নেই? অমন রূপ, অমন শক্তি, অমন নিপুণ অস্ত্র চালনা—সবই কি মিথ্যা? মানুষের জন্মের পরিচয়টাই আসল, কর্ম তার কিছুই নয়?

রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ। ইতিহাসে সে ভীম নামে খ্যাত। বেশ বয়েস হয়েছে। একটু ভীরু প্রকৃতির। ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া চলিতে চায়।

ভীমসিংহ। কর্মই মানুষের পুরস্কার ও তিরস্কারের জন্মদাতা।

শতদল। বাবা!

ভীমসিংহ। অনেক ক্ষেত্রে একটা মানুষের কর্ম শুধু তার নিজের ক্ষতিই করে না—বহুর ক্ষতিও করে সে।

শতদল। তুমি কার কথা বলছ বাবা?

ভীমসিংহ। যদি বলি তোমার?

শতদল। আমার?

ভীমসিংহ। হ্যাঁ কন্যা তোমার। আজ তোমারই জন্যে সমস্ত গুজরাটে একটা অনিশ্চিত ভয়ের কালোছায়া।

শতদল। আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না বাবা।

ভীমসিংহ। হয় তুমি বুঝেও না বোঝার ভাণ করছ, আর না হয় বোঝবার মত বুদ্ধি তোমার আজো হয় নি। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি তোমার সাহস দেখে।

শতদল। বাবা!

ভীমসিংহ। বল, কেন তুমি সোমনাথের মন্দিরে একলা সমুদ্র সৈকতে গিয়েছিলে?

শতদল। সমুদ্র বারি দিয়ে ভগবান সোমনাথকে অবগাহন করাবো বলে।

ভীমসিংহ। সংগিনী বা অন্য কোন রক্ষী না নিয়ে কেন একলা গেলে?

শতদল। আমি ভাবতে পারিনি বাবা, মহারাজ ভীম সিংহের শাসিত দেশে তার পথঘাট নারীর জন্য নিরাপদ নয়।

ভীমসিংহ। হুঁ! তুমি বুঝি ভেবেছিলে তোমার নিরাপত্তার জন্য গুজরাটের যত্রতত্র আমি প্রহরী নিয়োগ করে রাখবো।

শতদল। বাবা!

ভীমসিংহ। তোমার এই অবিমৃষ্যকারীতার জন্য আমাদের সম্মুখে আজ যে কতবড বিপদ তা অনুমান করতে পার?

রাণী মহামায়ার প্রবেশ। খুব তেজস্বিনী ও
ন্যায়পরায়ণা মহিলা।

মহামায়া। তুমি অনুমান করতে পার মহারাজ, যে বিদেশ থেকে দুটো শয়তান এসে কি ভাবে বিগ্রহ আর নারীকে কলংকিত করতে গিয়েছিলো?

ভীমসিংহ। রাণী!

মহামায়া। অনুমান করতে পার, এতবড় অপরাধ করেও সেই দুর্বৃত্তদের একজন অক্ষত দেহে কেমন করে গুজরাট থেকে পালিয়ে গেল?

শতদল। পালাতে সে পারতো না মা, যদি আমি না বাধা দিতাম!

ভীমসিংহ। তার অর্থ?

শতদল। আমার নারীত্বের রক্ষক সেই যুবক অলকনাথ তাকেও হত্যা করতো, বাধা দিলাম আমি।

মহামায়া। কেন? কেন? কেন এতবড় অন্যায় করলি?

ভীমসিংহ ও শতদল। অন্যায়?

মহামায়া। নিশ্চয় অন্যায়। যে শয়তান মন্দির রক্ষককে হত্যা করলে, তোমার নারীত্বের অসম্মানে হাত বাড়ালে তার শাস্তির প্রতিবন্ধক হয়ে তুমি ঘোরতর অন্যায় করেছ।

ভীমসিংহ। না রাণী। ও বরং ভালই করেছে। একটা হত্যাতেই আমি শংকিত, দ্বিতীয় হত্যা হলে—

মহামায়া। তুমি মূর্ছিত হতে। ছিঃ—রাজা! একটা স্বাধীন দেশের নরপতি হয়ে তোমার মনে এত ভয়!

ভীমসিংহ। ভয় অমনই হয় না রাণী, হয় কার্য কারণে।

শতদল। বাবা!

ভীমসিংহ। গজনীর সুলতান যখন শুনবে তার পরম বান্ধব এভাবে আমার রাজ্যে নিহত হয়েছে তখন কি সে জলোচ্ছ্বাসের মতো সৈন্যবাহিনী নিয়ে গুজরাটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না?

মহামায়া। পড়ুক। আমরা তাকে বাধা দেব।

ভীমসিংহ। বাধা দেব আমরা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! পর পর যে ষোল বার উত্তর ভারতের রাজা মহারাজাকে পদপিষ্ট করে গেল তাকে বাধা দেবে এই ক্ষুদ্র গুজরাট? বালির বাঁধ রোধ করবে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসকে? অসম্ভব!

শতদল। তাই বলে কি তার অত্যাচার আমরা নীরবে সয়ে যাব?

ভীমসিংহ। উপায় কি? প্রবল শক্তিকে সয়ে যেতেই হবে।

মহামায়া। না মহারাজ। এভাবে তিলে তিলে হাজারবার ভয়ে ভয়ে মরার চেয়ে আমি বরং যুদ্ধ করেই মরবো। তবু পারবোনা একটা সীমান্ত দস্যুর ভয়ে তার স্বেচ্ছাচার মেনে নিতে।

ওয়াহেবের প্রবেশ।

ওয়াহেব। কিন্তু শাস্ত্র? শাস্ত্রের 'ব-এ' আকারে বিধান মেনে নিতে তো আপনি বাধ্য মহারাণী।

সকলে। কে তুমি?

ওয়াহেব। আমি ওয়াহেব উল—উলুম। মূর্খেরা অবশ্য উচ্চারণ করতে না পেরে বলে হালুম হুলুম।

শতদল। হালুম-হুলুম। বাঃ চমৎকার তো! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

ওয়াহেব। হাসছেন? হাসবেন না, বেশী হাসবেন না। জানেন তো "যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রাম শর্ম্মা।" অতএব 'স-এ' আকারে সাধু সাবধান।

ভীমসিংহ। মুসলমান হয়ে বলা নেই কওয়া নেই, প্রাসাদে ঢুকলে! তোমাব সাহস তো কম নয়।

ওয়াহেব। আজ্ঞে, বাজার কাছে প্রজা আসবে তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বিচাব কবে আসতে হবে—আমি কিন্তু আগে তা ভাবিনি, মহারাজ।

মহামায়া। ঠিকই বলেছ বাবা। রাজারাণী প্রজার বাপ-মা। সেখানে সন্তানেব মত প্রজাব অবাধ অধিকার।

ওয়াহেব। ওঃ! চমৎকার চমৎকার! এই না হলে আর মহারাণী! সেলাম মা মহাবাণী, এই মুসলমান ছেলের হাজারো সেলাম।

ভীমসিংহ। কি জন্য এসেছ?

ওয়াহেব। গোলমাল হয়ে গেল যে!

শতদল। কেন?

ওয়াহেব। ঐ যে বাপ-মা আর ছেলে ওতেই তো কেমন যেন সব 'গ-এ' আকারে গোলমাল হয়ে গেল।

মহামায়া। তুমি না কি শাস্ত্রেব কথা বলছিলে?

ওয়াহেব। শাস্ত্র! হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা বলা যায়। কিন্তু বলা কি উচিত? যেখানে বাপ-মা—

শতদল। সেখানেই তো নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করা চলে।

ওয়াহেব। তাহলে বলি? কি বলেন, বলেই ফেলি?

ভীমসিংহ। [বিরক্ত] ভনিতা রেখে যা বলতে এসেছ বলে ফেল!

ওয়াহেব। আজ্ঞে হ্যাঁ, বলছি। তবে কি জানেন, মায়ের মতো আপনার দিলডা অতবড় নয়—একটু যেন ইয়ে ইয়ে মানে 'ছ-এ' আকারে ছোট।

ভীমসিংহ। আঃ! প্রগলভতা রেখে বক্তব্য বল।

ওয়াহেব। বলছি বলছি। আপনার মেয়ে মানে রাজকুমারীর হাত ধরে গজনীয় মুছলমান টেনেছিলো।

মহামায়া। তাতে হলো কি?

ওয়াহেব। না, হয়নি অবশ্য কিছু। তবে আঠারো বছর আগে পাঞ্জাবের উদ্‌ভ্রান্তপুরে আমার স্ত্রীকে অমনি করে মুসলমানেরা টেনেছিল। এই অপরাধে আমার স্ত্রীকে মানে বর্তমান 'ব-এ' আকারে বিবিকে দয়া করে হিন্দু সমাজ আর গ্রহণ করেনি।

ভীমসিংহ। তার আমি কি করবো?

ওয়াহেব। না-না আপনি কিছু করবেন না। আমি শুধু বলছি যে দোষে আমার স্ত্রীর হিন্দু সমাজে ঠাঁই পেলো না, স্ত্রীর জন্য ধর্মত্যাগ করে আমাকে দেশত্যাগ করতে হলো সেই দোষে আপনার মেয়েও দোষী!

সকলে। ওয়াহেব!

ওয়াহেব। জানি রাজা আপনি, আমাকে 'ক-এ' আকারে কোতল করতে পারেন। কিন্তু আমার ফরিয়াদ আমি জানাবোই।

মহামায়া। কি তোমার ফরিয়াদ?

ওয়াহেব। আমার ফরিয়াদ মুসলমানে ছুঁয়েছে বলে আমার স্ত্রী যদি হিন্দু সমাজে ঠাঁই না পায়, তবে আপনার কন্যাও হিন্দু সমাজে ঠাঁই পেতে পারে না।

শতদল। বাবা!

ভীমসিংহ। না না। সমাজের এ অন্যায় বিধান আমি মানিনা।

মহামায়া। যেহেতু তুমি রাজা, তাই তুমি না মানলেও চলে। চলে না এইসব গরীব প্রজাদের—না?

ওয়াহেব। মহারাণী মা, সত্যই 'অ-এ' আকারে অপূর্ব।

ভীমসিংহ। হে অপূর্ব মানুষটি, এখন দয়াকারে বিদেয় হও। তুমি।

ওয়াহেব। কিন্তু আমার ফরিয়াদ?

মহামায়া। তোমার ফরিয়াদের বিচার হবে।

শতদল। কি বলছ মা?

মহামায়া। যা বলা উচিত তাই বলছি। এই ব্যক্তি যদি তার ফরিয়াদ তুলে না নেয়, হিন্দু সমাজে তোমার ঠাঁই হবে না।

শতদল। [আর্ত্তকণ্ঠে] মা!

মহামায়া। বিচার কর রাজা, বিচার কর। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা কর, ওয়াহেবের ফরিয়াদের তুমি যোগ্য বিচার কর।

গুলবাহারের প্রবেশ।

গুলবাহার। কিসের বিচার? কিসের ফরিয়াদ?

ওয়াহেব। আঃ! তুই আবার কেন এলি বউ?

গুলবাহার। আসবো না। তুমি যে মিঞা ঘাটে অঘাটে ডুবে মরতে যাও তাকি আমি জানিনা।

মহামায়া। এ বুঝি তোমার স্বামী?

গুলবাহার। আগে ছিল—এখন খসম।

ওয়াহেব। গুলবাহার।

গুলবাহার। চল মিঞা বাড়ী চল। মিছিমিছি আর গোল পাকিও না! [হস্তাকর্ষণ]

ওয়াহেব। কিন্তু আমার ফরিয়াদ?

গুলবাহার। আরে মিঞা তোমার আবার ফরিয়াদ কি? রাজকন্যার সংগে আমার তুলনা। চাঁদের সংগে টিমটিমে জোনাকী। তুমি কি ভেবেছ মিঞা।

মহামায়া। কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে রাজকন্যা আর প্রজাকন্যার কোন তফাৎ নেই।

শতদল। মা।

ভীমসিংহ। রাণী!

ওয়াহেব। শুনলিতো?

গুলবাহার। শুনেছি। কিন্তু এটা যে পাঞ্জাব নয় গুজরাট, সে কথা তোমরা শুনেছ?

ওয়াহেব। 'ম-এ' আকারে মানে।

গুলবাহার। মানে অবিচার করেছিল পাঞ্জাব—গুজরাট নয়।

মহামায়া। তা ঠিক।

গুলবাহার। দ্বিতীয়ত মুসলমান আমার সম্ভ্রম হাণি করেছে কিন্তু রাজকন্যা পবিত্র।

শতদল। তুমি আমায় বাঁচালে ভাই, বাঁচালে! [গুলকে জড়াইয়া ধরিল]

গুলবাহার। আমৃত্যু আমি নারীকে বাঁচিয়ে যাব। যে জ্বালায় আমি জ্বলছি অন্য কোন নারীকে সে জ্বালা দিতে আমি পারবোনা পারবোনা পারবোনা।

ওয়াহেব। কিন্তু রাজকন্যা যে পবিত্র—তার প্রমাণ?

অলক নাথের প্রবেশ।

অলক। প্রমাণ আমি।

সকলে। কে তুমি?

শতদল। আমার রক্ষাকর্ত্তা।

ওয়াহেব। চল্ বউ চল্। আর সুবিধে হবে না। [গুলকে দেখাইয়া] এক রামে রক্ষে নেই—তাতে [অলক নাথকে দেখাইয়া] সুগ্রীব দোসর। চল্—চল্।

[গুল ও ওয়াহেবের প্রস্থান।

ভীমসিংহ। বল যুবক, কি তোমার পরিচয়? কোথায় ঘর?

অলক। ঘর? কলঙ্কের কালিমায় চাপা প’ড়েছে। নাম অলক নাথ। জাতিতে ক্ষত্রিয়।

মহামায়া। তোমার পিতার নাম? দেশ?

অলক। বলবো না! বলা চলে না।

ভীমসিংহ। আমার আদেশ—

অলক। আপনার আদেশ—আপনার প্রজার জন্য—ভৃত্যের জন্য। আমার জন্য নয়।

শতদল। আপনি উত্তেজিত।

অলক। না। আমার চেয়ে সুস্থ বর্ত্তমানে কেউ নেই।

ভীমসিংহ। যদি রাজরোষের ভয় থাকে—

অলক। ভয়! হাঃ-হাঃ-হাঃ! মহারাজ, মাত্র একখানা তরবারি সম্বল করে যে পথ চলে ভয় তার থাকে না।

শতদল। আমার অনুরোধ?

অলক। নারীর অনুরোধ?—শুনি না।

মহামায়া। কেন?

অলক। যেহেতু নারীর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা কিংবা বিশ্বাস কিছুই নেই।

ভীমসিংহ। সেটা পুরুষের কর্ত্তব্য বলে। নারীর প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ বা সহানুভূতির জন্য নয়।

শতদল। নারীর প্রতি আপনার এ অশ্রদ্ধার কারণ?

অলক। শুনতে চাইবেন না—ভাল লাগবে না।

মহামায়া। না, আমরা শুনবো। শুনবো যে কেন তোমার মত একটা বীরের মনে নারীর প্রতি এই বিরূপ ধারণা?

অলক। যদি না বলি?

ভীমসিংহ। তাহলে মনে করবো—ইচ্ছা করেই তুমি রাণী ও রাজকন্যাকে অসম্মান করছ।

অলক। না। ব্যক্তি বিশেষ কারো প্রতি আমার বিন্দুমাত্র কটাক্ষ নেই।

সকলে। তবে?

অলক। নারী জাতটাকেই আমি ঘৃণা করি।

সকলে। যুবক!

অলক। আমি জানি নারী ছলনাময়ী, মিথ্যাবাদিনী।

শতদল। আপনার বাক্য প্রত্যাহার করুন।

মহামায়া। নইলে তোমাকে কঠোর শাস্তি নিতে হবে।

অলক। শাস্তির ভয়ে আমার মতের পরিবর্ত্তন কোন দিন হয়েছে বলে আমার তো মনে হয় না।

ভীমসিংহ। তুমি অত্যন্ত দুর্বিনীত।

অলক। একথা আমার বাবাও বলতেন।

শতদল। স্বেচ্ছায় নিজের বিপদ টেনে আনবেন না। আপনি আমাদের উপকারী বন্ধু। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি—আপনি বাক্য প্রত্যাহার করুন।

অলক। প্রত্যাহার করার মতো কোন কারণ এখনও আমি দেখিনি রাজকন্যা।

ভীমসিংহ। আমার সম্মানীয় অতিথির জীবন হনন অপরাধে তোমাকে বেঁধে আনতে বলেছিলাম। রাজকন্যার মর্য্যাদা রক্ষা করেছ বলে হয়তো তোমার সেই অপরাধ আমি ক্ষমা করতাম। কিন্তু বিশ্বধাত্রী জননী যে নারী, সেই জাতকে যে মূর্খ ঘৃণা করে অসম্মান করে তাকে আমি ক্ষমা করবো না।

মহামায়া। এখনো সময় আছে, বাক্য প্রত্যাহার কর। উপ-কারীর অপকার করতে আমাদের বাধ্য করো না।

শতদল। একটা দেশের রাজকন্যা আমি, আমি আপনাকে করজোড়ে মিনতি করছি।

অলক। ক্ষমা করবেন। কারো কোন মিনতি কিংবা ভ্রুকুটিতে আমি বাক্য প্রত্যাহার করি না।

ভীমসিংহ। সেনাপতি।

সূর্য্যসিংহের প্রবেশ।

সূর্যসিংহ। আদেশ করুন মহারাজ।

ভীমসিংহ। এই যুবককে নিশ্ছিদ্র কারাগারে নিক্ষেপ কর।

শতদল। বাবা!

মহামায়া। রাজা!

ভীমসিংহ। কোন কথা নয়। যাও—নিয়ে যাও।

সূর্য্যসিংহ। চলুন, মহামান্য অতিথি, আপনার যোগ্যস্থানে গিয়ে আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখবেন।

শতদল। সেনাপতি! তুমি অত্যন্ত নীচ।

সূর্যসিংহ। আমি নীচ?

শতদল। হ্যাঁ নীচ, অতি ছোট। নইলে বন্দীব প্রতি এরূপ অশিষ্ট ইংগিত কোন ভদ্র সন্তানই করে না।

[প্রস্থান।

অলক। হাঃ-হাঃ-হাঃ! রাজকন্যা সত্যি ছেলেমানুষ। তাই জানে না যে পৃথিবীতে সবাই মানুষ নয়।

সূর্যসিংহ। চুপ রও বেয়াদপ। বেশী বাড়াবাড়ি করলে—

অলক। চাবুক মারবে? তা মারতে পারে। যেমন রাজা তেমনি তার ভৃত্য তো!

ভীমসিংহ। যুবক!

অলক। চল চল সেনাপতি। কারাগারে নিয়ে চল। ধৈর্যশীল মানুষ হলেও ধৈর্য আমার সীমাহীন নয়।···চল।

মহামায়া। যুবক! এখনও চিন্তা করে দেখ—

সূর্যসিংহ। চল। কারাগারে নিয়ে গিয়ে তোমার দাপট আমি ভাঙবো।

[অলকসহ প্রস্থান।

মহামায়া। কাজটা কি ভালো হলো রাজা? হাজার হোক সে আমাদের উ·কারী বন্ধু!

ভীমসিংহ। না রাণী। বুদ্ধির দোষে উপকার করতে গিয়ে ও আমাদের অপকার করছে। তাই আমার বিচারে কারাগারই ওর যোগ্যস্থান।

ক্ষীপ্ত বীরোচনের প্রবেশ।

বীরোচন। বিচার কর রাজা। বিনাদোষে যারা আমাকে পুত্রহারা করছে তুমি তাদের বিচার কর।

উভয়ে। কে ?

বীরোচন। চেন না? আমায় চেন না ?···চিনবে না,· চিনবে না। আমি জানি আজ আমার স্থষেন নেই, কেউ আর আজ আমায় চিনবে না।

মহামায়া। স্থষেন ?

বীরোচন। আমার পুত্র, আমার অন্ধকারের আলো, আমার একমাত্র সন্তান।

ভীমসিংহ। কি হয়েছে তার ?

বীরোচন। গজনীর মুসলমান তাকে মন্দির দুয়ারে হত্যা করেছে।

মহামায়া। তবে কি আপনারই পুত্র সোমনাথের মন্দিরের রক্ষী ছিল ?

বীরোচন। হ্যাঁ হ্যাঁ ছিল। আজো থাকতো। কিন্তু দিলে না, দিলে না; শক্তির অহংকারে তাকে ওরা বাঁচতে দিলে না।

ভীমসিংহ। আপনি তো ব্রাহ্মণ ?

বীরোচন। হ্যাঁ, আমি ব্রাহ্মণ। কিন্তু আমার পুত্র শৈশব থেকে অস্ত্রচালনায় আসক্ত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণের কোন কর্ম্মই সে শেখেনি। তাই—তাইতো সে ছিল মন্দিরের নিষ্ঠাবান প্রহরী।

মহামায়া। বিচার কর—বিচার কর রাজা। শক্তির অহংকারে যারা এমনি ভাবে হিন্দুস্থানের বুকে আজ হাহাকার জাগিয়ে তুলেছে, তুমি তাদের শাস্তি দাও—কঠোর শাস্তি।

ভীমসিংহ। শাস্তি তো হয়েছে, রাণী! একজন তো ঘটনা স্থলেই নিহত।

বীরোচন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি? তার বিচার করবে কে?

ভীমসিংহ। তার বিচার আমার সাধ্যাতীত। কারণ সে এদেশ ছেড়ে চলে গেছে।

বীরোচন। পৃথিবী থেকে তো যায়নি। স্বাধীন দেশের রাজা তুমি, পার না তাকে গজনী থেকে টেনে এনে শাস্তি দিতে? পার না তার রাজার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে?

ভীমসিংহ। না। তা আমি পারি না। সুলতান মামুদের কাছে কৈফিয়ৎ চায় এতবড় বুকের পাটা পৃথিবীতে কারো নেই।

মহামায়া। এই ভয়ে—এই ভয়েই সীমান্ত দস্যু বারবার তোমাদের পদদলিত করেছে। বারবার তোমাদের ঘরে হানা দিয়ে তোমাদের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করেছে, দেব মন্দির চূর্ণ করেছে, নারীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

ভীমসিংহ।
বীরোচন। } মহারাণী—

মহামায়া। একবার একবার তোমরা এই ভয়কে দূর কর, বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও। একবার তাকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আঘাত কর, দেখবে সীমান্ত দস্যুর উদ্যত কৃপাণ—তোমাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে। [প্রস্থান।

বীরোচন। মহারাণী-মা আমাদের ঠিকই বলেছেন রাজা। ভয় পাই বলেই দস্যুর এত সাহস!

ভীমসিংহ। থাক, ব্রাহ্মণ থাক। জেনে শুনে অবাস্তব স্বপ্ন দেখতে আমি কোনদিনই শিখিনি।

বীরোচন। মহারাজ!

ভীমসিংহ। যাও ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরে যাও। তোমার অপরিসীম ক্ষতি পূরণ করার ক্ষমতা আমার নেই। তবু তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমার স্বর্গত পুত্রের মাসিক বৃত্তি আজ থেকে আজীবন তোমাকেই দেওয়া হবে।

[প্রস্থান।

বীরোচন। বৃত্তি' মৃত পুত্রের বৃত্তি। মূর্খ রাজা, তুমি ব্রাহ্মণ দেখনি, ব্রাহ্মণ চেন না। তাই অর্থ দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চাও। হবেনা—হবেনা। কোন কারনেই আমি সুষেনের অকাল মৃত্যুকে ভুলতে পারবো না। একটা দেশের রাজা হয়ে যে বিচার তুমি করতে পারলেনা, দেখেনিও রাজা, এই দীণ-হীণ নিঃসম্বল ব্রাহ্মণ কেমন করে সেই শয়তানীর বিচার করে। [গমনোদ্যত]

গীতকণ্ঠে রুদ্রানন্দের প্রবেশ।

রুদ্রানন্দ।—

গীত।

ওরে, বিচার কর্ত্তা নওগো তুমি, কর্তা ভগবান।
শুধু ভুলের পথে যাত্রী হয়ে কর আত্ম অপমান।

বীরোচন। পাগল বাবা!

রুদ্রানন্দ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

এই ধরনীর বিচার শালায় বিচার করেন যিনি,
সবার উপর বসে আছেন নিক্তি ধরে তিনি।
যেমন কর্ম তেমনি ফল করেন তিনি দান।

বীরোচন। তাই বলে মানুষ কি নিষ্ক্রিয় বসে থাকবে?

রুদ্রানন্দ। না-না, নিষ্ক্রিয় থাকতে বলছি না। বলছি কর্ম কর। তবে, মা ফলেষু কদাচন্! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

বীরোচন। যাও-যাও। সংসার ত্যাগি সন্ন্যাসী। ওসব শাস্ত্রের বাণী আমি আজীবন পড়ছি। আর ওতে আমার প্রবৃত্তি নেই। এবার আমি চাই জাগ্রত মনের শক্তির কাছে—পাশাপাশি শক্তির পরাজয়। দুর্বল শয়তানের রক্তে আমার পুত্রের বিদেহী আত্মার তর্পণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গজনীর-প্রাসাদ।

স্বপ্নোত্থিত গজনীর সুলতান মামুদের দ্রুত প্রবেশ। বলিষ্ঠ বর্ষীয়াণ মহাবীর, বিরাট প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। বহু জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু যুগধর্মের লুণ্ঠন ও দ্বিগ্বিজয়ের নেশায় আচ্ছন্ন।

মামুদ। রক্ত! রক্ত! আমার চারিদিকে শুধু রক্তের সমুদ্র। উত্তপ্ত ফুটন্ত, গাঢ় লালিমাময় রক্তের উত্তাল তরঙ্গ।···কে? কে তাতে ভেসে যায়? কে? কে তুমি? একি। দোস্ত দিলমহম্মদ! দিলমহম্মদ-দিলমহম্মদ। আঃ। [পড়িয়া যাইতেছিল।]

রোশেনারা প্রবেশ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। সুন্দরী তরুণী বিদুষী স্পষ্ট বক্তা অথচ স্নেহ পরায়না।

রোশেনা। আব্বাজান! আব্বাজান!

মামুদ। য়্যা! কে? কে? ও রোশেনারা?···রোশেনারা আমি কোথায়?

রোশেনা। তোমার প্রাসাদে তোমার মায়ের কাছে।

মামুদ। প্রাসাদ! প্রাসাদ! কিন্তু এত রক্ত কেন?

রোশেনা। রক্ত! কোথায় রক্ত! রক্ত তো নেই।

মামুদ। রক্ত নেই! কিন্তু কন্যা, আমি যে স্পষ্ট দেখলাম, আমার চারিদিকে একটা রক্তের সমুদ্র টগবগ করে ফুটছে! সেকি তবে ভুল?

রোশেনা। ভুল নয়, আব্বা, সত্যি।

মামুদ। সত্যি!...তবে কোথায় কোথায় সে রক্ত-সমুদ্র?

রোশেনা। তোমার মনে, তোমার চিন্তায়, তোমার স্বপ্নে!

মামুদ। রোশেনারা!

রোশেনা। যে মরা অতীতকে তুমি পেছনে ফেলে এসেছ আব্বা, সে কিন্তু আসলে মরেনি।

মামুদ। মরেনি?

রোশেনা। না। সে জীবন্ত হয়ে আছে তোমার প্রতিটি রক্ত কণিকায়।

মামুদ। কন্যা!

রোশেনা। তাই তোমার প্রবল ব্যক্তিত্ব যখন ঘুমের কোলে আত্মসমর্পণ করে তখনই জেগে ওঠে সেই মরা অতীত—তার সমস্ত শক্তি নিয়ে রক্ত-সমুদ্র সৃষ্টি করে।

মামুদ। তাই কি স্বপ্নে আমি রক্ত-সমুদ্র দেখছি?

রোশেনা। হ্যাঁ আব্বা। সারাজীবন তুমি যে রক্তের বন্যা বইয়েছ, স্বপ্নে তাই মূর্ত্ত হয়ে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—তোমার অন্যায়কে, তোমার পাপকে।

মামুদ। আমার পাপ? না-না-রোশেনারা। জীবনে জ্ঞানত আমি কোন অন্যায়, কোন পাপ করিনি।

রোশেনা। তোমার নিজস্ব অভিধানে তাকে পাপ না বল্লেও সারা জাহান জানে দিগ্বিজয়ের নামে তুমি মহাপাপ করেছ।

মামুদ। মহাপাপ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! মূর্খ তুই, তাই জানিস না— সভ্যসমাজে দিগ্বিজয় পাপ নয়—মহাগৌরব।

রোশেনা। থাক্ আব্বা; সভ্যতার দোহাই আর দিও না। এই অভিশপ্ত সভ্যতার বিষ নিঃশ্বাসেই সারা জাহানটা আজ দোজাকে পরিণত।

মামুদ। রোশেনারা।

রোশেনা। তাই তোমার মতো এতবড় জ্ঞানী গুনী ব্যক্তিও আজ তুনিয়ার চোখে দস্যু ছাড়া আর কিছুই নও।

মামুদ। আমি দস্যু?

রোশেনা। হ্যাঁ আব্বা তুমি দস্যু। দস্যু না হলে মানুষ কি পারে পরদেশ লুণ্ঠন করতে? মানুষ কি পারে ঐশ্বর্যের জন্য মানুষের জীবন হনন করতে?

মামুদ। এই তো বীরের ধর্ম মা!

বোশেনা। না আব্বা, এটা বীরের ধর্ম নয়—বর্বরের ধর্ম। লুণ্ঠনের নেশা বীরের থাকে না, থাকে বর্বর দস্যুর।

মামুদ। কিন্তু মা, আমি তো শুধু লুণ্ঠনই করিনি। বিদেশ থেকে ঐশ্বর্য আহরণ করে এনে আমি আমার জন্মভূমিকে রত্ন সম্ভারে সুরম্য অট্টালিকায় সাজিয়ে দিয়েছি। সেকি আমার গৌরব নয়?

রোশেনা। গৌরব সত্য। তবে মানুষের রক্তে নির্যাতীতের দীর্ঘশ্বাসে সে গৌরব কলংকিত, মসীলিপ্ত, কুৎসিৎ।

মামুদ। কুৎসিৎ! বলিস্ কি কন্যা! অন্ধ তুই। তাই এমন অপূর্ব সৌন্দর্যকে কুৎসিৎ বলছিস!

রোশেনা। অপূর্ব সৌন্দর্য!

মামুদ। হ্যাঁ কন্যা, অপূর্ব সৌন্দর্য! চেয়ে দেখ ঐ বাতায়ন পক্ষে—সুরম্য হর্মরাজী শোভিত, আলবেরুনী-ফের দৌসীর কাব্যগানে মুখরিত, আমার সমস্ত সম্পদ দিয়ে সজ্জিত সুন্দরী গজনী-নগরীর দিকে। দেখ দেখ কন্যা, রাত্রি শেষে প্রভাতের সোনালী আভার প্রত্যাশায় কি রমনীয় মোহনীয় রূপ ধারণ করেছে। দেখ্ দেখ্ কন্যা, ভাল করে দেখ।

রোশেনা। অনেক অনেক দেখছি, আব্বাজান। দেখনি তুমি। আজ ভাল করে চেয়ে দেখ।

মামুদ। কন্যা!

রোশেনা। চেয়ে দেখ আব্বা, হিন্দুস্থান থেকে লুটে আনা ঐশ্বর্য সম্ভারে গজনীর বুকে যে সুরম্য অট্টালিকা, মিনার, মসজিদ্ গড়ে তুলেছ, চেয়ে দেখ, আব্বা, সেই মিনার মসজিদ্ অট্টালিকার বুকে অশ্রুর হিন্দুমালা অঝোরে গড়িয়ে পড়ছে।

মামুদ। রোশেনারা! রোশেনারা!

রোশেনা। লোকে বলে ওগুলো শিশির। কিন্তু তোমার দরদ ভরা স্নেহকাতর মনকে একবার নিরালায় নিভৃতে জিজ্ঞাসা করে দেখো তো আব্বা, সে তারস্বরে বলবে—ওগুলো শিশির নয়, নির্যাতীত মানুষের ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল।

মামুদ। ক্ষামস্ ক্ষামস্ হিন্দু-স্থানকা—

রোশেনা। আব্বা—

মামুদ। না-না-না-না তুই যা তুই যা।

রোশেনা। যাচ্ছি আব্বা! কিন্তু তুমি যেন কি বলতে বলতে থেমে গেলে? কেন? কেন বাক্য তুমি অসম্পূর্ণ রাখলে? কি বলতে চাও?

মামুদ। না না কিছু না। তুই যা বন্ধা, তুই যা। তোর মধ্যে হিন্দুস্থানের সেই অদ্ভুত কোমলতা যা মানুষকে দুর্বল করে তুলে ক্লীব করে দেয়।

রোশেনা। আব্বাজান!

মামুদ। যা মা যা। স্বপ্নে আমি দিলমহম্মদেব বক্তপ্লুত দেহ দেখেছি। তাই আমাব মনটা বড় চঞ্চল!

রোশেনা। গজনীব ধনকুবের দিলমহম্মদ?

মামুদ। শুধু ধন কুবেরই নয় মা, বিরাট বিদ্বান, শ্রেষ্ঠ অসি-যোদ্ধা। অ.মার পরম বান্ধব।

রোশেনা। সে এখন কোথায়?

মামুদ। হিন্দুস্থান পর্যটনে গেছে—তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে।

রোশেনা। হিন্দুস্থানের শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে আমারও কেন জানি বড় লোভ হয়।

মামুদ। রোশেনারা—

রোশেনা। কেন জানি আব্বা, হিন্দুস্থানের মাটি, হিন্দুস্থানের মানুষ আমাকে বারবার প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে। কেন আব্বা, এমন হয়?

মামুদ। [চমকিয়া উঠিল] কেন? কেন?…না-না ওটা সাময়িক দুর্বলতা। হিন্দুস্থানের আজগুবি জনরব তোর মনকে এমন চঞ্চল করে তোলে।

রোশেনা। তাই নাকি? তাই নাকি?

মামুদ। হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার যা মা, বিশ্রাম করগে। আমাকে একটু একলা থাকতে দে।

রোশেনা। যাচ্ছি আব্বাজান।···প্রয়োজন হলে আমায় ডেকো কিন্তু। নইলে আমি তোমার ওপর খুব গোসা করবো।

[প্রস্থানোদ্যত]

মামুদ। বুড়ো ছেলের ওপর মায়ের আমার কত টান।

রোশেনা। কে বলে আমার ছেলে বুড়ো! ষোলবার ভারত বিজয়ী সুলতান মামুদ কোনদিন বুড়ো হতে পাবে না—পারে না, পারে না।

[সুলতান মামুদকে আদর করিয়া প্রস্থান।

মামুদ। ঠিক-ঠিক বলেছিস্ কন্যা, দিগ্বিজয়ী সুলতান মামুদ চির জোয়ান, চির দুর্বার, চির শক্তিমান। দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নেই যে তাকে আঘাত হানতে পারে।

রহিমের প্রবেশ।

রহিম। কিন্তু আঘাত হেনেছে, খোদাবন্দ। [সেলাম]

মামুদ। কে? কে তুই?

রহিম। আপনার গোলামের গোলাম রহিম খান। আপনার পেয়ারের দোস্ত জনাব দিলমহম্মদের আমি খাস নোকর।

মামুদ। তুমি—তুমি, আমার দোস্তের নোকর? আঃ বাঁচালে!

রহিম। জাঁহাপনা?

মামুদ। তুমি এলে, কিন্তু আমার দোস্ত কোথায়? তাকে ডাক—তাকে নিয়ে এস। আমি তার কাছে হিন্দুস্থানের অভিজ্ঞতার কথা শুনবো।

রহিম। কিন্তু জনাব, আমার মনিব—

মামুদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোমার মনিব, আমার পেয়ারের দোস্ত।

আমার নিজের চোখে হিন্দুস্থানকে আমি ষোলবার দেখেছি। এবার দেখবো একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের বিচক্ষণ চোখ দিয়ে। যাও—যাও, নিয়ে এস তাকে।

রহিম। সে আর আসবে না জনাব।

মামুদ। আসবে না; কেন?

রহিম। সে নেই, হজরৎ!

মামুদ। নেই; আঃ! [আর্তকণ্ঠে আত্মসংবরণ করিল]

রহিম। না জনাব। হিন্দুস্থানে এক কাফের তাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে।

মামুদ। [সচীৎকবে] হত্যা, হিন্দুস্থানে! নৃশংসভাবে! আঃ!

রহিম। সে কি করুণ মৃত্যু! আমি তা ভাষায় বলতে পারবো না জনাব। বিনা দোষে শুধু মুসলমান এই অপরাধে আমার প্রভুকে পশুব মতো হত্যা করা হয়েছে।

মামুদ। [উন্মত্তবৎ] সুলতান মামুদ, তুমি কি মরেছ? তুমি কি বধির হয়েছ?

রহিম। জনাব!

মামুদ। দেখতো—দেখতো রহিম খাঁন, আমার বক্ষস্পন্দন কি থেমে গেছে? নাড়ীর চলাচল কি নিথর হয়ে গেছে?

রহিম। হজরৎ!

মামুদ। না—না, এ হতে পারে না, এ হতে পারে না। বিশ্বত্রাস সুলতান মামুদের দোস্ত, শ্রেষ্ঠ অসিযোদ্ধা তাকে হত্যা করলে হিন্দুস্থানের একটা নগন্য কাফের। ওঃ! ক্যায়া তাজ্জব কি বাৎ।

রহিম। অতর্কিত আক্রমণ করেই তাকে হত্যা করা সম্ভব

হয়েছে, জনাব। নইলে সাধ্য কি একটা কাফেরের আমার প্রভুর দেহে অস্ত্রাঘাত করে!

মামুদ। হিন্দুস্থান! হিন্দুস্থান! আমি তাকে রক্তের সাগরে ডুবিয়ে দেব।

রহিম। জনাব!

মামুদ। বল—বল রহিম খাঁন; তোমার বর্ণনায় আমার দোস্তের মৃত্যু আমি প্রত্যক্ষ করবো। আমার শীতল রক্তকে আমি উত্তপ্ত করে তুলবো। বন্ধু হত্যার আমি নির্মম প্রতিশোধ নেব। বল—বল।

রহিম। কি বলবো, জনাব। গুজরাটে আরব সাগরের তীরে সোমনাথ মন্দিরে প্রবেশ করে আমরা যখন তাঁর সৌন্দর্য দেখছিলাম তখন, তখন জনাব—

মামুদ। [উত্তেজিত] বল—বল।

রহিম। মুসলমানের স্পর্শে মন্দির অপবিত্র হয়েছে এই অপরাধে এক কাফের অতর্কিতে প্রভুকে হত্যা করে।

মামুদ। তুমি কি করছিলে, অপদার্থ?

রহিম। লড়াই করেছি, জনাব। কিন্তু যখন দেখলাম ক্রুদ্ধ জনতার আক্রমণে বাঁচার আর আশা নেই—

মামুদ। তখন পালিয়ে এলে। বেইমান! ভয়ে মুসলমান হয়ে পালিয়ে এলে?

রহিম। না জনাব, জানের ভয়ে আমি পালাই নি। পালিয়েছি প্রতিশোধের আশায়।

মামুদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! এমন প্রতিশোধ আমি নেব যা দেখে হিন্দুস্থান আতঙ্কে শিউরে উঠবে। কই হ্যায়, মিনহাজউদ্দিন!

রহিম। আমার প্রভু মৃত্যুব পূর্বে, জিজ্ঞাসা করে গেছেন জনাব, "মুসলমানের স্পর্শে হিন্দুর মন্দির কি এতই অপবিত্র হয়, যার জন্য মুসলমানকে বুকের রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়?"

মামুদ। হয়—হয়। তবে মুসলমানের রক্তে নয়, লাখো লাখো হিন্দুর রক্ত দিয়ে।

সেনাপতি মিনহাজ উদ্দিনের প্রবেশ। মিনহাজ ও রোশেনারা পরস্পরকে ভালবাসে। মিনহাজউদ্দিন মহাবীর, কৌশলী যোদ্ধা, প্রেমিক, দরদী। কিন্তু প্রভুভক্ত বলিয়া সে বহু সময় মামুদের অনেক অন্যায় সহ্য করিয়া যায়।

মিনহাজ। আপনি আমায় স্মরণ করেছেন জনাব?

মামুদ। আমি নই মিনহাজউদ্দিন, স্মরণ করেছে তোমায়—হিন্দুস্থানের মাটি। আরব সাগরের বেলাভূমি, সোমনাথের মন্দির।

মিনহাজ। সুলতান কি আবার দিগ্বিজয়ে বেরুতে চান?

মামুদ। দিগ্বিজয় নয়, দিগ্বিজয় নয়, মিনহাজউদ্দিন—এবার আমি যাব হিন্দুস্থানকে কবর-স্থানে পরিণত করতে।

মিনহাজ। জাঁহাপনা!

মামুদ। একে চেন?

মিনহাজ। চিনি। মাননীয় জনাব দিলমহম্মদের খাস নোকর।

রহিম। হুজুরের অনুমান সত্য।

মামুদ। ওর প্রভু কোথায়, জান?

মিনহাজ। না জনাব।

রহিম। আমার প্রভু হিন্দুস্থানে এক কাফেরের দ্বারা নিহত।

মিনহাজ। নিহত?

মামুদ। অকারণে নিহত। সোমনাথ মন্দিরের চত্বরে উঠেছিলো বলে দিলমহম্মদকে ওরা নির্মম ভাবে হত্যা করেছে।

মিনহাজ। শুধু এই সামান্য কারণেই হিন্দুরা জনাব দিল মহম্মদকে হত্যা করলে?

রহিম। জী, হুঁজুর।

মিনহাজ। কিন্তু আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে হজরৎ!

মামুদ। সন্দেহ?

মিনহাজ। জী জনাব। যে হিন্দুস্থান জাঁহাপনার ভয়ে থরহরি কম্পমান, সে কি পারে এই সামান্য কারণে হুজুরের পেয়ারের দোস্তকে অস্ত্রাঘাত করতে?

রহিম। হুজুর হয়তো হিন্দুদের ঠিক চেনেন না। তাদের সব হজম হয় হুজুর, হয় না শুধু ধর্ম্মের অনাচার।

মামুদ। ইয়ে বাৎ ঠিক হ্যায়। যাও মিনহাজউদ্দিন বাহিনী সাজাও। আমি সপ্তাহ মধ্যেই গুজরাট আক্রমণ করবো।

[গমনোদ্যত]

মিনহাজ। একটা আরজী, জনাব।

মামুদ। পেশ কর।

মিনহাজ। একটা সামান্য বান্দার কথা শুনে এভাবে পরদেশ আক্রমণ করা—

মামুদ। বিধি সম্মত নয়। মিনহাজ, আমার দোস্তের মৃত্যুর কারণ যাই হোক—সে যে নিহত তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

মিনহাজ। কেন, জনাব?

মামুদ। আজ ভোরে আমি স্বপ্ন দেখেছি—দিল মহম্মদ আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তার চারিদিকে রক্তের সমুদ্র। চোখদুটো তার স্থির বিবর্ণ, সমস্ত অঙ্গ রক্তাক্ত।

রহিম। ঠিক দেখেছেন, জনাব। রক্ত সমুদ্রেই আমার দয়ালু মনিব চিরতরে ডুবে গেছে।

মিনহাজ। যাও রহিমখাঁন, বাইরে অপেক্ষা কর। তোমার সঙ্গে আমাব আলোচনা আছে।

রহিম। ঠিক আছে হুজুর। [স্বগতঃ] মিথ্যা বলেছি, পাপ হলো। হোক্! তবু চাই বদলা! চাই প্রতিশোধ!

[প্রস্থান।

মামুদ। যাও মিনহাজ, প্রস্তুত হও। চরম প্রতিশোধ আমার চাই। আততায়ীর রক্ত সর্বাঙ্গে না মাখলে আমার দেহেব জ্বালা কোনদিন নিবারিত হবে না।

মিনহাজ। প্রতিশোধ আমরা ঠিকই নেব জনাব। তবে আমার মনে হয় দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্রাটের উচিত, নিজেকে কলংক-মুক্ত রাখতে দূত পাঠিয়ে গুজরাট রাজের কাছে প্রথমে কৈফিয়ত চাওয়া।

মামুদ। মিনহাজউদ্দিন!

মিনহাজ। শুধু কৈফিয়তই নয় জনাব, সেই সঙ্গে আদেশ পাঠাতে হবে আততায়ীকে বিনা প্রশ্নে দূতের হাতে অর্পণ করার জন্য।

মামুদ। তাতে লাভ।

মিনহাজ। যদি গুজরাট-রাজ আততায়ীকে আমাদের হাতে অর্পণ করেন তাহলে বুঝবো—দোষী শুধু ঐ আততায়ী, সমস্ত গুজরাট নয়।

মামুদ। তুমি রণপ্রাজ্ঞ সেনাপতি হলেও প্রখর বুদ্ধি-সম্পন্ন নও।

মিনহাজ। এ সিদ্ধান্ত কেন, জনাব?

মামুদ। নইলে একথাটা নিশ্চয়ই বুঝতে শ্রেষ্ঠ অসিযোদ্ধা যার অস্ত্রে নিহত হয়—তার মতো একটা বীরকে কোনদিনই গুজরাট রাজ মুসলমানের হাতে তুলে দেবে না।

মিনহাজ। যদি না দেয় আমরা কলংকমুক্ত, জনাব। তখন ঐ মন্দির সহ সমস্ত গুজরাটকে আমরা আরব সাগরে ডুবিয়ে দেব।

মামুদ। ঠিক আছে। তোমার কথা আমি রাখবো। যাও, এই মুহূর্ত্তে একজন সুযোগ্য বিচক্ষণ দূত গুজরাটে প্রেরণ কর।

মিনহাজ। জনাবের যদি অনুমতি পাই, এই গুরুত্বপূর্ণ দৌত্যে আমি নিজেই যেতে চাই।

মামুদ। সাধারণ দৌত্যকার্যে তুমি যাবে। না না তাতে যে তোমার অসম্মান হবে, মিনহাজ।

মিনহাজ। না জনাব। মনিবের নেমকের দাম দিতে গেলে, মনিবের কোন কাজেই নোকরের অসম্মান হয় না।

মামুদ। সাবাস। কিন্তু যদি বিপদ হয়?

মিনহাজ। বিশ্বত্রাস সুলতান মামুদের দূতের বিপদ কোনদিনই হবে না, জনাব।

মামুদ। তাহলে যাও, মিনহাজউদ্দিন। সরজমীনে তদন্ত করে আততায়ীকে নিয়ে এস। দোষী হোক নির্দোষ হোক—আমরা তার বিচার করবো—এই গজনীতে বসে। গুজরাটের মুখোপেক্ষী আমরা কোনদিনই হবো না।

মিনহাজ। জাঁহাপনা!

মামুদ। আর যদি দুর্বুদ্ধিবশে গুজরাট রাজ আততায়ীকে তোমার হাতে তুলে না দেয়, তাহলে তাকে পরিষ্কার জানিয়ে এসো পক্ষকাল মধ্যেই আমরা তাকে আক্রমণ করবো। হত্যায় লুণ্ঠনে অগ্নিদাহনে সমস্ত গুজরাটকে আমরা একটা কবরগাহে পরিণত করবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [প্রস্থান।

মিনহাজ। বিপরীতধর্মী প্রতিভার অপূর্ব সমন্বয় বিশ্বের বিস্ময় এই সুলতান মামুদ। স্বদেশের প্রতি যার এত মায়া, এত দরদ, ভেবে পাই না, অন্যদেশের প্রতি সে কি করে এত নির্মম হয়!

রোশেনার পুনঃ প্রবেশ।

রোশেনা। হয় তোমাদের মতো ব্যক্তিত্বহীন সহকর্মীর জন্য।

মিনহাজ। শাহাজাদী!

রোশেনা। যারা বৃত্তিটাকেই বড় করে দেখে, প্রবৃত্তিকে শাসন করতে জানে না।

মিনহাজ। এ তোমার অযৌক্তিক অভিযোগ, শাহাজাদী।

রোশেনা। অযৌক্তিক। বুকে হাত দিয়ে বলতে পার মিনহাজউদ্দিন, কবে কখনো সুলতানের নির্মম পৈশাচিক কার্যে তুমি বাধা দিয়েছ?

মিনহাজ। আমার বাধা তিনি মানবেন কেন?

রোশেনা। না মানুক। মানুষের কর্ত্তব্য, অন্যায় নৃশংস কায থেকে অন্যকে নিবৃত্ত করা—তুমি কি তা করেছ?

মিনহাজ। না! সুলতানের কাজে বাধা দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই।

রোশেনা। কেন নেই? জানের ভয়ে, না নোকরীর ভয়ে?

মিনহাজ। যদি বলি ছুটোই ?

রোশেনা। তাহলে বুঝবো, পুরোপুরি মানুষ না হলেও একেবারে অমানুষ তুমি নও।

মিনহাজ। হঠাৎ অধমের ওপর এত উঁচু ধারণা ?

রোশেনা। দেখলাম বাপজানের প্রখর ব্যক্তিত্বের কাছে তুমি ছোট হলেও—মিথ্যাবাদী নও।

মিনহাজ। রোশেনারা !

রোশেনা। দেখিতো মিঞা, পেয়ারের মানুষের কাছে নিজেকে বড় করবাব জন্য মানুষ যা নয়—হরবখত তার ঢের বেশী বলে, মিথ্যা দিয়ে পৌরুষ জাহির করে।

মিনহাজ। তুমি এক' আশ্চর্য আওরাত।

রোশেনা। তাই তো আশ্চর্য আমার নির্বাচন।

মিনহাজ। শাহাজাদী !

রোশেনা। আমার এই তেইশটি বসন্তে কত নবাব বাদশাহ দেখলাম, আমাকে পাবার জন্য তাদের কত আরজী শুনলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত—

মিনহাজ। এই অধমের ওপরেই মেহেরবাণী হলো।

রোশেনা। হলো নয়, বল হয় হয়।

মিনহাজ। শাহাজাদী !

রোশেনা। মিনহাজউদ্দিন, তোমাকে আমি পেয়ার করি। এটা ঠিক। সাদীও তোমাকেই করবো, এটাও ঠিক। তবে একথা সত্য যে তোমার ব্যক্তিত্বটা যদি গোলামের মতো না হয়ে আজাদী মানুষের মতো হতো, তাহলে রোশেনারার চেয়ে সুখী নারী পৃথিবীতে আর কেউ থাকতো না।

মিনহাজ। ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য দিতে গিয়ে যদি জনাবের বিরাগ-ভাজন হই?

রোশেনা। হবে।

মিনহাজ। যদি আমাকে বরতরফ করেন?

রোশেনা। আমি তোমার হাত ধরে দুনিয়ার পথে ভিখ মেঙে খাব।

মিনহাজ। যদি কোতল করেন?

রোশেনা। তোমার কবরে নিত্য ফুল দেব, গান শোনাব। চোখের জলে জীন্দেগীভর তোমার আমি ধ্যান করবো। বুঝব, যাকে আমি জীবনের সাথী করতে চেয়েছিলাম সে যথার্থ মানুষ।

মিনহাজ। রোশেনারা! রোশেনারা! তোমার বুকে এত মহব্বৎ? [অগ্রগমন]

রোশেনা। ও বাঃ—বাঃ! একেবারে যে গদ-গদ ভাব! বলি, যাবে তো হিন্দুস্থানে, এ গদ-গদ ভাব কতক্ষণ থাকবে?

মিনহাজ। জিন্দেগীভর।

রোশেনা। উঃ! শুনেছি, হিন্দুস্থানের মাটি যেমন মিষ্টি—তার আওরতেরা নাকি ততোধিক মিষ্টি?

মিনহাজ। রোশেনারা!

রোশেনা। হিন্দু আওরতের গায়ের খোসবাই নাকি মন মাতাল করা?

মিনহাজ। কে বল্লে এ সব বাজে কথা?

রোশেনা। সবই মিঞাই তো বলে শুনি। আমাদের নাকি পেঁয়াজ-রসুন গোস্তের আঁশটে গন্ধ, আর হিন্দু আওরতের গায়ে নাকি দুধ-ঘি-চন্দনের গন্ধ? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মিনহাজ। চন্দনের গন্ধ আতরের খোসবাই, আমি তো তোমার দেহেই পাই, শাহাজাদী।

রোশেনা। তাহলে বল, অন্যদিকে চোখ ফেরাবে না।

মিনহাজ। আমার চোখ তো বেইমান নয়, রোশেনারা!

রোশেনা। হাজারো মিষ্টি খুসবাইওয়ালা হিন্দু আওরত পেলেও তার সঙ্গে পেয়ার করবে না?

মিনহাজ। আরে না-না। তা কি করে হয়?

রোশেনা। হয় মিঞা, হয়। তোমাদের মুসলমানের মধ্যে ওরকম হামেশা হয়। তাই আমার এত ভয়, এত চিন্তা!

মিনহাজ। [পরিহাস ভরে] চিন্তার কোন কারণ নেই শাহ-জাদী। আমি তোমাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার পেয়ারের এই মিনহাজকে আমি বহাল তবিয়তে নিটোল অবস্থায় ফিরিয়ে এনে দেব।

রোশেনা। বাঁচলাম, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তবে একটা কথা।

মিনহাজ। কি?

রোশেনা। আমার কাছে কসম খেয়ে যাও, হিন্দুস্থানে গিয়ে কারো প্রতি অবিচার করবে না। বিনা দোষে কাউকে শাস্তি দেবে না। যদি প্রমাণ হয়, দিলমহম্মদ অপরাধী—তাহলে হিন্দুস্থানের কোন ক্ষতি তুমি করবে না।

মিনহাজ। হিন্দুস্থানের জন্য তোমার এত দরদ কেন রোশেনারা?

রোশেনা। জানি না, বুঝি না। তবু, তবু মিনহাজউদ্দিন, বারবার এই হিন্দুস্থান আমাকে প্রবল আকর্ষণে তার কোলে টেনে নিতে চায়। প্রতি রাত্রে ঘুমিয়ে খোয়াব দেখি, কে যেন আমার শিয়রে বসে আমাকে হিন্দুস্থানে ফিরে যেতে বলে। তার মায়াঘেরা অশ্রু

সজল চোখহুটো আমায় পাগল করে দেয় মিনহাজ, পাগল করে দেয়।

মিনহাজ। তোমার কথাবার্ত্তা, তোমার আচরণ কেন জানি বারবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় শাহাজাদী—তুমি গজনীর নও—তুমি যেন হিন্দুস্থানের বুলবুল।

রোশেনা। মিনহাজ--মিনহাজউদ্দিন।

মিনহাজ। না-না। আমি যাই। কর্ত্তব্যে ক্রটী হচ্ছে।

রোশেনা। দাঁড়াও। হিন্দুস্থানে গিয়ে কোন অন্যায় করবে না—এই প্রতিশ্রুতি তো আমায় দিলে না।

মিনহাজ। আমি তোমাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি রোশেনারা, বিনা কারণে হিন্দুস্থানের কাউকে আমি দোষী করবো না, নির্যাতন করবো না। মনিবের নেমকের অমর্যাদা না করে যতদূর সম্ভব মিত্র ভাবেই আমি হিন্দুস্থানকে সম্ভাষণ করবো। [গমনোন্মত]

রোশেনা। মিনহাজউদ্দিন! [বাম হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল]

মিনহাজ। শাহাজাদী! [দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া দক্ষিণহস্ত দিয়া বামহস্ত ধারণ করিল]

রোশেনা। কসম! মহব্বতের কসম!

মিনহাজ। কবুল।

[শাহাজাদীর হস্তে চুম্বন করিয়া প্রস্থান।

রোশেনা। সাবাস—সাবাস মিনহাজউদ্দিন। খোদার কাছে কামনা করি—বিবেক বর্জিত গোলাম না হয়ে তুমি দ্বিন ভিখারী সাচ্চা মানুষ হও। এই রোশেনারা সর্বস্ব পরিত্যাগ করেও জিন্দেগী-ভর তোমার মহব্বতের খেদমত করে যাবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গুলবাহারের বাড়ী।

গুলবাহারের প্রবেশ।

গুলবাহার। খেদমত করতে আমি জানি। মহব্বৎ আমার কমৃতি নেই। আর পাঁচটা ভাল মানুষের বেটির মতো আমিও খসমকে পেয়ার করতে জানি, খেদমত করতে জানি। কিন্তু তাই বলে খসমের অন্যায়কে বরদাস্ত করে যাব, তেমন পেয়ারের মেয়ে-মানুষ আমি নই। সেই জন্যই তো আজ কয়দিন ধরে মিঞার সঙ্গে অসহযোগের দাওয়াই চালাচ্ছি। দেখি যদি এতে যেখানে সেখানে তার নাক গলানো রোগটা সারে।

নাক কান মলিতে মলিতে ওয়াহেবের প্রবেশ।

ওয়াহেব। এই আমি নাক কান কড়া করে দুটোই মলছি, ভবিষ্যতে আর কোনদিন এমন কাজ করবো না। তাই এবারকার মতো ক্ষমা ঘেন্না করে আমাকে রেহাই দে বউ—রেহাই দে! [ধরিতে গেল। ঝট্‌কা দিয়া গুলবাহার সরিয়া গেল]।

ওয়াহেব। ওরে বাবা! এখনো যে ঝটকা মারে! ও বউ বউরে! 'ক-এ' আকারে কথা ক। দাঁত বার করে একটু হাস। নইলে আমি শালা যে দম ফেটে মরে যাব। [ধরিল]

গুলবাহার। আঃ! কি বিপদে পড়লুমরে বাবা। বলছি যা ইচ্ছে করুক, তাতে আমার কি? আমি কার কে?

ওয়াহেব। কার কে? বলতে পারলি, বলতে পারলি বউ, তুই

'ক-এ' আকারে কার কে? আচ্ছা নেমক হারাম বাবা এই মেয়ে মানুষের জাত।

গুলবাহার। কি, তুমি আমাকে নেমক হারাম বল্লে? মেয়েদের জাত তুলে গাল দিলে? রইলো তোমার ঘর সংসার—

[গমনোদ্যত। ওয়াহেব ধরিয়া ফেলিল।]

ওয়াহেব। ঘাট হয়েছে। 'ঘ-এ' আকারে ঘাট হয়েছে। এই আমি কান ধরে উঠ বোস করছি। এমন কথা আর আমি বলবো না। [কান ধরিয়া ওঠ বোস সুরু করিল।]

গুলবাহার। ঢং দেখে আর বাঁচিনা। এত যার ভয়, কোন সাহসে সে মেয়ে মানুষের জাত তুলে গাল দেয়!

ওয়াহেব। [হাপাইতে হাপাইতে] সাধে কি দিয়েছি! তুই কেন বল্লি যে তুই কার কে?

গুলবাহার। তাতে হয়েছে কি?

ওয়াহেব। 'হ-এ' আকারে হয়েছে কি? বুকে হাত দিয়ে বলতে পারিস? তোর জন্য আমি দেশ ছেড়েছি, সমাজ ছেড়েছি, ধর্ম ছেড়ে মুসলমান হয়েছি। আর তুই কিনা বললি, আমি 'ব-এ' আকারে বার কে?

গুলবাহার। আমি কি তোমায় বলেছিলাম? হিন্দুসমাজে আমার ঠাঁই হয়নি—হতোনা। আমি না হয় সারাজীবন একা বসে কাঁদতাম। কিন্তু তুমি কেন জাত দিলে? কে সেধেছিলো?

ওয়াহেব। সাধবে আবার কে! 'স-এ' আকারে সাধবে কেন? তুই আমার সাতপাকের বউ। তোর চেয়ে আমার জাত বড়? ধর্ম বড়? তোর মহব্বতের জন্যইতো আজ আমি ইসলামী।

গুলবাহার। কি আমার ইসলামীরে! ইসলাম শব্দের অর্থ জান?

ওয়াহেব। তা আর জানি না। ইসলাম মানে মুসলমান।

গুলবাহার। তোমার মাথা। ইসলাম শব্দের মানে জান না, অথচ ইসলামী বলে খুব তড়পাচ্ছ! তাজ্জব।

ওয়াহেব। আরে বাবা, মানেটা বলেই দেনা।

গুলবাহার। ইসলামের মানে শান্তি। যে সাচ্চা ইসলামী সে শান্তিকামী হবে—অন্যকে শান্তি দেবে তা জান।

ওয়াহেব। কি করে জানব? 'ক-এ' আকাবে কেউ তো বলেনি।

গুলবাহার। বলবে আবাব কে? মোল্লা মৌলুভীর দলতো পাঁচসিকে পয়সা পেলেই খুশী। ওসব কথা জানাবাব তাদের ফুরসুৎ কোথায়?

ওয়াহেব। কিন্তু আমি কি শান্তি চাই না? শান্তির জন্যই তো দেশ ছাড়লাম।

গুলবাহার। তা জানি। কিন্তু নিজের শান্তি চাইলেই হবে না। তোমার জন্য যাতে অন্যের শান্তি নষ্ট না হয় তাও তোমাকে দেখতে হবে। তবেই না তুমি ইসলামী।

ওয়াহেব। আমি আবার কার শান্তি 'ন-এ' আকারে নষ্ট করলাম?

গুলবাহার। করনি, করতে যাও। যেমন গিয়েছিলে রাজার কাছে তাঁর শান্তির ঘরে আগুন লাগাতে।

ওয়াহেব। বউ!

গুলবাহার। ছিঃ-ছি!! নিজের ঘরে ওতবড় একটা নজীর দেখেও, কোন্ আকেল্লে তুমি রাজকন্যার সর্বনাশ করতে গেলে?

ওয়াহেব। আরে বাবা! এতে আর 'স-এ' আকারে সর্বনাশ না কি? যা সত্য আমি তো তাই বলেছিলাম।

গুলবাহার। কিন্তু এই সত্য থেকে রাজকন্যা যদি সমাজে ঠাঁই না পেতো তাকেও ঠিক আমারই মতো কাঁদতে হতো। আমাব তো তবু পেযারের খসম ছিল। কিন্তু তারতো পাশে কেউ থাকতো না। সেটা ভেবেছ?

ওয়াহেব। তাই তোরে বউ, এতটা ভাবিনিতো। সোজা মানুষ আমি। 'স-এ' আকারে সোজা কথা বুঝি। তোর উপর যে অবিচার হয়েছে তা আজো আমি ভুলতে পারিনি। তাই সুযোগ পেলেই হিন্দুসমাজকে আমি ঘা মারতে যাই।

গুলবাহাব। আব ভবিষ্যতে যাবে না। ইয়াদ রেখো আমাদের এই নির্যাতনেব কাবণ হিন্দু নয়—মুসলমান।

ওয়াহেব। বলিস কি বউ?

গুলবাহার। ঠিকই বলছি। মুসলমান যদি আমাকে লুটে না নিত—তাহলেতো হিন্দুসমাজ থেকে এভাবে আমাদের সরে আসতে হতো না।

ওয়াহেব। তা ঠিক। এখন অবশ্য 'ম-এ' আকারে মনে হচ্ছে গণ্ডগোলেব মূল—

গুলবাহার। মুসলমানের কলংক ঐ সুলতান মামুদ।

ওয়াহেব। সুলতান মামুদ? না—তার ফৌজ?

গুলবাহার। ফৌজতো উপলক্ষ্য। আসল দোষী ঐ সীমান্তদস্যু। সে যদি হিন্দুস্থান লুণ্ঠনে না আসতো—

ওয়াহেব। তাহলে ফৌজও আসতো না—আমাদেরও চোখের জলে নাকের জলে 'চ-এ' আকারে চুবাণী খেতে হঁতো না।

গুলবাহার। তাহলে আজ থেকে হিন্দুর ওপর হিংসা তুমি ত্যাগ করলে?

ওয়াহেব। করলাম।

গুলবাহার। [হাসিয়া] আমার ইচ্ছায়—না বুঝে সুজে?

ওয়াহেব। দেখ বউ, ওসব বুঝা সুজার ধার আমি ধারি না। আমি সার কথা জানি, আমার বউ যা বলবে আমি সতীলক্ষ্মী সোয়ামীর মতো তা ঘাড় 'হ-এ' আকারে হেট করে মেনে চলবো।

গুলবাহার। ঠিক?

ওয়াহেব। ঠিক। কিন্তু তো'র 'গ-এ' আকারে গোসা ভেঙেছে তো?

গুলবাহার। ভেঙেছে।

ওয়াহেব। খুশী?

গুলবাহার। হুঁ!!

ওয়াহেব। তাহলে কাছে আয়, একটু পেয়ার করি।

গুলবাহার। ধ্যেৎ! বুড়ো হতে চল্লে এখনো—

ওয়াহেব। বুড়ো? কোন শালা বলে? কোন সম্বুন্ধির পো বলে? জানিস এখনও ইচ্ছা করলে—

গুলবাহার। দুনিয়া কামাল করতে পার।

ওয়াহেব। পারি কিনা একবার বলেই দেখ।

গুলবাহার। থাক। আর কামাল না করে একটু সামাল হয়ে চলো—তাতেই আমি খুশী।

ওয়াহেব। ঠিক আছে। তাহলে এবার একটু--

গুলবাহার। কি?

ওয়াহেব। আগে কাছে আয়।

গুলবাহার। এলামতো! [কাছে গিয়া হাত ধরিল।]

ওয়াহেব। বউ!

গুলবাহার। কি?

ওয়াহেব। আমার সব যাক্—দুঃখ নেই। শুধু তোর মহব্বত যেন না হারাই।

গুলবাহার। পাগল!

[বক্ষলগ্ন হইল। ওয়াহেব জড়াইয়া ধরিল।]

নেপথ্যে রত্নাপাখী। হালুম-হুলুম দাদা, আছ নাকি।

গুলবাহার। হলোতো? [সরিয়া গেল।]

ওয়াহেব। ইস্! শালা হারামী!

নেপথ্যে রত্নাপাখী। ও দাদা, হালুম-হুলুম—ঘরে আছ তো?

ওয়াহেব। নেই-নেই। কোন শালা ঘরে নেই।

হুকোয় তামাক খাইতে খাইতে রত্নাপাখীর প্রবেশ।

রত্নাপাখী। এই যে দাদা—একেবারে মাণিক ক্রোড়ে। হেঃ-হেঃ।

ওয়াহেব। [ভেঙ্চাইয়া] হেঃ-হেঃ! বলছি বাড়ী নেই। তবু হেঃ-হেঃ-হেঃ!

রত্নাপাখী। জলজ্যান্ত ভাবীর সঙ্গে বিরাজ কচ্ছ—তবু বলছ বাড়ী নেই?

গুলবাহার। বাড়ীতে যে আছে সে তোমার হালুম-হুলুম নয়, —উলু-উলুম। বুঝে কথা বলো।

[প্রস্থান।

ওয়াহেব। আরে চললি যে বউ? শোন শোন।

রত্নাপাখী। যাকনা দাদা! এক আধটুকু বিরহ না থাকলে কি প্রেম জমে?

ওয়াহেব। [দাঁতমুখ-খিঁচাইয়া] তা জমবে কেন? বউ-এর

'ক-এ' আকারে কচিমুখ ছেড়ে তোমার ঐ চোয়ারে মুখ দেখলেই সব জমে যাবে। না?

রম্ভাপাখী। হে-হেঃ-হেঃ! কি যে বল দাদা!

ওয়াহেব। কি যে বল দাদা! ন্যাকা কোথাকার। মরার আর সময় পেলে না—একেবারে, বাসর মুখে ঘা মারতে এলে।

রম্ভাপাখী। রাগ করোনা, হালুম-হুলুম দা।

ওয়াহেব। আঃ! শালা যে আবার হালুম-হুলুম বলে। দেব নাকি—এক ঘা?

রম্ভাপাখী। থাক দাদা। কষ্ট না করে তুমি বরং একটু তামাক সেবা কর।

ওয়াহেব। 'ত-এ' আকারে তামাক?

রম্ভাপাখী। হ্যাঁ 'ত-এ' আকারে তামাক। বড ভাল জিনিস।

ওয়াহেব। তা বলছ যখন, দাও। একটা সুখটান দিয়ে নিই। [হুকাটা টানিয়া লইল।]

রম্ভাপাখী। এই-এই। সর্বনাশ, হুকো ধরলে যে?

[ওয়াহেব ততক্ষণে টানা সুরু করিয়াছে।]

ওয়াহেব। কেন? তাতে হলো কি? [ধূমপান।]

রম্ভাপাখী। হুকোটা বরবাদ হলো যে!

ওয়াহেব। উঃ! [ধুঁয়া ছাড়িল] কি বল্লে? হুকোটা বরব.দ হয়ে গেল? কেন? হুঁকোটাব জাত গেল বুঝি? দেখি দেখি এর কোথায় কি গেল? [হুঁকো দেখিতে লাগিল।]

রম্ভাপাখী। আঃ হালুম-হুলুমদা! ওখানে কি দেখছ?

ওয়াহেব। দেখছি, হুঁকোটার রঙ বদলালো কি না? কোথাও ফাটলো-ঠাটলো কি না! উঁহু!। ঠিকই তো আছে।

রত্নাপাখী। ঠিক আছে।

ওয়াহেব। হুঃ যেমন ছিল তেমনি আছে। কিছু যাওয়ার লক্ষণ তো দেখছি না!

রত্নাপাখী। আরে বাবা! ওর আবার যাবে কি? ওটা টান্‌লে আমার জাত যাবে।

ওয়াহেব। তাই নাকি! তাহলে একটু টান তো? [হুঁকো দিল!]

রত্নাপাখী। টানবো? মুসলমানের মুখে দেওয়া······

ওয়াহেব। হুঁকো টেনে দেখ কিছু যাবে না। তোমার টানা হুঁকো মুখে দিয়ে যখন আমার জাত গেলো না—তখন 'ম-এ' আকারে মনে হয় তোমারও কিছু যাবে না। টান-টান-টান। [জোর করিয়া হুঁকো মুখে লাগাইয়া দিল। রত্না টান দিল।]

চাপাটি হস্তে গুলবিবির পুনঃ প্রবেশ।

গুলবাহার। কি ভাই, কিছু গেল?

রত্নাপাখী। কই, কিছু তো টের পাচ্ছি না ভাবি। [নিজের দেহ নিরীক্ষণ।]

ওয়াহেব। 'প-এ' আকারে পাবে না।

গুলবাহার। তার চেয়ে বরং সাত সকালে এসেছ এই চাপাটি দিয়ে নাস্তা করে নাও। [চাপাটি দিল]

রত্নাপাখী। চাপাটি? খাবো?

ওয়াহেব। আলবৎ খাবে। তোমার 'ব-এ' আকারে বাবার ভাগ্যি—তুমি আমার বউ-এর হাতের চাপাটি পেলে।

রত্নাপাখী। কিন্তু এতে যদি—

গুলবাহার। জাত যাবে? ভয় নেই। মানুষের আত্মার পতন না হলে তার জাত কখনো যায় না।

রত্নাপাখী। তাহলে—

ওয়াহেদ। 'চ-এ' আকারে চলুক। খুব ভাল লাগবে, খুব ভাল মাল। চেখে দেখ মুসলমান মুসলমান গন্ধ করে না।

রত্নাপাখী। আরে ধ্যেৎ! গন্ধ করলেই কি? আমারতো আব বন্ধন নেই।

গুলবাহার। পাখী ভাই!

বত্নাপাখী। জান ভাবি! আজ শেষ রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম—

ওয়াহেদ। একেবারে 'স-এ' আকারে স্বপ্ন?

রত্নাপাখী। হ্যাঁ 'স-এ' আকারে স্বপ্ন।

গুলবাহার। কি দেখলে?

রত্নাপাখী। দেখলাম যেন সাগরের বুকে ভেসে ভেসে হাজার হাজার নৌকো কুলে এসে ভিড়লো। আর তারই ভেতর থেকে আমার সেই হারানো মা—আমার সেই বুল বুল আমায় যেন হাত-ছানি দিয়ে ডাকছে।

ওয়াহেব। মেয়ের শোকে তুমি শালা পাগল হয়ে গেছ!

রত্নাপাখী। পাগল? কিন্তু স্পষ্ট আমি দেখলাম সেই এক বছরের শিশু—আজ পরিপূর্ণ নারী হয়েছে। সে নিশ্চয় আসবে, সে নিশ্চয় আসবে।

গুলবাহার। পাখী ভাই!

রত্নাপাখী। খুব ছুট্‌তে পারতাম বলে লোকে আমাকে পাখী বলে। কিন্তু সত্যি যদি আমি পাখী হতাম ভাবী, তাহলে এখনই ডানামেলে ঐ সাগরের বুকে ছুটে যেতাম।

ওয়াহেব। রত্নাপাখী।

রত্নাপাখী। সারা সাগর তোলপাড় করে তাকে খুঁজতাম। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে চীৎকার করে ডেকে বলতাম—"বুল-বুল, বুল-বুল! আয় মা—ফিরে আয়, ফিরে আয়! [গমনোদ্যত]

গুলবাহার। পাখী ভাই। পাখী ভাই!

রত্নাপাখী। না-না। আর দেরী করবো না। আর দেরী করবো না। মা আমার নিশ্চয় আসবে। আমায় না দেখে হয়তো অভিমানে সে আবার ফিরে যাবে, আবার ফিরে যাবে।

[দ্রুত প্রস্থান।

ওয়াহেব। রত্নাপাখী! রত্নাপাখী! না! লোকটা সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে!

গুলবাহার। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে?

ওয়াহেব। কে?

গুলবাহার। সুলতান মামুদ। সীমান্ত দস্যু সুলতান মামুদ!

[প্রস্থান।

ওয়াহেব। হ্যাঁ হ্যাঁ 'স-এ' আসাবে সুলতান মামুদ। সেই শালা ডাকাতের জন্যেই আমি আজ দেশ ছাড়া—সমাজ ছাড়া—ধর্ম হারা। প্রতিশোধ যদি নিতে হয় তবে অন্যকারো উপর নয়, প্রতিশোধ নিতে হবে সীমান্ত-দস্যু ঐ সুলতান মামুদের ওপর!

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

একপক্ষকাল অলক নাথ গুজরাট কারাগারে বন্দী। আজ তিনদিন সে খাদ্য-পানীয় ছাড়া। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। এত পীড়ণেও সে বাক্য প্রত্যাহার করেনি। পিপাসার তাড়নায় সে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রবেশ করিল।

অলক। জল! জল! জল চাই। একবিন্দু জলাভাবে প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত। আজ পক্ষকাল আমি অবিরাম কারাগারে বন্দী। যে দু'খানা পোড়া রুটি আর একমাত্র নোংরা জল আমাকে দেওয়া হতো, আজ তিনদিন তাও বন্ধ। ক্ষুধার জ্বালা তবু সহ্য হয়, কিন্তু সহ্য হয়না এই তৃষ্ণার তাড়না! ও! ভগবান! মানুষের ওপর মানুষের একি অত্যাচার! কয়েদীর ওপর একি পৈশাচিকতা। আমাদের কারাগারে তো এমনটি দেখিনি। আমিও তো একটা দেশের···না না, এ আমি কি ভাবছি! মরা অতীত নিয়ে একি স্বপ্ন বিলাস! বুঝলাম ক্ষুধাতৃষ্ণা আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে! ভগবান ভগবান, তোমার কাছে আমি আর কিছুই চাই না, শুধু একপাত্র জল, একপাত্র জল!

শতদলের প্রবেশ। হাতে তার খাদ্য-পানীয়। সর্বাঙ্গ কৃষ্ণ বসনে আচ্ছাদিত।

শতদল। শুধু জল নয় বন্দী, আহার্যও এনেছি।

অলক। আহার্য পরে হলেও চলবে। আগে জল দাও, জল দাও। [সাগ্রহে জল লইয়া পান] আঃ! কি বলে যে তোমায় ধন্যবাদ জানাবো?

শতদল। ধন্যবাদ প্রয়োজন নেই। তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দিতে পেরেছি তাতেই আমি কৃতার্থ। এবার নিন্, আহার্য গ্রহণ করুন!

অলক। আহার্য! [খাদ্য লইল] একি! এযে দেখ্ছি রাজ-ভোগ;—এ তো আমার জন্য নয়।

শতদল। হ্যাঁ আপনাব জন্যই এনেছি।

অলক। ভুল করেছ! আমার প্রাপ্য মাত্র দু'খানা পোড়া-রুটি।

শতদল। সে বন্দীশালার নিয়ম।

অলক। আর এ?

শতদল। এ আমার ক্ষুধিতের সেবা।

অলক। চমৎকার। এ রাজ্যে এ ব্যবস্থাও আছে নাকি?

শতদল। কেন থাকবে না? এখানে কি মানুষ নেই?

অলক। সেই রকমতো মনে হয়।

শতদল। কেন?

অলক। যে দেশে উপকারীকে কারাগারে পাঠায়, সে রাজ্যে মানুষ আছে বল্লে কেউ বিশ্বাস করবে না।

শতদল। আপনার প্রতি অবিচারের জন্য আমি দুঃখিত।

অলক। হুঃ! এ যে নূতন সুর। কে তুমি?

শতদল। দেখে যখন চিনতে পারেন নি, পরিচয়ে কি বুঝতে পারবেন?

অলক। চেষ্টা করবো। প্রায় অন্ধকার কারাকক্ষে কৃষ্ণ আবরণে

আচ্ছাদিত মূর্ত্তিকে দেখে না চিনলেও পরিচয়ে চেনাটা হয়তো অসম্ভব হবে না।

শতদল। আপনি যাদের ঘৃণা করেন—আমি তাদেরই একজন।

অলক। অর্থাৎ নারী। কিন্তু ঘৃণার পশরা কুড়িয়ে তুমি কেন এলে? মান অপমান বোধও কি তোমার নেই?

শতদল। দাসী বাঁদীর কি মান অপমান থাকে।

অলক। তুমি দাসী!!! একটা সামান্ত বন্দীর জন্ত যার বুকে এত করুণা, সে একটা সামান্ত দাসী?

শতদল। দাসীও তো নারী। আর আপনার ভাষায় নারী মাত্রেই তো ছলনাময়ী। সুতরাং এটা আমার করুণা না বলে ছলনাও মনে করতে পারেন।

অলক। [আশ্চর্য] নারী!

শতদল। নিন্, খাদ্য গ্রহণ করুন।

অলক। না।

শতদল। কেন?

অলক। অন্নদাত্রীর পরিচয় না নিলে কি করে তার দত্ত অন্ন-মুখে দিই?

শতদল। বল্লামতো, আমি একজন সামান্ত দাসী।

অলক। অসম্ভব! এত যার বাকচাতুর্য, বুদ্ধির তীক্ষ্নতা, সে কখনো দাসী হতে পারে না।

শতদল। তবে আমি কে?

অলক। সেটা তুমিই ভাল জান। তবে আমার অনুমান কণ্ঠ-স্বর আর বাক্যের ক্ষুরধার প্রমাণ করে—

শতদল। কি?

অলক। সামনে আমার রাজকন্যা!

শতদল। আপনি বুদ্ধিমান। [কৃষ্ণবসন পরিত্যাগ।]

অলক। আমি মূর্খ। তাইতো সব থাকতেও আজ আমি সব-হারা। উপকার করেও স্থান কারাগারে।

শতদল। আপনার এই কারাবাস আমারই কলংক। আমার জীবন রক্ষার জন্যই আপনি—

অলক। রাজকুমারী!

শতদল। তাই অনুতপ্তচিত্তে সেবার প্রবৃত্তি নিয়ে বহুকষ্টে এই কাবাগারে এসেছি।

অলক। ধন্যবাদ। আপনার আহার্য নিয়ে আপনি যেতে পারেন।

শতদল। কেন? আপনি কি এ-খাদ্য গ্রহণ করবেন না?

অলক। না। কারো দয়ার দান আমার সহ্য হয় না।

শতদল। না-না। আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। এ আমার দয়াব দান নয়।

অলক। তবে?

শতদল। যদি বলি—যদি বলি—

অলক। বলুন।

শতদল। এ আমার—এ আমার ভালবাসার অর্ঘ।

অলক। ভালবাসা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! নারীর বুকে ভালবাসা! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

শতদল। বন্দী!

অলক। সাপিনীর দাঁতে অমৃত? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

শতদল। আমরা সাপিনী?

অলক। সাপিনীও বোধহয় নারীর মতো অকারণে দংশন করে না।

শতদল। চুপ কর—চুপ কর। আমরা সাপিনী—আমরা সাপিনী। তাই যদি হতাম তাহলে প্রকাশ্য দরবারে নারীজাতির যে অপমান তুমি করেছ—তাতে এতক্ষণ ঐ একমাত্র জলের বিষে তুমি নীল হয়ে যেতে।

অলক। রাজকন্যা!

শতদল। আমরা সাপিনী? সাপিনীই যদি—তবে কোন্ সাহসে আমার দেয় জল তুমি পান করলে? তখন বুঝি বিষের কথা মনে ছিল না!

অলক। দুর্ণিবার তৃষ্ণায় আমার জ্ঞান-বুদ্ধি আচ্ছন্ন ছিল। তাই পান করেছি। কিন্তু এই আহার্য যতই দেখছি ততই আমি সংযম হারিয়ে ফেলছি। যান—নিয়ে যান, নিয়ে যান। [খাদ্য সামগ্রী উত্তেজিত অবস্থায় মাটিতে রাখিতে যাওয়ায় হঠাৎ পড়িয়া গেল]

শতদল। কি করলে? কি করলে? আমার এতো আগ্রহের—এত যত্নের আহার্য মাটিতে ফেলে দিলে? তুমি কি?

সশস্ত্র সূর্য সিংহের প্রবেশ। রাজকন্যাকে এভাবে দেখিয়া সে ভাবিল রাজকন্যা বন্দীর প্রেমে পড়িয়াছে তাই উত্তেজনায় সে হিংস্র হইয়া উঠিল। হাতে তার চাবুক।

সূর্যসিংহ। চাবুক।

উভয়ে। চাবুক! [উভয়ে মুখ ফিরাইল।]

সূর্যসিংহ। হ্যাঁ, চাবুক। নরনারীর প্রেম নিবেদন-এর মুখে যুৎসই চাবুক।

উভয়ে। সেনাপতি!

সূর্যসিংহ। দুঃখিত! বহুৎ—বহুৎ—দুঃখিত। মান অভিমানের পালায় এভাবে আমার উপস্থিতি সত্যি দুঃখজনক।

শতদল। [তীব্রকণ্ঠে] সূর্যসিংহ।

সূর্যসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কি করবো বলুন, কারাগারটা যখন আমার রক্ষনাধীনে তখন তার তত্ত্বাবধান না করে আমি কি পারি?

শতদল। তত্ত্বাবধান কর—একথা বলতে তোমার লজ্জা হলো না?

সূর্যসিংহ। লজ্জা! সেতো রমণীর ভূষণ। আমাব হওয়ার তো কথা নয়।

অলক। ঠিকই তো। এটা রাজকন্যারই ভুল!

শতদল। ভুল?

অলক। হ্যাঁ ভুল। তিনদিন বন্দীকে অন্ন-পানীয় না দিয়ে যে অনাহারে রেখে দেয়—সে যে লজ্জা ঘৃণার উর্দ্ধে একজন মহাপুরুষ, একথাটা রাজকন্যার মনে রাখা উচিত ছিল।

শতদল। সেনাপতি!

সূর্যসিংহ। বন্দী কিছুতেই তার বাক্য প্রত্যাহারে সম্মত হয়নি।

শতদল। তাতে তোমার কি? সেটা বুঝবো আমরা। তুমি কে?

সূর্যসিংহ। আমি হুকুমের চাকর। হুকুম মতো কাজ করেছি।

অলক। বন্দীকে অনাহারে রাখতে আদেশ দেয় এত পিশাচ তোমাদের রাজা?

সূর্যসিংহ। রাজা নয়, এ মহারাণীর আদেশ!

অলক। মহারাণী?

শতদল। অসম্ভব। মা কখনো এমন নিষ্ঠুর আদেশ দিতে পারেন না।

সূর্যসিংহ। সেটা তোমার মাকেই জিজ্ঞেস করো। আপাততঃ তুমি আমার বন্দী।

উভয়ে। বন্দী?

সূর্যসিংহ। হ্যাঁ বিনানুমতিতে অনধিকার প্রবেশের অপরাধে।

শতদল। এই অপরাধে তুমি আমাকে বন্দী করতে চাও?

সূর্যসিংহ। তাইতো নিয়ম।

অলক। রাজকন্যাকে বন্দী করবে—তোমার সাহস তো কম নয়।

সূর্যসিংহ। আমি তো তোমার মত পথের মানুষ নই।

উভয়ে। সেনাপতি!

সূর্যসিংহ। হ্যাঁ সেনাপতি। সাহসই যাব একমাত্র মূলধন।

শতদল। এ তোমার সাহস নয়—দুঃসাহস।

অলক। দুঃসাহসে দুঃখ হয়, একথাটা সেনাপতির নিশ্চয় জানা আছে।

সূর্যসিংহ। তা আছে। শুধু জানা ছিল না যে—কারাগারেও প্রেমলীলা চলে।

শতদল। সূর্যসিংহ।

অলক। ভাষা সংযত কর সেনাপতি। মনে রেখো বন্দী হলেও আমার হাতে শৃঙ্খল নাই। তোমার মতো দু'চারটা অভদ্রকে আমি এখনো ভদ্রতা শেখাতে পারি।

সূর্যসিংহ। তস্করের উচ্চ ভাষণ খুব শ্রুতি মধুর নয়।

অলক। আমি তস্কর?

সূর্যসিংহ। নিশ্চয়! অস্বীকার করতে পার যে তুমি রাজকন্যার সঙ্গে গুপ্তপ্রেমে লিপ্ত নও।

শতদল। আঃ! তুমি যে এতবড় ইতর, তা আমার জানা ছিল না।

সূর্যসিংহ। রাজকন্যাও যে নির্লজ্জ—আর মর্যাদাহীনা তাও আমার জানা ছিল না।

শতদল। [সক্রোধে] সেনাপতি!

সূর্যসিংহ। [সক্রোধে] রাজকন্যা!

অলক। নিবৃত্ত হও। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর সেনাপতি, অলকনাথ নারীকে ঘৃণা করে। তার প্রেম মানুষের সংগে নয়—তরবারির সংগে।

শতদল। কিন্তু আমার প্রেম মানুষের সংগে।

সূর্যসিংহ। শতদল!

শতদল। আমি জন্মেছি মানুষের ঘরে, বর্দ্ধিত মানুষের স্নেহে, তাই ভালও বাসি আমি মানুষকে।

অলক। রাজকন্যা!

শতদল। জানি না, কোন অজ্ঞাত কারণে বিশেষ কোন নারীর কাছে প্রতারিত হয়ে আজ আপনি এমনি নারী-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন—আমি আপনার মতো বর্বর নই। একের অপরাধে বহুকে ঘৃণাও করতে শিখিনি, আর মানুষকে দূরে রেখে পাশব অস্ত্রকে ভালবাসতেও শিখিনি।

[প্রস্থান।

সূর্যসিংহ। বাঃ—বাঃ, চমৎকার! কিন্তু আমি যে দিশেহারা হয়ে গেলাম। না পারলাম রাজকন্যাকে বন্দী করতে, না পারলাম তোমাদের এমন অভিনয়ে একটা হাততালি দিতে?

অলক। অভিনয়?

সূর্যসিংহ। হ্যাঁ, সুন্দর অভিনয়। তবে দুঃখের কথা, সূর্যসিংহ তার কথা ভুলে যায় নি।

অলক। তার অর্থ?

সূর্যসিংহ। এই চাবুক। [চাবুক উত্তোলন]

অলক। সেনাপতি। [সরিয়া গেল]

সূর্যসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওষুধও বলতে পার। সামান্য পথের রাহী হয়ে যে শয়তান আমার ভাবী পত্নীর দিকে হাত বাড়ায়, রাজ-বংশের পবিত্রতা নষ্ট করতে উদ্যত হয়—এই চাবুকই তার ঔষধ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [চাবুক প্রহার]

অলক। খবরদার—খবরদার সেনাপতি। অকারণে অনেক লাঞ্ছনা সয়েছি। কিন্তু দ্বিতীয়বার চাবুক তুল্লে—

সূর্যসিংহ। কি করবে? কি করবে নির্বিষ ভুজঙ্গ? [চাবুক প্রহার]

অলক। নির্বিষ ভুজংগ! তবে দেখ। [হঠাৎ ক্ষিপ্রগতিতে সূর্যসিংহের চাবুক টানিয়া লইয়া এলোপাথারী তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল]

অলক। হাঃ-হাঃ-হাঃ! নির্বিষ ভুজংগ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[সূর্যসিংহ কোনক্রমে একদিকে সরিয়া গিয়া, তরবারি খুলিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল]

সূর্যসিংহ। এইবার! [সবেগে অস্ত্রাঘাত করিল। কিন্তু সতর্ক অলকনাথ সরিয়া গেল। সূর্যসিংহ পুনরায় আঘাতের জন্য অস্ত্র তুলিল]

সহসা মহারাণী মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। সূর্যসিংহ!

সূর্যসিংহ। মহারাণী!

মহামায়া। অস্ত্র নামাও—নামাও অস্ত্র।

সূর্যসিংহ। আমি অস্ত্র কোষবদ্ধ করছি। [অস্ত্র কোষবদ্ধ করিল]

মহামায়া। নিরস্ত্র বন্দীর ওপর তরবারি তুলে ধর, এ তোমার কি আচরণ সূর্যসিংহ।

সূর্যসিংহ। বন্দী অত্যন্ত দুর্বিনীত।

মহামায়া। হোক দুর্বিনীত। সে বিচার করবো আমরা। তুমি কে?

সূর্যসিংহ। আমি সেনাপতি। এ কারাগার আমারই নির্দেশে পরিচালিত হয়।

অলক। সুতরাং বন্দীকে তিনদিন অনাহারে রাখ কিংবা তার মাথায় অস্ত্র তুলে ধর—কারো কিছু বলার নেই। চমৎকার!

মহামায়া। তিনদিন তোমাকে খেতে দেওয়া হয়নি?

অলক। জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

মহামায়া। করেছ কি—করেছ কি সূর্যসিংহ। এভাবে বন্দীকে মেরে ফেলবার অধিকার কে তোমায় দিয়েছে?

সূর্যসিংহ। আপনিই বলেছিলেন—বন্দী যাতে তার বাক্য প্রত্যাহার করে, তার ব্যবস্থা করতে।

মহামায়া। সে কি এই ভাবে?

সূর্যসিংহ। আমি ভেবেছিলাম—

অলক। অলকনাথ না খেতে পেলেই তার বাক্য প্রত্যাহার করবে। সেনাপতি, অলকনাথকে তুমি চেন না। সে মরবে, তবু উপযুক্ত কারণ না পেলে সে তার বাক্য প্রত্যাহার করবে না।

সূর্যসিংহ। আমি তোমায় হত্যা করবো।

মহামায়া। তার আগে বন্দীর খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা কর।

সূর্যসিংহ। সে ব্যবস্থা স্বয়ং রাজকন্যা করেছেন।

মহামায়া। তার মানে?

সূর্যসিংহ। ঐ দেখুন, আহার্য সামগ্রী মাটিতে লুটোচ্ছে।

মহামায়া। এর অর্থ?

অলক। রাজকন্যা দয়া করে—

সূর্যসিংহ। দয়া করে নয়, বল ভালবেসে।

অলক। সূর্যসিংহ!

সূর্যসিংহ। রাজকন্যার আর বন্দীর এই গুপ্ত প্রণয়—

মহামায়া। গুপ্ত প্রণয়?

অলক। শয়তান। [ছুটিয়া গিয়া গলা চাপিয়া ধরিল]

মহামায়া। অলকনাথ! অলকনাথ!

অলক। আমার অন্যায় হয়েছে। [ছাড়িয়া দিল]

সূর্যসিংহ। আমি তোমাকে এখনি বলি দেব। [অস্ত্র তুলিল]

মহামায়া। [মধ্যে দাঁড়াইয়া] সাবধান—সাবধান সূর্যসিংহ। ভুলে যেও না—তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গুজরাটের প্রকৃত অধীশ্বরী, মহারাণী মহামায়া দেবী।

সূর্যসিংহ। কিন্তু সামান্য বন্দী আমার গায়ে হাত তুলবে—আর আমি তাই—

মহামায়া। দুঃখ করো না সেনাপতি। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আগামী কাল বিচার করে অপরাধীকে যথাযোগ্য দণ্ড দেওয়া হবে। এস অলকনাথ।

অলক। কোথায়?

মহামায়া। প্রাসাদে!

সূর্যসিংহ। সেকি! ও যে বন্দী।

মহামায়া। না মুক্ত! এই দেখ আদেশ পত্র। [আদেশ পত্র প্রদান]

সূর্যসিংহ। কিন্তু ওকে প্রাসাদে নিয়ে যাবেন কেন?

মহামায়া। প্রায়শ্চিত্ত করতে।

উভয়ে। প্রায়শ্চিত্ত?

মহামায়া। হ্যাঁ প্রায়শ্চিত্ত। তিনদিন বন্দীকে অনাহারে রেখে যে পাপ তুমি করেছ—আমি নিজের হাতে বন্দীকে সেবা করে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো। এসো।

অলক। ক্ষমা করবেন। রাজভোগ আমার সহ্য হবে না।

মহামায়া। ঠিকই হবে। রাজকন্যার দেওয়া খাদ্য সহ্য না হলেও মায়ের হাতের অমৃত ঠিকই সহ্য হবে। এসো।

[অলকনাথ সহ প্রস্থান।

সূর্যসিংহ। অমৃত। অমৃত! সংসার সমুদ্রমন্থনে একটা পথের রাহীর ভাগ্যে উঠলো অমৃত; আর আমার ভাগ্যে বিষ! ঠিক আছে। ঠিক আছে। আজ থেকে তবে বিষের খেলাই সুরু হোক। বিষ! বিষ! দিক হতে দিগন্তে শুধু বিষের খেলা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজ-সভা।

চিঠি পড়িতে পড়িতে ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। "অলকনাথ খুব বড় ঘরের ছেলে। কোন একটি নারীর মিথ্যা অভিযোগে সে রাজ্য থেকে নির্বাসিত। কিন্তু আমি জানি, তার মতো চরিত্রবান, ন্যায়নিষ্ঠ নিপুণ যোদ্ধা সারা হিন্দুস্থানে দুটি নেই। শুনলাম, আপনি তাকে কারারুদ্ধ করেছেন। তাই আপনার হিতার্থে আপনাকে অনুরোধ করছি, তাকে শত্রু না করে মিত্র করুন। কাবামুক্ত করে বুকে তুলে নিন। দেখবেন, আপনার শক্তি বহু গুণ বৃদ্ধি হয়েছে। মিথ্যা কলংক মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অলকনাথের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া গুরুব নিষেধ। তবে আমার স্থির বিশ্বাস—অচিরেই সে কলংক মুক্ত হবে। পরিচয়ও আপনি পাবেন। ইতি—

শুভাকাংখী রুদ্রানন্দ"।

ভীমসিংহ। কে এই রুদ্রানন্দ? কি সম্বন্ধ তার অলকনাথের সংগে? হঠাৎ এ পত্র মহারাণীকে দেওয়ার অর্থ কি? আমি কিছুই ভেবে উঠতে পাচ্ছি নে! মহারাণী তো জোর করে তার মুক্তিপত্র আদায় করে নিলে। জানি না, এর ফল শুভ কি অশুভ?

গীতকণ্ঠে রুদ্রানন্দের প্রবেশ।

রুদ্রানন্দ।— গীত।

শুভাশুভ লাভালাভ ভাবছ কেন অকারণ।
কর্মী তুমি, কর্ম কর মা ফলেষু কদাচন।

সংসারের এই কুরুক্ষেত্রে যোদ্ধা তুমি যুদ্ধ কর,
নির্বিকল্প সাধক সেজে গীতার বাণী হৃদে ধর;
পার্থসম জয়ী হবে সুরাসুরের এই মহারণ।

ভীমসিংহ। আশক্তিহীন কর্মী হওয়ার যোগ্যতা কি সবারই আছে, সন্ন্যাসী?

রুদ্রানন্দ। যোগ্যতা এমনি আসে না, একদিনে আসে না। অভ্যাসযোগের দ্বারা সে যোগ্যতা জীবের করায়ত্ত হয়।

ভীমসিংহ। কিন্তু মন যে স্থির থাকে না সন্ন্যাসী!

রুদ্রানন্দ। মন দেহরথের অশ্ব। তার মুখে লাগাম লাগাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভীমসিংহ। লাগাম?

রুদ্রানন্দ। হ্যাঁ সংযম।

ভীমসিংহ। সংযম?

রুদ্রানন্দ। হ্যাঁ সংযম। যে সংযমের অভাবে তুমি একটা দেশের রাজা হয়েও উপকারী বন্ধুকে কারাগারে পাঠিয়েছ।

ভীমসিংহ। সে কথা আপনি জানলেন কি করে?

রুদ্রানন্দ। গুরুর কৃপায় জেনেছি। আর জেনেছি বলেই তাকে মুক্তি দেবার অনুরোধ করেছি।

ভীমসিংহ। আপনিই কি তবে—

রুদ্রানন্দ। রুদ্রানন্দ—ঐ পত্রের লেখক।

ভীমসিংহ। সবই যদি জানেন তবে দয়া করে বলুন, অলকনাথ কে? কি তার প্রকৃত পরিচয়?

রুদ্রানন্দ। গুরু না বলালে আমিতো বলতে পারিনা রাজা।

ভীমসিংহ। সন্ন্যাসী।

রুদ্রানন্দ। যদি সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস কর—যদি ভগবানে ভক্তি থাকে—অলকনাথকে মুক্তি দাও। দেখবে কুরুক্ষেত্র রণে তুমি হয়েছ জয়ী। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [প্রস্থান।

ভীমসিংহ। অদ্ভুত আশ্চর্য এই প্রহেলিকা। ভেবে পাচ্ছি না, এভাবে আত্ম-পরিচয় গোপন করার অর্থ কি?

সূর্য সিংহের প্রবেশ।

সূর্যসিংহ। মিথ্যা রহস্য সৃষ্টি করে আপনাকে প্রতারিত করা মহারাজ।

ভীমসিংহ। প্রতারিত! আমাকে!

সূর্যসিংহ। হ্যাঁ আপনাকে। যদি মঙ্গল চান, ঐ বেনো জলকে প্রাসাদ থেকে বের করে দিন। নইলে ওর দ্বারা আপনার চরম ক্ষতি হবে।

ভীমসিংহ। উপায় নেই সূর্যসিংহ, উপায় নেই। মহাবাণী যাকে নির্দোষ বলে প্রাসাদে ঠাঁই দিয়েছে কোন কারণেই আমি তাকে অসম্মান করতে পারি না।

সূর্যসিংহ। তাই বলে গতরাত্রের অপমান আমাকে সহ্য করতে হবে?

ভীমসিংহ। চেপে যাও, চেপে যাও। কারণ কাজটাতো তুমিও ভাল কর নি বাপু।

সূর্যসিংহ। আমি?

ভীমসিংহ। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি। বন্দীকে উপবাসী রাখা, রাজকন্যাকে অশালীন ভাষা প্রয়োগ—কোনটাই তো তোমার সুকর্মের পরিচায়ক নয় সূর্য।

সূর্যসিংহ। আপনি আমার উপর অবিচার করছেন মহারাজ।

ভীমসিংহ। তা তুমি বলতে পার।

সূর্যসিংহ। মহারাজ!

ভীমসিংহ। যে অন্যায় তুমি করেছ, তার জন্য তোমাকে দণ্ড না দিয়ে আমি সত্যি অবিচার করেছি।

সূর্যসিংহ। মহারাজ!

ভীমসিংহ। কেন করেছি জান?

সূর্যসিংহ। কেন?

ভীমসিংহ। আমার ভাবী জামাতাকে দণ্ড দিয়ে আমি লোক চক্ষে তাকে হেয় করতে চাই না। আশা করি তুমি নিজে তোমার ভুল বুঝতে পেরে শতদলের যোগ্য হবার চেষ্টা করবে।

সূর্যসিংহ। আমি কি অযোগ্য?

ভীমসিংহ। মনকে জিজ্ঞাসা কর—উত্তর পাবে।

সূর্যসিংহ। মহারাজ!

ভীমসিংহ। ভেবে দেখ সূর্য সিংহ, যে অলকনাথ শতদলের সম্ভ্রম রক্ষা করেছিল—সেই অলকনাথের অনাহার ক্লিষ্ট মুখে শতদল যদি সমবেদনার দৃষ্টি নিয়ে দেখে, আর কেউ যদি সেই মহৎ কার্যকে কুদৃষ্টিতে দেখে কোন হীন অশ্লীল উক্তি করে—তবে সে কি তার যোগ্যতার পরিচয়, না পশুত্বের পরিচয়?

সূর্যসিংহ। আপনি জানেন না মহারাজ—

ভীমসিংহ। আমার কন্যা আমি জানি না—জান তুমি? সাবধান সূর্যসিংহ! এখনো সময় আছে। এখনো চেষ্টা করলে চরিত্র সংশোধন করে শতদলকে তুমি পেলেও পেতে পার।

[প্রস্থান।

সূর্যসিংহ। শতদল! শতদল! যাকে ঘিরে আমার হাজারো রঙীন স্বপ্ন দলে দলে বিকশিত হয়ে উঠেছে··· ·আজ একটা তুচ্ছ পথের রাহীর জন্য সে আমার পর হয়ে যা'বে? না-না তা হবে না। প্রয়োজন হয় অলকনাথকে আমি গুপ্তহত্যা করবো—তবু পারবো না শতদলকে হারাতে।

কুমুদের প্রবেশ।

কুমুদ। [বলিতে বলিতে প্রবেশ] ও মশাই শুনছেন, ও মশাই!

সূর্যসিংহ। [মুখ ফিরাইয়া] কে? কুমুদ!

কুমুদ। সেনাপতিদা। হুস্। আমি ভেবেছিলাম—

সূর্যসিংহ। কি?

কুমুদ। কে নয় কে। মানে সেই ভদ্রলোক।

সূর্যসিংহ। কোন্ ভদ্রলোক?

কুমুদ। আরে বাবা সেই যে খুব বাকাবোকা গা জ্বালা করা বাক্য ঝাড়ে।

সূর্যসিংহ। কে? অলকনাথ?

কুমুদ। হ্যাঁ-হ্যাঁ···অলকনাথ। সাবাস-সাবাস মাথা আপনার সেনাপতিদা। ওঃ! আমি তো কিছুতেই নামটা মনে করতে পাচ্ছিলাম না। অ-ল-ক-না-থ—।

সূর্যসিংহ। তা হঠাৎ এইনামে এত রুচি কেন, কুমুদচন্দ্র?

কুমুদ। বুঝলেন না? কলিযুগে নামৈব কেবলম্।

সূর্যসিংহ। কুমুদ!

কুমুদ। নামটা আবার বেশ ইয়ে ইয়ে কি না?

সূর্যসিংহ। ইয়ে ইয়ে মানে?

কুমুদ। ইয়ে ইয়ে, মানে বেশ ইয়ে।

সূর্যসিংহ। কি? মিষ্টি?

কুমুদ। হ্যাঁ-হ্যাঁ মিষ্টি, সত্যি আপনার মাথায় বস্তু আছে সেনাপতিদা! ওঃ! কি সুন্দর কথা যুগিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু হায় হায়!

সূর্যসিংহ। হায় হায়?

কুমুদ। হুঃ! হায় হায়। এমন মাথা, এমন বুদ্ধি সবই বুঝি হায় হায়।

সূর্যসিংহ। কেন? হলো কি?

কুমুদ।—

গীত।

বুঝি সকলই গরল ভেল। [শ্যাম]
এতো কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন,
সকলই বিফলে গেল।
[বুঝি বিফলে গেল]
[এত কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন]
সকলই বিফলে গেল।
[দেখবো না রাই, ঐ শ্যাম-বদন আর]
[এবার অন্যরূপে মন দিয়েছে]
সকলই বিফলে গেল।
শ্যামা নামে দাসী ছিল, কুঞ্জের বাহির করে দিল,
শ্যাম নামের গাঁথা মালা, শ্রীযমুনায় ভাসাইল।
দুর্জয় মানিনী রাধা, মানবে নাকো কোন বাধা,
শ্যাম ছাড়ি গোরা রূপে এবার রাধা মন মজালো।

[বুঝি কপাল ভাঙলো]
[শ্যাম তোমার]
[গোরা এসে সব কেড়ে নিল]
সকলই গরল ভেল।

[গমনোদ্যত]

সূর্যসিংহ। পালাচ্ছ কেন? শোন শোন।

কুমুদ। পরে শুনবো। এখন দিদির হুকুমে অলকনাথের খোঁজে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

সূর্যসিংহ। অলকনাথ! অলকনাথ! ওঃ! একটা নামে যে এত বিষের জ্বালা থাকতে পারে—সে কথা আগে কে জানতো! নাঃ! এভাবে নিষ্ক্রিয় থেকে বিষবৃক্ষকে বাড়তে দেওয়া হবে না। ছলে বলে কৌশলে যে প্রকারেই হোক বিষবৃক্ষের মূলচ্ছেদ করতেই হবে।

মিনহাজ উদ্দিনের প্রবেশ।

মিনহাজ। তাইতো বুদ্ধিমানের কাজ।

সূর্যসিংহ। কে তুমি?

মিনহাজ। তুমি কে?

সূর্যসিংহ। গুজরাট সেনাপতি।

মিনহাজ। আমি গজনীর দূত।

ভীমসিংহের পুনঃ প্রবেশ।

ভীমসিংহ। গজনীর দূত! কোথায়—কোথায় সে? [উপবেশন]

সূর্যসিংহ। মহারাজের সম্মুখে।

মিনহাজ। আপনি মহারাজ! দূতের অভিবাদন গ্রহণ করুন।
[অভিবাদন]

ভীমসিংহ। কার দূত হয়ে তুমি এসেছ?

মিনহাজ। গজনীর মহামান্য সুলতান মামুদের।

ভীমসিংহ। সুলতান মামুদ! আমার কাছে কি প্রয়োজন?

মিনহাজ। মহারাজ নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন, আমাদের সুলতানের বিশ্বস্ত বন্ধু আপনার গুজরাটে সোমনাথের মন্দিরে অলকনাথ নামে এক আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণে নিহত হয়েছেন।

সূর্যসিংহ। অতর্কিত নয় রীতিমত যুদ্ধ করে।

মিনহাজ। অসম্ভব! সম্মুখ অসিযুদ্ধে তাকে পরাস্ত করতে পারে এত বড় বীর হিন্দুস্থানে নেই।

ভীমসিংহ। হিন্দুস্থান সম্বন্ধে তোমার ধারণা অভ্রান্ত নয় দূত।

মিনহাজ। হতে পারে। তবে তিনি যে নিহত, একথা তো সত্যি?

সূর্যসিংহ। সত্যি।

মিনহাজ। আমাদের সুলতান এই হত্যার যোগ্য কৈফিয়ৎ চেয়েছেন।

ভীমসিংহ। কৈফিয়ৎ?

মিনহাজ। শুধু কৈফিয়ৎ নয়, সেই সংগে আততায়ীকে বন্দী করে আমার সংগে পাঠিয়ে দেবারও অনুরোধ জানিয়েছেন।

সূর্যসিংহ। এ সুলতানের স্পর্ধার কথা।

মিনহাজ। শক্তিমানের স্পর্ধা নিন্দনীয় নয় সেনাপতি।

ভীমসিংহ। আমরা যদি তাঁর অনুরোধ রক্ষা না করি।

মিনহাজ। আমার ধারণা, অতীতকে স্মরণ করে মহারাজ এত বড় ভুল নিশ্চয়ই করবেন না।

সূর্যসিংহ। ভুল?

মিনহাজ। নিশ্চয়ই। পর পর ষোলবার হিন্দুস্থানের ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে—সুলতান মামুদকে শত্রু করে কেউ কোনদিন রেহাই পায়নি।

ভীমসিংহ। তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

মিনহাজ। না মহারাজ। অতখানি ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি দূত, সত্যকেই আপনার সম্মুখে নগ্ন করে তুলে ধরছি। আশা করি সর্বদিক বিবেচনা করে, মহারাজ আমাদের সুলতান প্রস্তাবে সম্মত হবেন।

সূর্যসিংহ। তোমাদের দিলমহম্মদ কেন নিহত হলো, এ সত্যটাই তোমাদের জানা উচিত।

মিনহাজ। আমরা জানি, তিনি সোমনাথের চত্বরে উঠেছিলেন বলেই তাকে হত্যা করা হয়েছে।

ভীমসিংহ। কথাটা আংশিক সত্য হলেও পূর্ণ সত্য নয়।

মিনহাজ। কি সে সত্য?

সূর্যসিংহ। আমাদের রাজকন্যার সে অসম্মানে উদ্যত হয়েছিলো।

মিনহাজ। অসম্ভব। জনাব দিল মহম্মদ একজন উচ্চ শিক্ষিত বিবেকী মুসলমান। এরূপ গর্হিত কাজ তিনি কোনদিনই করতে পারেন না।

অলকনাথের প্রবেশ।

অলক। কিন্তু করেছে। আমি তার সাক্ষী।

মিনহাজ। তুমি কে?

অলক। আমিই তার হত্যাকারী অলকনাথ।

মিনহাজ। তুমি—তুমি দিলমহম্মদকে হত্যা করেছ? আশ্চর্য!

সূর্যসিংহ। আশ্চর্য কেন?

মিনহাজ। একটা হিন্দুর এত শক্তি?

ভীমসিংহ। কেন? হিন্দুর শক্তি থাকাটা কি অপরাধ?

মিনহাজ। আমি সে কথা বলছি না মহারাজ! বলছি, এতবড় শক্তিমান বীর থাকতেও হিন্দুস্থান বারবার কেন বৈদেশিক শক্তির কাছে পরাজিত হয়?

সূর্যসিংহ। কথাটা কিন্তু দূতের মতো হলো না।

মিনহাজ। ঠিক! আমারই ভুল হয়েছে। এ প্রশ্ন করার অধিকার আমার নেই।

অলক। প্রশ্ন যখন করেছ, তখন জেনে যাও—হিন্দুস্থানের এই পরাজয়ের কারণ তার শক্তির অভাব নয়, ঐক্যের অভাব। আর শত্রুর চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

মিনহাজ। শুনে রাখলাম। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর পেলেই আমি গজনী ফিরে যেতে পারি।

ভীমসিংহ। দিল মহম্মদের অপরাধের প্রমাণ পেয়েও—

মিনহাজ। আততায়ীর সাক্ষ্য থেকে নিহতের অপরাধ প্রমাণ হয় না মহারাজ।

বীরোচনের প্রবেশ।

বীরোচন। আমার সাক্ষ্য?

সূর্যসিংহ ও ভীমসিংহ। বীরোচন ঠাকুর!

বীরোচন। ঠাকুর নই, কুকুর—ক্ষীপ্ত কুকুর। দংশন করার জন্য অধীর উন্মত্ত হয়ে আছি।

মিনহাজ। তোমার এই উন্মত্ততার কারণ?

বীরোচন। তোমরা।

মিনহাজ। আমরা?

সূর্যসিংহ। হ্যাঁ। দিলমহম্মদ আর তার ভৃত্য এঁর পুত্র মন্দির-রক্ষী সুষেনকে হত্যা করেছে।

মিনহাজ। কই, এসব কথা তো—

ভীমসিংহ। দিল মহম্মদের ভৃত্য তোমাদের বলেনি।

অলক। কি করে বলবে মহারাজ? শত্রুর কাছে মার খেয়ে যে লেজ গুটিয়ে পালায়—হীন প্রতিহিংসা বশে সে কি পারে সত্য কথা বলতে!

মিনহাজ। [বীরোচনকে] তোমার পুত্রকে জনাব দিল মহম্মদ হত্যা করেছেন?

বীরোচন। মিথ্যে বলবো না। দুজনের মধ্যে কার অস্ত্রে যে সুষেণ নিহত আমি তা দেখিনি।

সূর্যসিংহ। আমরা শুনেছি দিল মহম্মদই আঘাত করেছে।

মিনহাজ। শোনা কথা প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হয় না।

ভীমসিংহ। দূত।

মিনহাজ। তাই অনুরোধ, আততায়ীকে বন্দী করে আমার সংগে পাঠিয়ে দিন। একটা সম্ভাব্য ঝড়কে প্রতিহত করুন।

অলক। আমাকে পেলেই তোমাদের সুলতান গুজরাট আক্রমণে বিরত হবেন?

মিনহাজ। খুব সম্ভব হবেন।

সূর্যসিংহ। তাহলে অলকনাথের উচিত স্বেচ্ছায় তোমার অনুগমন করা।

বীরোচন। অসম্ভব। অলকনাথ নির্দোষ। একটা নির্দোষীকে শত্রু শিবিরে বলি দেবার জন্য পাঠালে মাথায় বজ্রাঘাত হবে, সমগ্র গুজরাট ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে।

মিনহাজ। কিন্তু না পাঠালে—

ভীমসিংহ। সুলতান মামুদের আক্রমণে গুজরাটের উপর লাখো লাখো বজ্রাঘাত হবে।

মিনহাজ। বহুৎ ঠিক। আমার ওপর সুলতানের নির্দেশ আছে, দোষী হোক নির্দোষী হোক আততায়ীকে তার চাই। গজনীতে বসে তিনি তার বিচার করবেন। বিচারে নির্দোষ প্রমাণ হলে সুলতান তাকে সসম্মানে ফেরৎ পাঠাবেন।

বীরোচন। গুজরাট গজনীর তাবেদার নয়, একথাটা সুলতানকে জানিয়ে দিও।

মিনহাজ। দেব। মহারাজেরও কি এই অভিমত?

ভীমসিংহ। আমার অভিমত—আমার অভিমত—

মিনহাজ। ভেবে দেখুন মহারাজ, আমার প্রস্তাবে সম্মত না হলে পক্ষকাল মধ্যে গজনীর আক্রমণে আপনার সোনার গুজরাট ধ্বংস-স্তুপে পরিণত হবে।

সূর্যসিংহ। দূত!

মিনহাজ। ভেবে দেখুন, ষোলবার ভারত-বিজয়ী সুলতান মামুদের সুশিক্ষিত ফৌজকে বাধা দেবার ক্ষমতা ক্ষুদ্র গুজরাটের আছে কি না?

ভীমসিংহ। খুব সম্ভব নেই!

মিনহাজ। ভেবে দেখুন—বাধাপ্রাপ্ত ক্ষীপ্ত সুলতান মামুদের হাতে আপনার গুজরাটের কি শোচনীয় পরিণাম।

অলক। যুদ্ধের পরিণাম আমরা ভাল করেই জানি।

মিনহাজ। জান না, তাই দম্ভ করছ। মনে রেখো, সুলতান মামুদ প্রজাবৎসল, দরদী, বিদ্যোৎসাহী। নিজে একজন সুকবি হলেও রণক্ষেত্রে রক্তের নেশায় তিনি হিংস্র রাক্ষস। লুণ্ঠন হত্যা অত্যাচারে তার বিকট উল্লাস।

সূর্যসিংহ। দূতের এত কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

মিনহাজ। তবু বলছি কেন জান, অহেতুক ধ্বংস আমি চাই না।

বীরোচন। ধ্বংস?

মিনহাজ। হ্যাঁ ধ্বংস। আপনি কি চান মহারাজ, সুলতান মামুদের আক্রমণে আপনার সোনার দেশ নির্মম ভাবে লুণ্ঠিত হোক?

ভীমসিংহ। না!

মিনহাজ। দেশের হাজার হাজার যুবতী নারী বর্বর ফৌজের দ্বারা ধর্ষিতা হোক?

ভীমসিংহ। না-না।

মিনহাজ। অগনন শান্তিকামী নিরীহ নরনারী ছাগ শিশুর মতো বলি হয়ে যাক?

ভীমসিংহ। না-না-না। তা আমি চাই না। চাইতে আমি পারি না।

মিনহাজ। তাহলে অলকনাথকে অর্পণ আমার হাতে করুন।

অলক। কাউকে অর্পণ করতে হবে না। গুজরাটের নিরাপত্তার জন্য আমি স্বেচ্ছায় অনুগামী হচ্ছি।

মিনহাজ। সাবাস জোয়ান। তোমার এই সৎ সাহসের জন্য আমি তোমাকে মোবারক জানাচ্ছি। চলে এসো।

ভীমসিংহ। না। তা হয় না। অলকনাথকে আমি কিছুতেই শত্রুব হাতে তুলে দিতে পাবি না।

বীরোচন। মহারাজ খাঁটি মানুষেব মত কথা বলেছেন। এভাবে শত্রুকে তোয়াজ করলে সারা পৃথিবী হাসবে, কলংকিত হবে। গুজরাটেব উঁচু মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

সূর্যসিংহ। না। একের বলি দিযে বহুর রক্ষা এ প্রচলিত কূট-রাজনীতি।

ভীমসিংহ। এ রাজনীতিকে আমি শ্রদ্ধা করিনা সূর্যসিংহ।

অলক। কিন্তু আমার মত তুচ্ছ একটা যাযাবরের জন্য আপনি কি চান, আপনার দেশেব হাজার হাজার নবনারীর সুখের ঘরে আগুন লেগে যাক?

মিনহাজ। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে যুদ্ধ করা হয়তো বীবত্ব হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ভীমসিংহ। আমি বুদ্ধিমান হতে চাই না দূত। আমি হতে চাই আমার দুঃখী প্রজার হৃদয়বান দরদী রাজা!

সকলে। মহারাজ!

ভীমসিংহ। বড় দুঃখী এই মাটির মানুষ। দৈবের প্রতিকূলে আপ্রাণ যুদ্ধ করে যে ক্ষুদ্র সুখের নীড়, শান্তির আবাস তারা গড়ে তুলেছে; জেনে-শুনে সে শান্তির নীড়ে আমি কোন প্রকারেই আঘাত হানতে পারি না।

সূর্যসিংহ। কিন্তু আঘাতকে এড়িয়ে যেতে হলে অলকনাথের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া দ্বিতীয় অন্য কোন পথ নেই মহারাজ!

বীরোচন। কিন্তু এ যে অধর্ম?

ভীমসিংহ। ভয় নাই ব্রাহ্মণ, ধর্ম আমি রাখবো। অলকনাথের পরিবর্তে আমিই গজনী যাত্রা করবো।

সকলে। মহারাজ!

ভীমসিংহ। চল গজনীর দূত। আমার এই তুচ্ছ প্রাণ বলি দিয়ে আমার গুজরাটকে আমি রক্ষা করবো।

অলক। না-না, অপরাধী হয়তো আমি। আত্মবলি দেবার অধিকাব আমারই অগ্রে।

ভীমসিংহ। না। দেশের রাজা হিসাবে এ অধিকার আমারই অগ্রে। এসো দূত। [গমনোদ্যত]

সহসা মহারাণী মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। চমৎকার!

সকলে। মহারাণী!

মহামায়া। চমৎকার। মহত্বের নামে ভীরুতার কি অপূর্ব প্রতিযোগিতা।

সূর্যসিংহ। এ আপনি বলছেন কি মহারাণী মা!

মহামায়া। চুপ কর ফেরুপালের দল। একটা জাতির, একটা স্বাধীন দেশের সম্মান নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলতে তোমাদের লজ্জা হলো না?

ভীমসিংহ। কিন্তু এ ছাড়া যে উপায় নেই রাণী!

মহামায়া. কেন নেই। গুজরাটের সৈন্যবাহিনী কি যুদ্ধ ভুলে গেছে?

সূর্যসিংহ। তারা যুদ্ধ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

মহামায়া। দেশের মানুষ কি স্বাধীনতার জন্য লাঞ্ছনা বরণ করতে অসম্মত?

বীরোচন। না মহারানী মা। দেশের মানুষ প্রাণ দেবে, তবু মান কিংবা স্বাধীনতা বিসর্জন দেবে না।

মহামায়া। শক্তিমান অলকনাথের সবল বাহু কি মুসলমানের ভয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে?

অলক। শত্রুর রক্তপাত করার জন্য আমার তরবারি তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেশের রাজা যেখানে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক—

মহামায়া। সেখানে সবাই মিলে সীমান্ত দস্যুর পদলেহন করতে ছুটে যাচ্ছ।

মিনহাজ। আমার প্রভু সম্বন্ধে মহারাণী সংযত ভাষা প্রয়োগ করলেই আমি খুশী হবো।

মহামায়া। একটা সামান্য দূতের খেয়াল-খুশীর মুখে গুজরাটের মহারাণী পদাঘাত করে।

সকলে। মহারাণী!

মিনহাজ। সামাল নারী! [অস্ত্রে হাত দিল]

অলক। হুঁসিয়ার দূত! যদি প্রাণের মায়া থাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করে মহারাণীকে অভিবাদন কর।

সকলে। অলকনাথ!

অলক। কর—কর অভিবাদন!

[মিনহাজউদ্দিন চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল সকলেই প্রস্তুত। নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অস্ত্র ছাড়িয়া সেলাম করিল।]

মিনহাজ। ঠিক আছে। আমার কসুর মাপ করুন মহারাণী।

সূর্যসিংহ। গজনীর বুকে এত ভয়! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

মিনহাজ। হ্যাঁ-হ্যাঁ ভয়। তোমাদের মত জানের ভয় নয় এ সৌজন্যের ভয়, ভদ্রতার রীতি।

মহামায়া। তোমার সৌজন্যে আমি প্রীত। যাও, তোমার প্রভুকে গিয়ে বল—

ভীমসিংহ। রাণী!

মহামায়া। সে যেন তার সমস্ত বাহিনী নিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে আসে। অস্ত্রের মুখেই আমরা তার প্রস্তাবের জবাব দেব।

ভীমসিংহ। একবার ভেবে দেখ রাণী, প্রতিপক্ষ প্রবল প্রতাপ সুলতান মামুদ।

মহামায়া। সুলতান মামুদ তো তুচ্ছ। স্বয়ং ভগবানও যদি অন্যায় ভাবে আমার প্রতিপক্ষ হয় আমি তাকে স্বীকার করবো না।

সূর্যসিংহ। আমার মনে হয় মহারাণী, সন্ধি করলেই ভাল হতো। সমস্ত দেশটা রক্ষা পেতো।

বীরোচন। কেউ রক্ষা পেতো না। দস্যুর মাথায় লাঠি না মেরে যে দেশ তার তোয়াজ করে, সে দেশের কেউ কোনদিন রক্ষা পায় না।

মিনহাজ। হুঁসিয়ার হয়ে কথা বল ঠাকুর।

বীরোচন। আরে যাও যাও। তুমি তো সামান্য দূত। তোমাকে আর কি বলবো। তোমার প্রভুকে গিয়ে বলো, দেশের রাজা তাকে ছেড়ে দিলেও এই দীনহীন ব্রাহ্মণ তাকে কোনদিন তোয়াজ করবে না। প্রয়োজন হয় আমি জীবন দেব—তবু পুত্রহন্তাকে কোনদিন ক্ষমা করবো না। না-না-না।

[দ্রুত প্রস্থান।

সকলে। উন্মাদ!

মিনহাজ। কে উন্মাদ—সেটা অবশ্য বিচার্য!

সকলে। দূত!

মিনহাজ। ও কথা থাক্। যুদ্ধের কথা বলুন। ;যুদ্ধই কি স্থির হল?

অলক। হ্যাঁ যুদ্ধই স্থির। যুদ্ধেই প্রমাণ হবে দোষীকে? এই অলকনাথ না সীমান্ত দস্যু সুলতান মামুদ!

ভীমসিংহ। না-না, এ হতে পারে না—এ হতে পারে না। এভাবে একটা দেশকে আমি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। আমি সন্ধি করবো।

মহামায়া। করতে পার একসর্ত্তে।

সকলে। কি?

মহামায়া। দিলমহম্মদের কুকীর্ত্তির সহচর সেই রহিমখাঁকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান মামুদ যদি এই রাজসভায় এসে নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে।

সকলে। মহারাণী!

মিনহাজ। ক্ষমা চাইবে সুলতান মামুদ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! মনে রাখবেন মহারাণী আপনি আগুন নিয়ে খেলা কচ্ছেন।

সকলে। দূত!

মিনহাজ। দূত হিসাবে আমার প্রভুর এই অসম্মান আমি সহ্য করেই গেলাম। কিন্তু যেদিন গজনীর সেনাপতিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের পুনরায় দেখা হবে—সেদিন সেই অসম্মানের দেনা আমি সুদ সমেতে উসুল করে নেব।

সূর্যসিংহ। সামাল গজনী। [অস্ত্র খুলিল]

মিনহাজ। হুসিয়ার হিন্দুস্থান। এতদিন সিংহের গর্জনই শুধু শুনেছ—এবার প্রস্তুত হও সেই সিংহকে প্রত্যক্ষ করতে।

মহামায়া। আর সেই সিংহকেও প্রস্তুত হয়ে আসতে বলো—সিংহবাহিনী দশভুজাকে প্রত্যক্ষ করতে।

মিনহাজ। [সেই দৃপ্ত তেজোময়ী মূর্তির দিকে চাহিয়া বলিল।] সাবাস! সাবাস! এই সভায় তুমিই একমাত্র মানুষ যে সবচেয়ে বেশী আমাকে আর আমার প্রভুকে অসম্মান করেছে। তবু-তবু ওগো মরা মানুষের দেশের একমাত্র জীবন্ত মানুষ, তোমাকে এই মুসলমানের হাজারো হাজারো সেলাম।

[সেলামান্তে প্রস্থান।

ভীমসিংহ। কি করলে—কি করলে রাণী! উত্তেজনা বশে একি অনর্থ সৃষ্টি করলে?

অলক। ভয় কি মহারাজ? প্রাণের চেয়ে মান অনেক বড়। সেই মানকে মহারাণী মা যেভাবে আজ রক্ষা করলেন তাতে নারীবিদ্বেষী এই অলকনাথের উন্নত মাথাটাও সম্ভ্রমে ওঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তে চাইছে।

সূর্যসিংহ। লুটিয়ে ঠিকই পড়বে তবে মহারাণীর পায়ে নয় সুলতান মামুদের পায়ে।

মহামায়া। সেনাপতির প্রাণে যদি এত ভয়, তবে ইচ্ছা করলে সৈন্যাপত্য পরিত্যাগ করতে পারে।

সূর্যসিংহ। না, মহারাণী মা! আমি ক্ষত্রিয়, অস্ত্র ব্যবসায়ী। প্রাণের ভয়ে অস্ত্র ত্যাগ করতে শিখিনি। তাই মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আপনাকে আমি সাহায্য করে যাব।

[প্রস্থান।

মহামায়া। সাধু! অলকনাথ!

অলক। এই অসি নিয়েই আমার জয়যাত্রা সুরু, মহারাণী মা। এই অসি দিয়েই আমি প্রমাণ করে যাব—সুলতান মামুদ ষোড়শবার ভারত-বিজয়ী হলেও সে অজেয় নয়, অমর নয়—দুর্বার নয়।

[প্রস্থান।

মহামায়া। চমৎকার। মহারাজ! তুমি কি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হলে?

ভীমসিংহ। অসন্তুষ্ট! আমি ভাবতে পাচ্ছি না—ভাবতে পাচ্ছি না রাণী, আমি তোমাকে অভিশাপ দেব না আশীর্বাদ করবো?

মহামায়া। রাজা!

ভীমসিংহ। যখনই তোমার ঐ তেজোময়ী বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তির কথা মনে হয় তখনই আনন্দে আমার এই শিথিল দেহেও যৌবনের জোয়ার আসে। আর যখনই ভাবি নিশ্চিত পরাজয় জেনেও তুমি স্বেচ্ছায় আমার হাজার হাজার প্রজার ঘরে হাহাকার টেনে এনেছ তখনই মনে হয়, আমি তোমাকে অভিশাপ দিই—অভিশাপ দিই।

[প্রস্থান।

মহামায়া। স্নেহপ্রবণ মহত্বের সেবক রাজা, তোমার এই মহত্ব এই যুগে কেউ বুঝবে না—কেউ বুঝবে না।

রত্নাপাখীর প্রবেশ।

রত্নাপাখী। ঠিক—ঠিক বলেছ মহারাণী মা। এ যুগে মহত্বকে বলে ক্লীবত্ব, মূর্খামি; আর ক্ষমা করলে বলে দুর্বলতা।

মহামায়া। কে তুই?

রত্নাপাখী। একটি চাষা।

মহামায়া। চাষার মুখে এমন খাসা কথা।

রত্নাপাখী। ঠেকে শিখেছি মা, ঠেকে শিখেছি। যেখানে আমি ভয়ংকর সেখানেই পেয়েছি জয়। আর যেখানেই আমি স্নেহদুর্বল সেখানেই পেয়েছি চরমতম পরাজয়।

মহামায়া। চাষী ভাই!

রত্নাপাখী। তাই বুঝেছি ঐ সীমান্ত দস্যুকে হাজার মহত্ব, লাখো মিষ্টি কথায় যা হবে না কষে দু'ঘা আঘাত করলেই তা ঠিক আদায় হবে।

মহামায়া। কি চাও তুমি আমার কাছে?

রত্নাপাখী। চাই আঘাত করবার প্রেরণা?

মহামায়া। আঘাত করবার প্রেরণা?

রত্নাপাখী। হ্যাঁ মা, আঘাত করবার প্রেরণা। সীমান্ত দস্যু সুলতান মামুদের অত্যাচারে আমার আঘাত করবার স্নায়ুগুলো সব নির্জীব হয়ে গেছে। তাই এসেছি শক্তিরূপিণী দশভূজা মহারাণী মায়ের পায়ের ধূলো গায়ে মেখে নির্জীব স্নায়ুকে সজীব করে তুলতে। [পদধূলি গ্রহণ]

মহামায়া। স্পষ্ট বল, তোমার সত্যিকারের পরিচয় কি?

রত্নাপাখী। আমি অতীতের রত্নাপাখী।

মহামায়া। কোন রত্নাপাখী? যার ভয়ে সমগ্র পশ্চিম ভারত একদিন থরথর কার কাঁপতো?

রত্নাপাখী। হ্যাঁ মা, আমি সেই অতীতের ডাকাত রত্নাপাখী। সুলতান মামুদের অত্যাচারে বর্তমানে রত্নাপাখীর কংকাল।

মহামায়া। রত্নাপাখী!

রত্নাপাখী। কিন্তু মা, এ কংকাল আবার পুনর্জীবিত হয়ে উঠেছে।

শক্তিময়ী মায়ের পদধূলি নিয়ে মানুষ মারা ডাকাত আবার জেগে উঠেছে। [গমনোদ্যত]

মহামায়া। রত্নাপাখী! রত্নাপাখী!

রত্নাপাখী। প্রণাম মহারাণী, প্রণাম। সীমান্ত দস্যুকে দমন করবার জন্য তোমরা আক্রমণ কর সম্মুখ ভাগে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে। আর ডাকাত আমি, আমি ছুটে যাই এই রক্তাক্ত ছুরিকা নিয়ে—পেছন থেকে সুলতান মামুদের ঘরে ডাকাতি করতে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

মহামায়া। জেগেছে—জেগেছে। সৈন্যবাহিনী থেকে সাধারণ নাগরিক, পূজারী ব্রাহ্মণ থেকে লুণ্ঠনকারী দস্যু আজ সবাই জেগে উঠেছে। ওগো—ওগো আমার নিগৃহীতা সোনার হিন্দুস্থান, অপেক্ষা কর—সীমান্ত দস্যুর রক্ত দিয়ে আমি তোমার পায়ে অঞ্জলি ঢেলে দেব। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

গজনীর সীমান্তে একটি অরণ্য পথ। রক্তাক্ত খঞ্জরহস্তে সুলতান মামুদের প্রবেশ। তাহার সর্বাংগে শিকারীর পোষাক।

মামুদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! খতম। শয়তানের খেল খতম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [রক্তাক্ত হাত সম্মুখে তুলিয়া] কি গাঢ় উজ্জ্বল টকটকে লাল রক্তের মধুর সমাবেশ। যতই দেখছি—ততই যেন রক্তের তৃষ্ণা প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে পড়ছে! রক্ত—রক্ত! এমনি গাঢ় লাল রক্ত চাই আমার দোস্তের প্রতিশোধ।

নেপথ্যে রোশেনা। আব্বাজান! আব্বাজান!

মামুদ। ঐ—ঐ আমার এক শত্রু! মায়ার বাঁধনে আমাকে এমনি আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যে, ওরই জন্য হত্যা উৎসবে আমি মেতে উঠতে পারি না। না-না, ওকে সরিয়ে দিতে হবে। নইলে ওরই জন্য একদিন হয়তো ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে দিগ্বিজয়ী সুলতান মামুদের নাম মুছে যাবে।

চর্মবর্ম ও চোস্তপরিহিত শিকারীর বেশে রোশেনারার দ্রুত প্রবেশ। কোমরে তরবারি—হাতে বর্শা। সে হাঁপাইতেছে।

রোশেনা। আব্বাজান! আব্বাজান! তুমি এখানে। আঃ, বাঁচালে!

মামুদ। আমার জন্য বুঝি তোর খুব চিন্তা হয়েছিল মা?

রোশেনা। হবে না। তুমি যেভাবে শুধু একটা মাত্র খঞ্জর নিয়ে ছুটে এলে তাতে চিন্তা না হয়ে কি পারে? ওঃ! কি ভয়ংকর বিপদ!

মামুদ। কিছু না—কিছু না কন্যা। দিগ্বিজয়ী সুলতান মামুদের কাছে এ বিপদ বিপদই নয়।

রোশেনা। আব্বাজান!

মামুদ। চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ রোশেনারা, দুষমনের টাটকা রক্তে আমার খঞ্জর, আমার দুটি করতল কি সুন্দব রক্তিম হয়ে গেছে।

রোশেনা। তুমি ওকে হত্যা করেছ?

মামুদ। করবো না? যে শয়তান আমারই রাজ্যে বাস করে আমারই প্রজার ঘরে হাহাকার তোলে—তাকে আমি হত্যা করবো না? চেয়ে দেখ—এই খঞ্জর আমি ওর বুকে আমূলে বসিয়ে দিয়েছি। একটা চিৎকার, একটা ব্যর্থ আক্রমণের চেষ্টা—ব্যাস সব খতম। [রুমাল দিয়া হাত ও খঞ্জর মুছিয়া ফেলিল]

রোশেনা। আশ্চর্য সাহস তোমার আব্বাজান!

মামুদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আশ্চর্য সাহস। এই সাহসকে সম্বল করেই আলপ্তিগীনের ক্ষুদ্র গজনীকে আজ আমি এশিয়ার মধ্যমণিতে পরিণত করেছি—কাবুল কান্দাহার হিরাট পদানত। পশ্চিম ভারত বিধ্বস্ত। যদি বেঁচে থাকি তবে দেখবি কন্যা তামাম এশিয়া এই গজনীকে আভূমি সেলাম জানাবে।

রোশেনা। তুমি কি সেকেন্দারশাহ আলেকজাণ্ডারের খোয়াব দেখ নাকি?

মামুদ। শুধু খোয়াবই দেখি না রোশেনারা, খোয়াবের সংগে আমি সাধনাও করি। শস্ত্র শাস্ত্রে সমান অধিকার লাভ করেছি, খোরাসানি, তুর্কি, আরবী, আফগানী' সৈন্য নিয়ে বিপুলবাহিনী সৃষ্টি করেছি; ফেরদৌসী আলবেরুনীকে দিয়ে কাব্যের মালঞ্চ সাজিয়েছি। আশা রাখি আমার এই সর্বতোমুখী প্রতিভার কাছে সেকেন্দার আলেকজাণ্ডার ম্লান হয়ে যাবে।

রোশেনা।, তোমার সবই আছে আব্বা, নাই শুধু একটা জিনিষ—যার অভাবে তোমার এই বিশ্ব বিজয়ী প্রতিভা হয়তো শুধু দস্যু বলেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

মামুদ। কি—কি সে জিনিষ মা?

রোশেনা। প্রেম।

মামুদ। প্রেম?

রোশেনা। হ্যাঁ আব্বাজান, প্রেম।

মামুদ। রোশেনারা!

রোশেনা। প্রাণহীন দেহ আর প্রেমহীন প্রতিভা দুটোই মূল্য-হীন আব্বা!

মামুদ। আছে—আছে কন্যা সুলতান মামুদের বুকেও প্রেমের ফল্গুধারা বিদ্যমান আছে। তা না হলে—তা না হলে—

রোশেনা। কি আব্বাজান?

মামুদ। তুইও হয়তো কোন অজানায়—না-না, এ আমি কি বলছি—এ আমি কি বলছি!

রোশেনা। বল—বল আব্বা। কি, কোন অজানায় কি?

মামুদ। কিচ্ছু না—কিচ্ছু না। আমি বলছিলাম—আমার বুকে যদি প্রেম নাই থাকতো, তাহলে এই বুড়ো বয়সে কি তোর এত

শাসন সহ্য করি মা। কবে তোকে কোতল করে ফেলতাম! [কথাটা চাপা দিল] হাঃ-হাঃ-হাঃ।

রোশেনা। পারতে—পারতে আব্বা? ঐ বাঘটার মতো এই খঞ্জর তুমি আমার বুকে বসিয়ে দিতে পারতে?

মামুদ। [চীৎকার করিয়া উঠিল] রোশেনারা—রোশেনারা! না-না, তুই আমার কেউ নোস—তুই আমার কেউ নোস! [মুখ ফিবাইয়া লইল]

রোশেনা। আব্বাজান।

মামুদ। না-না। সামান্য রহস্যকে যে এমনি ভাবে গুরুত্ব দিয়ে আঘাত করতে চায়—সে আমার কেউ না—সত্যি কেউ না! [চোখে জল]

রোশেনা। আমার কসুর হয়েছে আব্বা! অজ্ঞান কন্যা বলে তুমি আমায় মাফ্ কর! [নতজানু হইল]

মামুদ। মাফ! ওরে—ওরে আমাব হৃদয় মরুভূমির মরুদ্যান, তুই ছাড়া যে আমার কেউ নেই মা, কেউ নেই। [টানিয়া তুলিয়া জড়াইয়া ধরিল]

রোশেনা। আব্বাজান!

মামুদ। চল্ মা চল্—ঐ বাঘটার ছাল খুলে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যাই।

রোশেনা। সত্যি আব্বা! অতবড় বাঘটাকে তুমি সামান্য একটা খঞ্জর দিয়ে কি করে যে হত্যা করলে, তা আমি ভাবতেও পাচ্ছি না।

মামুদ। এতে আর ভাবনার কি আছে মা। এই দুনিয়ায় মানুষ যে শ্রেষ্ঠতম জীব। ইতর প্রাণীকে সে শাসন করবে এইতো খোদাতালার ইচ্ছা।

রোশেনা। কিন্তু সবাই তো পারে না!

মামুদ। কি করে পারবে? শক্তি আর সাহসকে অধিকাংশ মানুষই যে ভোগের নেশায় কোরবানী দিয়ে বসে থাকে।

রোশেনা। তুমি অদ্ভুত!

মামুদ। তুই আশ্চর্য! তাইতো সামান্য মেয়ে হয়েও এই গভীর অরণ্যে ছুটে এসেছিস শিকারের নেশায়।

রোশেনা। না আব্বা, শিকারের নেশায় আমি আসিনি। আমি এসেছি আমার এই ছেলেটির অমংগল আশংকায়।

মামুদ। সাবাস বেটি, সাবাস। এত মায়া-ভরা দরদী মন নিয়ে কোথেকে এলি রে—কোথেকে এলি!

[রোশেনারা পিতার বুকে মাথা এলাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্থলতান মামুদ সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইতেছে]

রোশেনা। [রহস্য ভরে] হয়তো ঐ চাঁদের দেশ থেকে।

মামুদ। তাই হবে মা, তাই হবে! তাই স্থলতান মামুদের মতো হত্যাকারী জহ্লাদের ঘরেও চাঁদের আলো ঠিকরে এসে পড়ে!

দ্রুত পাগলা ইয়াসিনের প্রবেশ। ছিন্নভিন্ন বেশ, রুক্ষ জটবাধা চুল। সারা গায়ে নানা স্থানে ঘা। পূর্ণ পাগলের লক্ষণ। পূর্বে সে মুলতানের অধিবাসী ছিল। স্থলতান মামুদের সেও একটি বলি।

ইয়াসিন। এই—এই, স্থলতান মামুদকে দেখেছিস্—স্থলতান মামুদ? দেখেছিস? চিনেছিস্ তাকে?

রোশেনা। আব্বাজান! [সভয়ে মামুদকে জড়াইয়া ধরিল]

ইয়াসিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভয় পেয়েছে। ভয় পেয়েছে। সুলতান মামুদের নাম শুনেই মেয়েটা ভয় পেয়েছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মামুদ। কে তুই?

ইয়াসিন। আমি! হাঃ-হাঃ-হাঃ! ইয়াসিন গো ইয়াসিন।

মামুদ। ইয়াসিন?

ইয়াসিন। হ্যাঁ গো—ইয়াসিন! চেন না বুঝি! ছ্যাঃ—ছ্যাঃ! কেমন মানুষ তুমি, ইয়াসিনকে চেন না?

রোশেনা। কোথায় তুমি থাক?

ইয়াসিন। থাকি না, থাকতাম। মুলতানে ছিল আমার বাড়ী। ছিল গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, আর সাত সাতটা জোয়ান ছেলে।

মামুদ। সাত সাতটা জোয়ান ছেলে?

ইয়াসিন। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কিন্তু আজ আমার কেউ নেই, কিছু নেই। ওই রাক্ষস সুলতান মামুদ সবাইকে কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়েছে। হিঃ-হিঃ-হিঃ!

রোশেনা। আব্বা! পাগলটা বলে কি?

ইয়াসিন। পাগল! আমি পাগল! বুঝেছি—বুঝেছি সুলতান মামুদকে তোমরা দেখওনি, চেনও না। তাই আমাকে পাগল বলছ!

মামুদ। আমিই সুলতান মামুদ।

ইয়াসিন। তুমি? শোভানাল্লা!

[হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিতে গেল। কিন্তু কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিল]

রোশেনা। আব্বাজান!

মামুদ। হুঁসিয়ার কমবক্ত!

ইয়াসিন।। না-না, তুমি নও, তুমি যে মানুষ। সুলতান মামুদ তো মানুষ নয়, সে যে রাক্ষস। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

রোশেনা। ইয়াসিন!

ইয়াসিন। পালাও মেয়ে, পালাও। নইলে সুলতান মামুদ ছুটে আসবে। সেই শয়তানের বাচ্চা তোমাকে ধরে কড়মড করে চিবিয়ে খাবে! পালাও—পালাও। [গমনোদ্যত]

মামুদ। [সচীৎকারে] কই হ্যায়, মেরা চাবুক--চাবুক!

ইয়াসিন। [ঘুরিয়া] চাবুক! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

গীত।

চাবুকে কি যায় রে রোখা দুঃখীর ফরিয়াদ;
কেউ না শুনুক মালেক খোদা শোনেন দুঃখীর বাত।
সেই হাসরের মাঠে, রোজ কেয়ামতের দিনে যেদিন সবার বিচার হবে,
আমীর ফকির রাজা উজীর, কেউ তো ক্ষমা নাহি পাবে।
শয়তানেরই বিচার হবে, হবে মাথায় তাহার বজ্রাঘাত॥

মামুদ। পাগল!

ইয়াসিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ। মেরা ফরিয়াদ আসমান ফারকর খোদাকা আরস পর পহুঁচ গিয়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

রোশেনা। বল--বল আব্বা, খোদার দরবারে এইসব নির্যাতীত দুঃখী মানুষের ফরিয়াদের তুমি কি জবাব দেবে?

মিনহাজউদ্দিনের প্রবেশ।

মিনহাজ। জবাব অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক, খোদাবন্দ।

মামুদ। কে? মিনহাজ উদ্দিন! তুমি এসময় এখানে?

মিনহাজ। হিন্দুস্থান থেকে সোজা এই পথেই ফিরছিলাম জনাব।

রোশেনা। হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেয়ে দৌত্যের ফলাফল জানাতে এসেছে।

মামুদ। কি সংবাদ? আততায়ী কোথায়?

মিনহাজ। তাকে গুজরাট আমার হাতে অর্পণ করেনি জনাব!

মামুদ। অর্পণ করেনি? আশ্চর্য!

রোশেনা। কি বল্লে তারা?

মিনহাজ। বল্লে—নিরপরাধ মানুষকে তারা দুষমনের হাতে তুলে দিতে পারে না।

মামুদ। নিরপরাধ! আমার বন্ধুকে হত্যা করেও সে নিরপরাধ?

মিনহাজ। সরজমীনে তদন্ত করে আমি যা জানতে পেরেছি, তাতে মনে হয়—

রোশেনা। জনাব দিল মহম্মদ বিশেষ কোন অন্যায় করেছিলো।

মামুদ। অসম্ভব। সে কোন অন্যায় করতে পারে না।

মিনহাজ। বেয়াদবি মাপ করবেন জনাব। আমি প্রমাণ পেয়েছি উনি রাজকন্যার সম্ভ্রমনাশে—

মামুদ। হুঁসিয়ার মিনহাজ উদ্দিন। দ্বিতীয়বার আমার দোস্তের সম্বন্ধে এরূপ হীন মন্তব্য করলে এই খঞ্জর আমি তোমার বুকে আমূলে বসিয়ে দেব।

মিনহাজ। জনাব।

রোশেনা। তুমি বৃথাই উত্তেজিত হচ্ছ আব্বা। সেনাপতি নিশ্চয় ভালভাবে না জেনে এ সংবাদ তোমাকে বলেনি।

মামুদ। কি জানবে? কি জানাবে? দিল মহম্মদ আমার শৈশবের বন্ধু। চাঁদে কলংক আছে কিন্তু অমন বিদ্বান খাঁটি মুসলমান দিল মহম্মদের কলংক থাকা সম্ভব নয়।

রোশেনা। হয়তো খেয়ালের বশে কিম্বা সরাপের নেশায়—

মামুদ। সরাপ! হ্যাঁ-হ্যাঁ তা হতে পারে। আমি জানি, কিছু রচনা করার আগে সে সামান্য সরাপ পান করতো। কিন্তু—

মিনহাজ। এতে আর কিন্তু নেই জনাব। সুরার নেশাতেই তিনি এ অন্যায় করেছিলেন।

মামুদ। এ হতে পারে, কিন্তু নেশার ঝোঁকে সে যদি একটা অন্যায় করেই থাকে—তবে তাকে বন্দী করে আমার কাছে না পাঠিয়ে হত্যা করে কোন সাহসে?

মিনহাজ। হত্যার বদলে হত্যা হয়েছে জনাব।

মামুদ। তার অর্থ?

মিনহাজ। সর্বপ্রথম উত্তেজিত আপনার দোস্ত এক মন্দির রক্ষীকে হত্যা করে।

মামুদ। চুপরও মিথ্যাবাদী। বল, গুজরাট থেকে কত উৎকোচ তুমি নিয়ে এসেছ!

রোশেনা। আব্বা!

মিনহাজ। জনাব!

মামুদ। খামস। বল, হিন্দুস্থানের পক্ষে এ মিথ্যা ওকালতি তুমি কবে থেকে সুরু করেছ বেইমান।

মিনহাজ। হুঁসিয়ার জনাব। ইয়াদ রাখবেন তঙ্কার বিনিময়ে আমি আপনার কাছে কর্মক্ষমতা বিক্রয় করেছি, কিন্তু ইমান বিক্রয় করিনি।

উভয়ে। মিনহাজ উদ্দিন।

মিনহাজ। আমি বেইমান! আমি মিথ্যাবাদী! কি বলবো, আমি আপনার নেমক খেয়েছি। নইলে যে জবান আমাকে বেইমান, মিথ্যাবাদী বলে, সে জবানকে আপনার মুখ থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম।

রোশেনা। সেনাপতি!

মামুদ। খামস বেয়াদপ!

[উত্তেজিত হইয়া খঞ্জর লইয়া মিনহাজকে আঘাত করিতে গেল কিন্তু রোশেনারা বাধা দিতে আসায় সে খঞ্জর রোশেনারার দক্ষিণহস্তে আঘাত করিল।]

রোশেনা। আব্বা! আঃ!

মিনহাজ। সাহাজাদী! [ধরিয়া ফেলিল]

মামুদ। রোশেনারা! হায় খোদা, এ আমি কি করলাম! এ আমি কি করলাম! [রোশেনারাকে ধরিল]

রোশেনা। আব্বা! দুঃখ করো না। ইয়াসিনের ফরিয়াদের বিচার সুরু হয়েছে। তাই যে খঞ্জর এতদিন অন্যের বুকে বসিয়ে দিয়েছ, সেই খঞ্জর আজ তোমার বুকে এসেই আঘাত হেনেছে! আঃ!

মিনহাজ। কি করলেন, কি করলেন জনাব। দিগ্বিজয়ী সম্রাট হয়েও শক্তিকে মাথায় ঠাঁই দিলেন, ছিঃ।

মামুদ। কসুর করেছি। কসুর করেছি। রোশেনারা, মিনহাজ, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।

রোশেনা। আব্বাজান!

মিনহাজ। জনাব।

মামুদ। আমার সর্বস্ব পণ রইল মিনহাজ, আমার মাকে তুমি রক্ষা কর। আমাকে তুমি বাঁচাও।

মিনহাজ। [আঘাত দেখিয়া শাহাজাদীর হাত ধরিল।] উতলা হবেন না জাঁহাপনা। শাহাজাদীর আঘাত গুরুতর নয়। যদি অনুমতি করেন, ক্ষতস্থান আমি বেঁধে দিচ্ছি।

মামুদ। তুমি যা চাও, আমি তাই দেব। শুধু রোশেনারাকে বাঁচিয়ে দাও।

[মিনহাজ রোশেনারার ক্ষত ওড়না দিয়া বাঁধিতে লাগিল]

রোশেনা। আব্বা! আমার সামান্য কয়েকবিন্দু রক্ত দেখেই তোমার এত চঞ্চলতা, অথচ এই রক্তই তুমি অন্যের বুকে নদীর আকারে বইয়ে দিয়েছ।

মামুদ। রোশেনারা।

রোশেনা। ওগো বিজয়ী সুলতান! নিজের ব্যথা দিয়ে একবার তাদের ব্যথা তুমি পরিমাপ করে দেখ, কত অন্যায় তুমি করেছ।

মামুদ। ওরে তুই চুপ কর—চুপকর। এমনি ভাবে আমার শক্তির উৎসকে তুই হত্যা করিসনে মা, হত্যা করিসনে।

রোশেনা। আব্বা!

মিনহাজ। শাহাজাদীর ক্ষত বন্ধন সম্পূর্ণ। এবার আমাকে বিদায় দিন হজরৎ।

রোশেনা ও মামুদ। বিদায়?

মিনহাজ। হ্যাঁ বিদায়। এতবড় কলংকের বোঝা মাথায় নিয়ে আরতো আপনার গোলামী করা সম্ভব নয় জনাব।

মামুদ। মিনহাজ, মিনহাজ! তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া আমার ভুল হয়েছে। তুমি সত্যি বেইমান, তুমি নেমক হারাম।

রোশেনা। আব্বা!

মিনহাজ। জাঁহাপনা!

মামুদ। নইলে কি করে এখনো তুমি অভিমানে মুখ ফিরিয়ে আছ? ওরে মূর্খ, অসতর্ক মুহূর্ত্তের আমার মুখের ভাষাটাই তোর কাছে সত্য হয়ে গেল, আর বুকের ভাষাটা সব মিথ্যা হয়ে গেল?

রোশেনা। আব্বাজান!

মিনহাজ। জনাব!

মামুদ। মনে পড়ে, মনে পড়ে বেইমান! শাহীবাজারের সেই মানুষ বেচাকেনার হাটের কথা? মনে পড়ে হস্তপদ শৃঙ্খলিত একটি সুন্দর বালকের কথা? মনে পড়ে, সহস্র আসরফি দিয়ে সেই বালক বেচাকেনার কথা?

মিনহাজ। মনে পড়ে, মনে পড়ে জনাব। সেচিত্র আজো আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

মামুদ। তাই যদি সত্য, তবে কেমন করে ভুলে গেলে এই দীর্ঘদিন কত যত্নে কত সুনিপুন শিক্ষায় পুত্র স্নেহে তোমাকে মানুষ করে তুলেছি? কেমন করে ভুলে গেলে যে আমারই চেষ্টায় গজনীর সর্বোচ্চ সম্মান সেনাপতির পদলাভ করে তুমি আজ মানুষের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছ?

মিনহাজ। অন্যায় করেছি, অন্যায় করেছি জনাব। ক্ষণ বিস্মৃতির মোহে আমি আপনার কাছে চরম অন্যায় করেছি। ওগো আমার স্নেহমন অন্নদাতা মালেক, এই অযোগ্য ভৃত্যকে আপনি দণ্ড দিন জনাব, দণ্ড দিন।

মামুদ। হ্যাঁ হ্যাঁ দণ্ড দেব। কঠোর দণ্ড। শোন যুবক তোমার দণ্ড—

রোশেনা। না-না, আব্বা, ওঁকে এমন করে দণ্ড তুমি দিওনা দিওনা। আমি তোমার পায়ে ধরে অনুরোধ করছি। [পদধারণ]

মামুদ। কেন কন্যা, কেন? একটা তুচ্ছ বেইমান নফরের জন্যে তোর এত ব্যথা কেন?

রোশেনা। আমি যে, আমি যে—

মিনহাজ। না—না—না রোশেনারা!

মামুদ। [হুংকার দিয়া উঠিল] কি না, কি না—আমাকে এখনই বল।

রোশেনা। আমি—আমি ওকে ভালবাসি।

মামুদ। ভালবাস! হাঃ-হাঃ-হাঃ! ক্যায়া তাজ্জব কি বাৎ! সারা জাহানের বড় বড় নবাব বাদ্‌শারা যাকে পাবার জন্য লালায়িত, সেই শাহাজাদী ভালবাসে কিনা একটা তুচ্ছ নফরকে! ছিঃ !

রোশেনা। হ্যাঁ-হ্যাঁ ভালবাসি, ভালবাসি। নফর বলে তুমি ওকে যতই ঘৃণা কর না সুলতান, আমি জানি তোমার চেয়ে ও কোন অংশে ছোট নয়।

মামুদ। বটে—বটে!

মিনহাজ। রোশেনারা, তুমি কি উন্মাদ হলে!

রোশেনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, উন্মাদ! তাইতো দিগ্বিজয়ী সম্রাটের কাছে প্রার্থনা করছি—তোমার সংগে আমাকেও দণ্ড দিয়ে রাজনীতির পবিত্রতা রক্ষা করুন।

মামুদ। তাই হবে, তাই হবে। সুলতান মামুদ জিন্দেগীতে কারো কোন বেয়াদবি সহ্য করেনি। আজও করবে না। আমি তোমাদের দু'জনকেই দণ্ড দেব।

রোশেনা। আব্বা!

মিনহাজ। জনাব!

মামুদ। তোমাদের দণ্ড—যুবক!···রোশেনারা! [দুইহাতে দুই-জনকে ধরিয়া হাতে হাত মিলাইয়া দিল। বিস্মিত যুবক যুবতী নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল।] এই তোমাদের চরম দণ্ড!

রোশেনা। আব্বাজান!

মিনহাজ। জহরৎ।

মামুদ। কর, কর বেইমানী; কর তিরস্কার। যাও আমাকে পরি-ত্যাগ করে। দেখি তোমাদের মহব্বতের শক্তি কত বড। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

রোশেনা। আব্বা, তুমি এত মহৎ!

মামুদ। চুপ চুপ। সুলতান মামুদ "মহৎ", একথা শুনলে যে মিনহাজ উদ্দিন হেসে উঠবে। হেঃ-হেঃ-হেঃ!

মিনহাজ। না জনাব। হাসার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে। আমি আজ স্তম্ভিত। শুধু বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে শপথ করছি—আমি যে বেইমান নই, তার প্রমাণ দেব গুজরাটের যুদ্ধ ক্ষেত্রে।

রোশেনা। আবার যুদ্ধ?

মিনহাজ। হ্যাঁ, আবার যুদ্ধ! গুজরাট হত্যার অপরাধে নির্দোষ হলেও তাদের দম্ভ আর আপনার প্রতি অসম্মানজনক ভাষাকে আমি সহ্য করতে পারিনি হজরৎ।

রোশেনা। কি বলেছে গুজরাট?

মিনহাজ। সন্ধির প্রস্তাবের উত্তরে গুজরাটের মহারাণী সদম্ভে বলেছেন, সন্ধি সে করতে পারে যদি—

উভয়ে। যদি?

মিনহাজ। যদি সুলতান মামুদ স্বয়ং নতজানু হয়ে তাদের কাছে ক্ষমা চায়।

মামুদ। মিনহাজ—মিনহাজ। মেরা হাতিয়ার, মেরা হাতিয়ার!

মিনহাজ। জনাব। জাঁহাপনা!

রোশেনা। এত দম্ভ একটা সামান্য নারীর?

মামুদ। নারী নয়, নারী নয় কন্যা; এ বিষধরী নাগিনী। আমার সর্বাংগে সে দংশন করেছে। দেখ, দেখ কন্যা বিষের জ্বালায় আমার সর্বাংগ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

উভয়ে। শান্ত হোন—শান্ত হোন।

মামুদ। হবো—হবো, শান্ত হবো। কবে জান? যেদিন সমস্ত গুজরাটকে আমি কবর গাহে পরিণত করতে পারবো, যেদিন ওই সোমনাথের মন্দির আরব সাগরে ডুবিয়ে দিতে পারবো, যেদিন ওই দাম্ভিকা নারীর চোখের জলে আমার সর্বাংগ ধুয়ে দিতে পারবো, সেইদিন—সেইদিন আমি শান্ত হবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রোশেনা। আব্বা!

মিনহাজ। জনাব!

মামুদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! জেগেছে—জেগেছে, মানুষ মামুদকে চাপা দিয়ে রাক্ষস মামুদ জেগেছে। হুঁসিয়ার হিন্দুস্থান—হুঁসিয়ার। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

[মিনহাজ ও রোশেনারা কয়েক মুহূর্ত মামুদের গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল। ঘটনায় আকস্মিকতায় ও মামুদের উত্তেজনায় তারা কিছুটা হতভম্ব। রোশেনারা এতক্ষণে নীরবতা ভংগ করিলেন]

রোশেনা। [হাল্কা সুরে] কি মিঞা, হলতো?

মিনহাজ। কি?

রোশেনা। কাম হাসিল?

মিনহাজ। [চিন্তাযুক্ত স্বরে] তা তো হলো?

রোশেনা। আবার 'তা তো' কেন? কাম হাসিল হয়েছে, এখন আল্লা আল্লা বল।

মিনহাজ। সে তো নিশ্চয়। কিন্তু জনাব যে চলে গেলেন?

রোশেনা। যাক না! আসল জিনিস তো রয়েই গেল।

মিনহাজ। রোশেনা!

রোশেনা। উঃ!

মিনহাজ। আমি ভাবছি—

রোশেনা। এখনো ভাবনা?

মিনহাজ। না ভেবে যে পারি না। তার সেই মুখখানি যে আমি কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছি না।

রোশেনা। এই সেরেছে। এ যে একেবারে মজনু মজনু ভাব!

মিনহাজ। রোশেনা!

রোশেনা। বল না—বল না মিঞা, আমার এই চাঁদবদন রেখে কার প্যাঁচা বদন ধ্যান করছ।

মিনহাজ। আমি ভাবছি দৃপ্ত তেজোময়ী মহারাণীর কথা।

রোশেনা। হায়! হায়! শেষ পর্যন্ত মহারাণী! রাজকন্যা নয়, রাজবধূ নয়, একেবারে ধুমসী মহারাণী!

মিনহাজ। রোশেনা!

রোশেনা। তবে হ্যাঁ, তোমার পছন্দের তারিফ করতে হয়। সাহীবাজার থেকে এলেও নজর তোমার ঠিক উঁচুতেই আছে।

মিনহাজ। তাই তো তোমাকে পেলাম।

রোশেনা। আরে বাপু, আমি তো ফাউ। আসল তো মহারাণী।

মিনহাজ। ছিঃ রোশেনারা। তিনি আমাদের রহস্যের পাত্রী নন। তিনি যে মাতৃতুল্যা!

রোশেনা। মাতৃতুল্যা?

মিনহাজ। হ্যাঁ! তার কাছেই আমি সবচেয়ে বেশী অপমানিত হয়ে এসেছি। অথচ আশ্চর্য রোশেনারা, একমাত্র তাকেই দিয়ে এসেছি সশ্রদ্ধ সেলাম।

রোশেনা। এমন মানুষ সে?

মিনহাজ। বুঝি তুলনা হয় না। রূপে গর্বে তেজে সে এক অপূর্ব মূর্তি। হিন্দুদের অসুর-দলনী দেবী দুর্গার কথা শুনেছিলাম—এবার প্রত্যক্ষ করে এলাম গুজরাটের রাজসভায়।

রোশেনা। তোমরা পুরুষ জাতটাই এমনি!

মিনহাজ। কেন? কেন? পুরুষ জাত আবার এলো কেন?

রোশেনা। আসবে না? যাঁকে তুমি এত বড় মনে কর—কোন্ আক্কেলে তারই বিরুদ্ধে আব্বাজানকে ক্ষেপিয়ে দিলে? সুলতান মামুদকে কি চেন না?

মিনহাজ। চিনি বলেই তো চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

রোশেনা। এখন আর চিন্তা করে লাভ কি? চিন্তা করা উচিত ছিল আগে।

মিনহাজ। প্রভুর অসম্মান আমি সহ্য করতে পারি না রোশেনা। তাইতো উত্তেজনায় যুদ্ধের আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছি। মানুষ সুলতান মামুদকে হিংস্র রাক্ষসে পরিণত করেছি।

রোশেনা। পুরুষ জাতটাই অমনি হিংসুটে। মেয়েদের একটু উঁচু কথা প্রভুদের সয় না। অথচ তারা কিন্তু রাতদিন মেয়েদের ওপর বড় বড় বোলচাল ঝাড়ছেন।

মিনহাজ। বোশেনা!

রোশেনা। থাক মিঞা, থাক। ক্যাবলাকান্তের মতো বসে না থেকে আগে চল আব্বাজানের কাছে।

মিনহাজ। কি হবে?

রোশেনা। আর কিছু না হোক, হিন্দুস্থানে যাবার অনুমতি আমি আদায় করে নেব।

মিনহাজ। তুমি হিন্দুস্থানে যাবে?

রোশেনা। হ্যাঁ, যাবো। যে ভুল তুমি করেছ, আমরা দুজনে মিলে সেই মহীয়সী নারীকে রক্ষা করে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো।

মিনহাজ। কিন্তু সেটা যে যুদ্ধক্ষেত্র। তুমি আউরৎ—

রোশেনা। আর তুমি মরদানা। [তরবারি খুলিয়া] আ-যাও—আ-যাও, একহাত হয়ে যাক। দেখি আউরৎ হারে না মরদানা হারে। আ-যাও।

মিনহাজ। ওরে বাপরে বাপ! আর দেখতে হবে না। দুনিয়া পয়দা হবার পর থেকেই আউরৎ জিতে এসেছে, আর মরদানা সব হেরে গিয়ে তাকে সেলাম—সেলাম দিয়ে এসেছে।

[সেলাম করিল। রোশেনারা তার হাত ধরিয়া সোজা করিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। উভয়ে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিল]

রোশেনা। তব খাড়া হও জোয়ান। মেরা হুকুম, মেরা সাথ সাথ হিন্দুস্থান চলো।

মিনহাজ। যো হুকুম হুজরাইন। তস্‌লিম্ আরজ!

[মিনহাজ ঈষৎ নীচু হইয়া সম্মুখে নির্দেশ করিল। রোশেনারা গম্ভীর ভাবে মিলিটারী কায়দায় বাহির হইয়া গেল। পশ্চাতে তরবারি কাঁধে দেহরক্ষীর ভূমিকায় মিনহাজের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

প্রাসাদ মধ্যস্থ উদ্যান। কুমুদ ও মহামায়ার প্রবেশ। উভয়ের হস্তে মুক্ত তরবারি।

মহামায়া। শক্ত মুঠোয় অস্ত্র ধর কুমুদ। শত্রু দ্বারদেশে। তাকে রুখ্‌তে হবে।

কুমুদ। তাই বলে মায়ের সংগে যুদ্ধ?

মহামায়া। মায়ের কাছেই ছেলের প্রথম পাঠ। নে—আমার আঘাত প্রতিহত কর। [অস্ত্রে অস্ত্রে আঘাত ও প্রতিঘাত সুরু হইল। কিছুক্ষণ পরে]

কুমুদ। আমি যে আর পাচ্ছি না মা। তোমার প্রচণ্ড আক্রমণে হাত যে আমার শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

মহামায়া। মায়ের আক্রমণেই এত দুর্বল! শত্রুর আক্রমণ রুখবি কি করে?

কুমুদ। তার জন্য সেনাপতি আছে; অলকদা আছে! আমি কেন?

মহামায়া। আমি কেন? রাজ্যটা কি সেনাপতির, না তোর অলকদার?

কুমুদ। রাজ্য আমি চাই না মা।

মহামায়া। তা চাইবে কেন? যেমন ভীরু বাপ, তেমনি কাপুরুষ তাঁর পুত্র!

কুমুদ। বাবাকে তোমরা চিনতে পারনি মা। দেশের অসংখ্য নরনারীর কথা চিন্তা করে নিজের মাথা যে শত্রুর তরবারির তলায় এগিয়ে দেয়—তাঁকে আর যাই বলো ভীরু বলো না মা, ভীরু বলো না।

মহামায়া। থাক্ থাক্। বাপের জন্য আর গলাবাজি করতে হবে না। হিন্দুস্থানটা এইসব ক্লীব মহত্বের সেবা করেই যুগ যুগ বিদেশীর হাতে মার খাচ্ছে।

কুমদ। মা!

মহামায়া। কথা নয়, আত্মরক্ষা কর।

[প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ। কুমুদ সে বেগ সামলাতে পারিতেছে না, এক আধটুকু জখমও হইল]

কুমুদ। [আর্তকণ্ঠে] মা!

মহামায়া। কথা নয়—যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর।

কুমুদ। আমি পারবো না! [অস্ত্র ফেলিয়া দিল]

মহামায়া। কাপুরুষ! [এক চড় মারিল]

দ্রুত ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। রাণী!

কুমুদ। বাবা! [জড়াইয়া ধরিল]

ভীমসিংহ। ছিঃ রাণী! দুধের বাচ্চাটাকে তুমি মারলে?

মহামায়া। হ্যাঁ, মেরেছি। কেন মেরেছি, তুমি তা বুঝবে না।

কুমুদ। মা!

মহামায়া। সমুদ্র পথে রণতরী ভাসিয়ে শত্রু এসে গুজরাটের উপকণ্ঠে কচ্ছ এলাকার রাণ অঞ্চলে ঘাঁটি করে বসেছে। এ সময়

দেশের সবাই যদি সর্বশক্তি নিয়ে শত্রুকে আঘাত না করি, তবে এ দেশের কিছুতেই রক্ষা নেই।

ভীমসিংহ। তাই বলে শিশু কুমুদকেও যুদ্ধ করতে হবে?

মহামায়া। হবে। দেশের এই সংকটে শিশু বৃদ্ধ যুবা নরনারী কোন বিচার নেই। সবাইকে অস্ত্র হাতে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।

কুমুদ। কিন্তু আমি যে যুদ্ধ জানি না।

মহামায়া। জানতে হবে। ধর্ অস্ত্র।

ভীমসিংহ। থাক্ রাণী, থাক্। শিশুর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তার মরণের পথটা আর পরিষ্কার করে দিও না।

মহামায়া। এই ভুলে—এই ভুলেই হিন্দুস্থানটা রসাতলে গেল।

কুমুদ। মা!

মহামায়া। শোন হতভাগা ছেলে, বিয়ের আগে একবার বাবার সংগে মুসলমানের রাজ্য মুলতানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে কি দেখে এসেছি জানিস?

কুমুদ। কি মা?

মহামায়া। দেখেছি, তোর চেয়েও ছোট ছোট মুসলমান বালকেরা হাতিয়ার নিয়ে কসরৎ করে, মহরমের মিছিলে কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় করে জখম হয়।

ভীমসিংহ। ও জাতটাই এমনি বর্বর।

মহামায়া। না। ওরাই বীরের জাত। তাই যে বয়সে হিন্দুর ছেলেরা ননীগোপাল সেজে ঘরে বসে দুধ ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করে—সেই বয়সে মুছলমানের বাচ্চারা হাতিয়ার নিয়ে দুষমনের ওপর লাফিয়ে পড়ে।

ভীমসিংহ। রাণী!

মহামায়া। আর সেইজন্যই কোটি কোটি হিন্দু আমরা—চিরকাল ঘর সামলাতেই আমাদের দিন গেল, আর মুষ্টিমেয় মুসলমানেরা সারা দুনিয়ায় বিজয় নিশান উড়িয়ে দিলে।

ভীমসিংহ। শত্রুর প্রশংসায় তুমি দেখছি পঞ্চমুখ।

মহামায়া। সেটা দোষের নয়। বরং হিন্দুদের মজ্জাগত দোষ শত্রুর শক্তিকে বড় করে না দেখে ছোট করে দেখা।

ভীমসিংহ। তোমার ধরণ ধারণাই আলাদা।

মহামায়া। তাই তো রাজা থাকতেও রাণীকে আজ যুদ্ধ পরিচালনা করতে হচ্ছে।

কুমুদ। মা!

মহামায়া। মা বলে ডেকে রেহাই পাবি না। যুদ্ধে তোকে যেতেই হবে।

ভীমসিংহ। রাণী!

মহামায়া। যাও রাজা—যাও। আমার কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে মন্দিরে বসে দুর্গানাম জপ করগে।

ভীমসিংহ। দুর্গানাম জপ করার সুযোগ আর পেলাম কই রাণী? প্রজাদের চিন্তাতেই যে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি।

মহামায়া। তবু রক্ষে, রাজার চেতনা হয়েছে। চল—চল কুমুদ, যুদ্ধে যাবি চল।

ভীমসিংহ। না-না, যুদ্ধে ও যাবে না। যুদ্ধে কেউ যাবে না।

মহামায়া। তার মানে?

ভীমসিংহ। আমি এখনই দূত পাঠিয়ে শত্রুর সংগে সন্ধি করবো।

মহামায়া। কেন? মরার ভয়ে কাতর হয়ে পড়েছ?

ভীমসিংহ। মরার ভয়! হাঃ-হাঃ-হাঃ! রাণী! মৃত্যুর সিংহদ্বারে যে এসে পড়েছে, মৃত্যুর সমস্ত পরোয়ানা যার দেহে জরা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, মৃত্যুকে সে আর ভয় করে না।

মহামায়া। তবে?

ভীমসিংহ। নিশ্চিত পরাজয় জেনে দেশটাকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দিতে আমি পারবো না রাণী। তাতে যদি ইতিহাস আমাকে ভীরু কাপুরুষ বলে চিহ্নিত করে রাখে রাখুক। আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। [গমনোদ্যত]

মহামায়া। দাঁড়াও!

ভীমসিংহ। না। তোমার কোন কথা আর আমি মানবো না। আমি এখনই দূত পাঠাবো।

মহামায়া। কেউ যাবে না।

কুমুদ। কেউ যাবে না? রাজার কথা কেউ শুনবে না?

মহামায়া। না। জরুরী প্রয়োজনে রাজ্যের সমস্ত সামরিক শক্তি আজ আমার অধীন। তোমার পিতার হুকুমে গুজরাটের একটি লোকও পরিচালিত হবে না।

ভীমসিংহ। না হোক। কাউকে আমার চাই না। আমার পুত্রাধিক প্রিয় প্রজাদের মংগলের জন্য আমি নিজে এখনই শত্রু-শিবিরে যাত্রা করবো।

মহামায়া। যেতে পাবে না।

ভীমসিংহ। রাণী!

মহামায়া। প্রাসাদ সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত। আমার হুকুম ছাড়া কেউ তোমাকে বাইরে যেতে দেবে না।

ভীমসিংহ। তাহলে কি বুঝবো আমার রাজ্যে আমারই প্রাসাদে আজ আমি বন্দী?

মহামায়া। হ্যাঁ বন্দী। তবে সসম্মানে রাজকীয় মর্যাদায়।

কুমুদ। এ তুমি কি বলছ মা? বাবার রাজ্য বাবার প্রাসাদ অথচ বাবা আজ—

ভীমসিংহ। কেউ নই। কেউ নই। ওবে কুমুদ, এ রাজ্যে আমি আজ কেউ নই।

মহামায়া। তুমিই সব। যত দিন যুদ্ধ শেষ না হয় আমি শুধু ততদিন।

ভীমসিংহ। রাণী!

মহামায়া। [পদতলে বসিয়া] অপরাধ নিও না স্বামী। পর্যদস্ত হিন্দুস্থানের বুকে আমি একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে যেতে চাই। যদি বাঁচি, আমার এ অপরাধের যোগ্য শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব।

ভীমসিংহ। রাণী!

মহামায়া। [পদধূলি মাথায় লইয়া] আর—আর যদি তোমার এই পদধূলি মাথায় নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হয়, তবে ওগো আমার ইহকাল পরকালের দেবতা! আমার মনের অবস্থা বিবেচনা করে পতি অসম্মান-কারিণীকে তুমি ক্ষমা করো, ক্ষমা করো।

[প্রস্থান।

কুমুদ। মা, মা, কথা শোন—কথা শোন।

ভীমসিংহ। শুনবে না শুনবে না রে কুমুদ, ও কারো কথা আজ শুনবে না। নির্জীব এই হিন্দুস্থানের বুকে ও যেন আত্মাশক্তির একবিন্দু তেজ ঠিকরে এসে গুজরাটে পড়েছে।

কুমুদ। বাবা!

ভীমসিংহ। আহত আক্রোশে যখনই ওকে দণ্ড দিতে যাই, তখন যেন আমার চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে অসুরনাশিনীর সেই অপূর্ব মূর্তি।

কুমুদ। বাবা!

ভীমসিংহ। [ভাবাবিষ্ট] অতসী পুষ্পবর্ণাভাং
সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণ ভূষিতাম্॥
সুচারু দশনাং তদ্বৎ পীনোন্নত পয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্॥

[চোখে জল। কুমুদ জড়াইয়া ধরিল।]

কুমুদ। বাবা! বাবা! হিন্দুস্থানের এই সংকট কোনদিনই কি দূর হবে না?

ভীমসিংহ। মানুষের কি সাধ্য বাবা। সংকটে যদি উদ্ধার পেতে চাও—তাহলে সংকটতারিণী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে স্মরণ কর।

কুমুদ।—

গীত।

জয় দুর্গা জননী দুর্গতিনাশিনী,
কুরু কৃপা দেবী দুর্গতে,
জয় দুর্গা……।
যোগাদ্যা যোগেশ-জায়া এলোকেশী মহামায়া,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে।
জয় দুর্গা ……।

ঈশ্বরমীশ্বরী দেবী শুভঙ্করী, চরণে দলিত রিপুদল বৈরী,
তেজ সিংহারূঢ়া বরাভয় করা শুভদে বরদে নমোস্তুতে।
জয় দুর্গা জয় দুর্গা জয় দুর্গা।

ভীমসিংহ। [দুচোখে জল] চমৎকার কুমুদ, চমৎকার! চল বাবা, মন্দিরে বসে আমরা মাকে ডাকিগে।

কুমুদ। না বাবা, আমি যুদ্ধে যাব।

ভীমসিংহ। যুদ্ধে যাবি কিরে! তুই কি যুদ্ধ জানিস?

কুমুদ। না জানি—মরতে তো পারবো।

ভীমসিংহ। কুমুদ!

কুমুদ। কিছুক্ষণ আগে মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করে মা আমাকে ইংগিত করে গেল। তুমি দেখে নিও বাবা, যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দিয়েও আমি প্রমাণ করে যাব হিন্দু ছেলের সবাই ননী-গোপাল নয়।

[প্রস্থান।

ভীমসিংহ। শুনলে না, শুনলে না—এরা কেউ আমার কথা শুনলে না। নিজেদের মর্যাদার কথাটাই এদের কাছে বড় হলো—আমার দুঃখী প্রজাদের কথা কেউ ভাবলে না গো—কেউ ভাবলে না। [প্রস্থান।

গুলবাহার ও শতদলের প্রবেশ। গুলবাহারের কাঁধে একটা ঝোলা। তাহাতে কতকগুলি ছোরা।

গুলবাহার। কেউ ভাবে না, কেউ ভাবে না। বুঝলে রাজকুমারী, যার কথা সে না ভাবলে অন্যে কোনদিনই ভাবে না।

শতদল। ঠিকই বলেছ। নিজের ভবিষৎ নিজে না ভেবে

অন্যের ওপর নির্ভর করলে তার ফল কোনদিনই ভাল হয় না, হতে পারে না। যেমন ভাল হয় না পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলির।

গুলবাহার। আর সেই জন্যেই তো হিন্দুস্থানের এত দুর্দশা। যে ইচ্ছা এসে চড়টা-চাপড়টা মেরে যাচ্ছে।

শতদল। একথাটা বুঝেই বোধ হয় মা সারারাজ্যে আদেশ দিয়েছেন প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সশস্ত্র হতে, প্রত্যেকটি গৃহকে এক একটি দুর্গ তৈরী করতে।

গুলবাহার। মহারাণী মা মেয়ে হলেও পুরুষের বাবা। যে ভাবে এই অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত গুজরাটকে অস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে তুলেছে, ও কোন পুরুষের চোদ্দ পুরুষ এলেও পারতো না।

শতদল। অবশ্য এর সঙ্গে প্রধান ভাবে যুক্ত আছেন ঐ বিদেশী ভদ্রলোক।

গুলবাহার। খাঁটি সত্য। আমি তো দেখেছি বিদেশী হলেও এই গুজরাটের জন্য মানুষটার কি দরদ! রাত্রি নেই, দিন নেই, একেবারে টো-টো করে ঘরে ধরে ঘুরছে—আর সাধারণ মানুষগুলোকে যুদ্ধ শেখাচ্ছে। হ্যাঁ রাজকুমারী, গুজরাটের জন্য ওর এত দরদ কেন?

শতদল। কি করে বলবো ভাই। মা ছাড়া তো মেয়েদের সংগে ভাল করে কথাই বলে না।

গুলবাহার। তোমার সংগেও না?

শতদল। তা প্রায় না'ই বল্লে চলে।

গুলবাহার। অর্থাৎ ক্বচিৎ কদাচিৎ কখনও কখনও। তাই না?

শতদল। [হাসিয়া] হ্যাঁ, প্রায় তাই-ই।

গুলবাহার। আমার কি মনে হয় জান?

শতদল। কি?

গুলবাহার। লোকটা মনে মনে ভীষণ ভাবে তোমার প্রেমে পড়ে গেছে।

শতদল। ধ্যেৎ! যে নারীবিদ্বেষী······

গুলবাহার। রেখে দাও তোমার নারী বিদ্বেষ। তোমার যা রূপ রাজকুমারী, তাতে পুরুষ তো' ছাড়, মেয়ে মানুষ্ আমি—আমারই কেমন ইয়ে ইয়ে হচ্ছে।

শতদল। তোমার ইয়ে ইয়ে হলে হবে কি? যার হওয়া উচিত—

গুলবাহার। তারও হবে। ভাই, একটু একটু ধৈর্য ধর। হলো বলে।

শতদল। তবে হ্যাঁ। লোকটার গুণ কিন্তু অনেক।

গুলবাহার। সে তোমার চোখ মখ দেখেই বুঝতে পারছি।

শতদল। তাই নাকি?

গুলবাহার। হুঁঃ! [সুরে] সখিরে,

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে

গুণ মন ভোর।

প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে

প্রতি অঙ্গ মোর॥

শতদল। কি সর্বনাশ! মুসলমানীর মুখে কেত্তন। পাপ হবে না?

গুলবাহার। হলেই বা করবো কি? রক্তটা যে হিন্দুর। হাজার আল্লা আল্লা করলেও মনটা ঠিক মন্দিরেই ছুটে যায়।

শতদল। নিষ্ঠুর—অবিবেচক এই হিন্দুসমাজ।

গুলবাহার। পাষণ্ড বর্বর এই মুসলমানের দল।

শতদল। মুসলমান হয়ে তুমি মুসলমানের নিন্দা করছ।

গুলবাহার। খাঁটি মুসলমানকে আমি কেন—সারা জাহান সেলাম করে। কিন্তু মুসলমানের ভেক নিয়ে যে শয়তানেরা লুণ্ঠন আর নারী ধর্ষণ করে সুযোগ পেলে, আমি তাদের মুখে পয়জার মারি।

শতদল। গুলবাহার ভাই! দুনিয়ার সব মুসলমান যদি তোমার মতো হতো—

গুলবাহার। হবে না জেনেই মহারাণী মা, আমার ঝোলায় এই অস্ত্রগুলো ভরে দিয়েছেন। [কতকগুলো ছোরা প্রদর্শন]

শতদল। কি সর্বনাশ! অতগুলো ছোরা দিয়ে করবে কি?

গুলবাহার। দেশের সমস্ত মেয়েদের হাতে একটা একটা করে তুলে দেব।

শতদল। তাতে লাভ?

গুলবাহার। বর্বরের আক্রমণে বিপন্ন হলে হয় শত্রুর বুকে বসিয়ে দেবে, না হয় নিজে মরে ইজ্জৎ রক্ষা করবে।

শতদল। সাবাস।

গুলবাহার। আচ্ছা এবার তাহলে আসি। কিন্তু সাদীর দাওয়াৎ যেন পাই।

[প্রস্থান।

শতদল।— গীত।

সেদিন কবে হবে মোর।
যেদিন মাধবী সন্ধ্যায় আসিবে আমার অভিসারে মনোচোর।
পাষাণের পায়ে গৌরী সম দিতেছি কুসুম দল,
জাগিবে কি মোর পাষাণ দেবতা হাসি খুশী ঝলমল?
আমার ভুবনে উঠিবে কি চাঁদ নাশিয়া আঁধার ঘোর।

নেপথ্যে সূর্যসিংহ। না না, কোন কথা আমি শুনবো না। আজ আমি এর একটা চরম মীমাংসা চাই।

নেপথ্যে অলক। তুমি বৃথাই উত্তেজিত হচ্ছ সেনাপতি।

শতদল। একি! সেনাপতি আর অলকনাথ। এদিকেই আসছে। দেখি লুকিয়ে ব্যাপারটা কি। [রাজকুমারীর অন্তরালে গমন।]

বিবাদমান সূর্যসিংহ ও অলকনাথের প্রবেশ।

অলক। সূর্যসিংহ! বিশ্বাস কর।

সূর্যসিংহ। না। কোন কথায় আমি ভুলবো না। আমার সাফ জবাব—এই পৃথিবীতে রাজকুমারী শতদলের দুজন প্রণয়ী থাকতে পারে না।

অলক। প্রণয়? নারীকে? হাঃ-হাঃ-হাঃ। নাঃ সেনাপতি, রাজকন্যার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। বরং আমি তাকে হয়তো—হয়তো ঘৃণা করি।

সূর্যসিংহ। কেন?

অলক। সে কথা শুনলে তুমি শিউরে উঠবে। নারীর সে পরিচয় জানলে তুমি হয়তো নারীর ছায়াও মাড়াবে না।

সূর্যসিংহ। অলকনাথ।

অলক। আত্মকলহে শক্তিক্ষয় করার সময় এখন নয়। তাই যা কাউকে বলিনি—তোমার সন্দেহ নিরসনের জন্য আমি তোমাকে তাই বলবো।

সূর্যসিংহ। বল, শুনি তোমার তিক্ত অভিজ্ঞতা।

অলক। তিক্ত নয়, বল বিষাক্ত। আমি তখন গুরুগৃহে, শস্ত্র-গুরু বয়সে প্রবীণ কিন্তু ব্যবহারে কঠিন। তাঁর নির্মম শাসনে মন

যখন হাঁপিয়ে উঠতো তখন তরুণী গুরুমার সস্নেহ আদর যত্নে মনের সমস্ত গ্লানি দূর হয়ে যেতো।

সূর্যসিংহ। প্রবীণের নবীনা স্ত্রী কেন?

অলক। গুরুদেব অধিক বয়সে পাণি গ্রহণ করেছিলেন। একদিন গভীর রাত্রে নিশ্চিন্তে একান্তে যখন ঘুমুচ্ছিলাম—তখন হঠাৎ মানুষের স্পর্শে ঘুম গেল ভেঙে। জেগে দেখি—

সূর্যসিংহ। কি?

অলক। সম্মুখে অপরূপা সুন্দরী এক বিষধরী।

সূর্যসিংহ। বিষধরী?

অলক। হ্যাঁ, বিষধরী! সমাজে সংসারে যাঁর সতীত্বের জয়গাঁথা শতকণ্ঠে মুখরিত, সেই গুরুমা।

সূর্যসিংহ। গুরুমা!

অলক। আমি তাই জানতাম, তাই ডাকতাম, কিন্তু নীরব নিশীথের অস্পষ্ট আলোকে গুরুমার মূর্তি দেখে আমি শিউরে উঠলাম। মুহূর্তে জড়িয়ে ধরলো সেই নারী তার দুটি বাহু দিয়ে ঠিক নাগিনীর মতো। শত অনুনয়ে শত মাতৃ-সম্বোধনেও যখন মুক্ত হতে পারলাম না, তখন বলপ্রয়োগ করে তাকে আমি কঠিন ভূমিতলে নিক্ষেপ করলাম।

সূর্যসিংহ। অলকনাথ!

অলক। কঠিন মৃত্তিকায় আহত হয়ে সেই নারী ঠিক নাগিনীর মতোই ফণা তুলে আমাকে বল্লে—এত স্পর্দ্ধা! তুমি আমার ভালবাসাকে আঘাত করলে, আমি এর প্রতিশোধ নেব।

সূর্যসিংহ। প্রতিশোধ?

অলক। হ্যাঁ, প্রতিশোধ। মুহূর্তে চীৎকার করে উঠলো সেই

বিষধরী। জেগে উঠলো সমস্ত ঘুমন্ত বাড়ী। সবাই জানলো অলকনাথ লম্পট, ব্যভিচারী, গুরুপত্নীর ধর্মনাশে উদ্যত।

সূর্যসিংহ। এতবড় মিথ্যা?

অলক। সেই মিথ্যারই জয় হলো! রাজার বিচারে রাজ্য থেকে নির্বাসিত হলাম।

সূর্যসিংহ। আশ্চর্য!

অলক। সেই থেকে—সেই থেকে সেনাপতি, নারীজাতের ওপর বিজাতীয় ঘৃণা আর অপরিসীম অবিশ্বাস নিয়ে পৃথিবীর বুকে যাযাবরের মতো নিজেকে ছড়িয়ে দিলাম।

সূর্যসিংহ। তোমার দুঃখে আমি সমবেদনা জানাচ্ছি।

অলক। না-না। কারো সমবেদনা—কারো অনুগ্রহ আমার সহ্য হয় না। যদি পার, আজ থেকে নারীর দিকে ফিরে তাকিও না। ওরা সব পারে। হাসতে হাসতে মানুষের বুকে ছুরিও বসাতে পারে।

সূর্যসিংহ। সব নারীই সমান নয়। পৃথিবীতে যেমন বিষধরী আছে—তেমনি অমৃতসঞ্চারী নারীও আছে।

অলক। বিশ্বাস করি না।

সূর্যসিংহ। তুমি হতভাগা। জীবনে শুধু বিষের জ্বালাই পেলে, অমৃতের আস্বাদন হলো না।

অলক। চাই না—চাই না আমি অমৃতের আস্বাদন।

সূর্যসিংহ। কিন্তু অমৃত তোমাকে চায়।

অলক। সূর্যসিংহ!

সূর্যসিংহ। তুমি বর্তমানে শতদলকে আমি কোনদিনই পাব না; তাই আমি চাই যুদ্ধ করে তোমায় হত্যা করতে।

অলক। হত্যাই যদি তোমার চরম ইচ্ছা, তবে পেছনে থেকে ছুরি চালালেই পারতে।

সূর্যসিংহ। তাই চালাতাম। কিন্তু বাধা হলো আমার সংস্কার— আমার পিতৃ-পিতামহের পবিত্র রক্ত।

অলক। সেনাপতি!

সূর্যসিংহ। কথা নয়—অস্ত্র ধর।

অলক। অসম্ভব।

সূর্যসিংহ। তাহলে এই মুহূর্তে গুজরাট ত্যাগ কর।

অলক। তাও যে পারি না।

সূর্যসিংহ। কেন? গুজরাট তোমার কে?

অলক। কেউ না। তবে যাকে আশ্বাস দিয়েছি, প্রাণ থাকতে এই সংকটের মুখে ত্যাগ করতে তাকে পারি না।

সূর্যসিংহ। তাহলে অস্ত্র ধর।

অলক। না। এ সময় গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া চলে না।

সূর্যসিংহ। অলকনাথ!

অলক। তুমি উত্তেজিত। বিশ্রাম কর। আমি যাই।

[গমনোদ্যত]

সূর্যসিংহ। যুদ্ধ করবে না?

অলক। না।

সূর্যসিংহ। কাপুরুষ।

অলক। সূর্যসিংহ!

সূর্যসিংহ। শুধু কাপুরুষ নও, তোমার জন্মও কলংকিত।

অলক। হুঁসিয়ার সেনাপতি। [আক্রমণ]

সূর্যসিংহ। সাবাস অলকনাথ। [সবেগে আক্রমণ করিল]

দ্রুত শতদলের প্রবেশ।

শতদল। নিবৃত্ত হও। নিবৃত্ত হও।

উভয়ে। রাজকন্যা।

শতদল। ছিঃ-ছিঃ। গৃহদ্বারে যখন শত্রু এসে হানা দিচ্ছে—সেই সময় তুচ্ছ একটা নারীর লালসায় তোমরা গৃহযুদ্ধে মত্ত। ছিঃ! নামাও—নামাও অস্ত্র।

অলক। আমি অস্ত্র নমিত করেছি।

সূর্যসিংহ। কোন মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আমি নিবৃত্ত হতে পারি না।

শতদল। কিসের মীমাংসা? কেন যুদ্ধ? কি লাভ হবে এতে—যদি আমার সম্মতি না পাও?

উভয়ে। রাজকুমারী।

শতদল। আমি যদি কাউকে বরণ না করি, কার সাধ্য আমাকে লাভ করে।

অলক। কোন নারীকে লাভ করতে অলকনাথ বিন্দুমাত্র উৎসুক নয়।

শতদল। তবে যুদ্ধ কেন?

সূর্যসিংহ। তোমার জন্য। আমি জানি অলকনাথকে তুমি ভালবাস। তাই আমি চাই—ওকে হত্যা করে নিষ্কণ্টক হতে।

শতদল। মূর্খ তুমি। সারা পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করলেও আমার অনিচ্ছা। আমাকে তুমি কোন দিনই পাবে না। মনে রেখো, আমি প্রাণহীন আসবাবপত্র নই যে ইচ্ছা করলেই যে-কেউ আমাকে লাভ করতে পারে।

উভয়ে। রাজকুমারী!

শতদল। তাই আমার অনুরোধ, তোমরা পরস্পরে হিংসা পরিত্যাগ করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ কর। ভগবান সোমনাথের নামে আমি প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি—এই যুদ্ধে যে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখাবে, যুদ্ধশেষে তাকেই আমি বিবাহ করবো।

[প্রস্থান।

সূর্যসিংহ। অলকনাথ!

অলক। কোন চিন্তা নেই সেনাপতি। যুদ্ধশেষে যদি বেঁচে থাকি তবে নিঃশব্দে সবার অজ্ঞাতে আমি গুজরাট ত্যাগ করে যাব কেউ কোনদিন আমার সন্ধান পাবে না।

মুসলমানবেশী বীরোচনের প্রবেশ।

বীরোচন। কিন্তু আমি পেয়েছি।

সূর্যসিংহ। কে?

অলক। একি। প্রাসাদে মুসলমান! [অস্ত্রে হাত দিল]

বিরোচন। [দাড়ি খুলিয়া] বর্তমানে মুসলমান অতীতের ব্রাহ্মণ।

অলক। বিরোচন ঠাকুর! তোমার এই ছদ্মবেশ?

বিরোচন। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ। আমার পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যই একটা মুসলমান-সৈন্যকে হত্যা করে তার পোষাক পরে মুসলমান সেজেছি।

সূর্যসিংহ। ঠাকুর!

বিরোচন। ঠাকুর নই আলীমর্দান খাঁ। সুলতান মামুদের মিত্রবেশী শত্রু। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

অলক। কি চাও?

বিরোচন। কিছু না। একটা মূল্যবান সংবাদ দিতে এসেছি।

সূর্যসিংহ। কি ?

বিরোচন। কাল প্রভাতে সুলতান মামুদ সেনাবাহিনীকে দু'ভাগ করে একসঙ্গে প্রাসাদ আর সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করবে। হুঁসিয়ার। [গমনোদ্যত]

অলক। তুমি কোথায় চল্লে ?

বিরোচন। মামুদের শিবিরে—সুযোগের সন্ধানে।

সূর্যসিংহ। সুযোগ ?

বিরোচন। হঁ্যা, সুযোগ। আমার সুষেনের আত্মার তৃপ্ত্যর্থে প্রথম সুযোগেই সুলতান মামুদের রণতরিতে আমি বহ্নুৎসব সুরু করবো। আগুনের লেলিহান শিখায় আমার সুষেনের আত্মা মহাশূন্যে থেকে মহানন্দে খল খল করে হেসে উঠবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

সূর্যসিংহ। প্রতিহিংসাক্ষিপ্ত ব্রাহ্মণ আজ কি ভয়ংকর !

অলক। হয়তো এই ক্ষিপ্ত ব্রাহ্মণই হবে সুলতান মামুদের চরম সর্বনাশের কারণ।

সূর্যসিংহ। সর্বনাশ আমাদের সম্মুখেও উপস্থিত। তাই আমি চল্লাম ভগবান সোমনাথের মন্দিরে আমার যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা অর্জনে। [প্রস্থান।

অলক। ভাগ্যলক্ষ্মী ! ভাগ্যলক্ষ্মী। কে জানে কি তার রূপ ! কিন্তু অপরূপা এই রাজকন্যা শতদল ! তেজে-গর্বে-রূপে এ যেন বিশ্বের বিস্ময় ! ইচ্ছা হয় হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে···না-না, এ আমি কি বলছি ? আমার বুকে ভালবাসা ! হাঃ-হাঃ-হাঃ ! অসম্ভব ! অসম্ভব !

রুদ্রানন্দের প্রবেশ।

রুদ্রানন্দ। অসম্ভবও সম্ভব হয়
যদি প্রভুর কৃপা হয়।

অলক। কে? কে তুমি সন্ন্যাসী?

রুদ্রানন্দ।—

গীত।

আমি অনুতাপ-তুষানল।
ছিঁড়েছি বাঁধন তবু আঁখি মোর বেদনায় ছলছল॥

অলক। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর চোখেও জল। কেন সন্ন্যাসী, কেন?

রুদ্রানন্দ।—

পূর্ব্বগীতাংশ।

আমি যে দেখেছি দুরন্ত রাহু অকলংক চাঁদ গ্রাসে,
আমি যে শুনেছি স্ফীতোদর পাপ বিকট উল্লাসে হাসে,
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে ফেলিছে নয়নজল॥

অলক। বল—বল সন্ন্যাসী, তুমি কে? তোমার চোখ, তোমার মুখ, তোমার কণ্ঠ আমাকে যেন কোন মরা অতীতে টেনে নিয়ে যায়। বল—বল, তুমি কে?

রুদ্রানন্দ। আমি! হাঃ-হাঃ-হাঃ! আজ নয়—আজ নয়, বলবো সেদিন, যেদিন আকাশে অকলংক চাঁদের উদয় হবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [গমনোদ্যত]

অলক। সন্ন্যাসী!

রুদ্রানন্দ। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার বেটা। ভালবাসার বুকে ছুরি

মারতে' গিয়ে যেন আত্মহত্যা করিস না। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

অলক। [উত্তেজিত] তুমি—তুমি, নিশ্চয় তুমি সেই—না-না, তা কি করে হয়? তা কি করে হয়? ওঃ! ভগবান, আমি কি পাগল হয়ে যাব? বিদ্বেষ আর ভালবাসা, সংশয় আর সমাধান আমাকে যে পাগল করে দিলো—পাগল করে দিলো!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নগর উপকণ্ঠ।

সজোরে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। নেপথ্যে সহস্র হিন্দু-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল "হর হর মহাদেব।" শোনা গেল মুসলমানদের আর্তচীৎকার "পালা—পালা, হিন্দু-শালারা আজ সব ক্ষেপে গেছে, পালা। হিন্দু-রাজকুমারের বেশে সজ্জিত রোশেনারার প্রবেশ। সে সশস্ত্র।

রোশেনা। পালাচ্ছে—গজনীর মহাবীরেরা সব লেজ তুলে পালাচ্ছে। কি প্রচণ্ড বিক্রমে হিন্দুরা আজ যুদ্ধ করছে। মৃত্যু যেন এদের খেলার সামগ্রী। অথচ আব্বাজান বারবার বলেছে হিন্দুস্থানে

নাকি বীর নেই! এরা নাকি ভারী কোমল, খুব ভীতু। এই কি তার নমুনা?

নেপথ্যে। পালা—পালা, আজ কারো নিস্তার নেই, পালা।

রোশেনা। ডুবে গেল—ডুবে গেল! আব্বার সমস্ত গৌরব গুজরাটের সমুদ্রে ডুবে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য! আমার মনে তো দুঃখ হচ্ছে না! বরং হিন্দুস্থানের এই বিজয়ে আমার বুকটা যেন ফুলে ফুলে উঠছে। কেন? কেন এই বিপরীত উল্লাস?

নেপথ্যে ওয়াহেব। ফাটাবো—সব শালাকে ফাটাবো।

রোশেনা। ওরে বাবাঃ! এ যে মারমূর্তি। গা ঢাকা দিয়ে একটু তামাসা দেখা যাক। আমার ভয় কি? আমি তো হিন্দু-রাজকুমার! [অন্তরালে গমন]

একটা খেলনা তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে
বীরদর্পে ওয়াহেবের প্রবেশ।

ওয়াহেব। ফাটাবো—'ফ-এ' আকারে ফাটাবো। যাকে পাব তাকেই ফাটাবো। যাকে না পাব তাকে কি করবো? 'ল-এ' আকারে ল্যাঙ মারবো। কি? বিশ্বাস হলো না বুঝি? আ-যাও—আ-যাও। মরদাকা বাচ্চা কই হ্যায় তো আ-যাও। মেরা নাম রুস্তমে হিন্দ ওয়াহেব-উল-উলুম।

রোশেনারার প্রবেশ।

রোশেনা। ওহে, হালুম হুলুম মিঞা!

ওয়াহেব। কোন শালারে? ওঃ! বাঃ—বাঃ! এ যে দেখছি আধা মরদানা, আধা মাদী।

রোশেনা। সে কি মিঞা! আমি যে পুরোপুরি জোয়ান ছেলে।

ওয়াহেব। উঁহু। তুমি ছেলেও বটে, মেয়েও বটে।

রোশেনা। তোমার চোখই নেই।

ওয়াহেব। ফাটাবো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কানা বল্লে নির্ঘাৎ 'ফ-এ' আকারে ফাটাবো।

রোশেনা। ফাটাবে কেন? হাতে তো তলোয়ার। বল কাটবে।

ওয়াহেব। উঁহুঃ, ফাটবে। কারণ এটা নাটকের তলোয়ার। এতে ফাটে—শুধু ফাটে।

রোশেনা। তাই নাকি! তবে বোকার মতো ঐ ভোঁতা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে এসেছ কেন? কিছুই তো করতে পারবে না।

ওয়াহেব। পারবো না? আ-যাও, আ-যাও। পারি কিনা 'ব-এ' আকারে বুঝে যাও। [আক্রমণে উদ্যত]

রোশেনা। [কৃত্রিম ভয়ে] ওরে বাপরে! ভয় করে যে!

ওয়াহেব। ভয়! 'ভ-এ' আকারে ভয়! কাপুরুষ!

রোশেনা। আমি কোন পুরুষ নই মিঞা!

ওয়াহেব। অর্থাৎ অযাত্রা। যত্তসব। [গমনোদ্যত]

রোশেনা। ও মিঞা! যুদ্ধও জান না, হাতিয়ারও নেই, যুদ্ধে গিয়ে করবে কি?

ওয়াহেব। সব করবো। হ্যান করবো ত্যান করবো। কুছ না মিলে তো মশা মারবো!

[সরোষে প্রস্থান।

রোশেনা। অদ্ভুত মানুষ। একটা হাতিয়ার পর্যন্ত নেই—তবু

যুদ্ধে এসেছে। দুষমনের আক্রমণে জান বাঁচাবে সে কৌশলও বোধ হয় জানা নেই। তবু যুদ্ধে এসেছে। কে? কে এদের জাগালে? কে এদের মৃত্যুভয় জয় করালে?

কটিতে ছোরা, মাথায় লাল ফেটি রত্নাপাখীর প্রবেশ।

রত্নাপাখী। মহারাণী মা।

রোশেনা। মহারাণী মা?

রত্নাপাখী। কে? কে তুমি?

রোশেনা। আ—মি? আ'মি রাজস্থানের এক ক্ষত্রিয়-সন্তান। সোমনাথ দর্শনে এসেছি।

রত্নাপাখী। বড অসময়ে এসেছ বালক।

রোশেনা। বালক নই, যুবক।

রত্নাপাখী। যুবক! হাঃ-হাঃ-হাঃ! দেখি—দেখি তোমার কব্জী। [অগ্রগমন]

রোশেনা। [পিছাইয়া গেল] কেন, ক-ব-জী কেন?

রত্নাপাখী। দেখবো হিন্দুস্থানের জোয়ানের কব্জীতে কত তাগদ! [ধরিয়া] একি! এ যে নারীর মতো নরম। সত্যি করে বল, তুমি কে?

রোশেনা। বলেছি তো ক্ষত্রিয়-সন্তান। নাম জয়সিংহ।

রত্নাপাখী। হাঃ-হাঃ হাঃ! জয়াবতী হলেই ভাল হতো!

রোশেনা। মানে, খুব আদরে মানুষ কিনা তাই—

রত্নাপাখী। আদরে মানুষ! সেও হয়তো বেঁচে থাকলে এতবড়টি হতো। কিন্তু সব— সব ফুরিয়ে গেল।

রোশেনা। আপনার বুঝি কেউ হারিয়েছে?

রত্নাপাখী। য়্যাঁ! না-না, না-না। কেউ না কেউ না। কিন্তু কি আশ্চর্য, জয়সিংহ, ঠিক এমনই যেন চোখ, এমনি মুখ এমনি টিকালো নাক! না-না, না-না, এ আমি কি ভাবছি! এ আমি কি ভাবছি!

নেপথ্যে সজোরে। আল্লা—আল্লাহো!

নেপথ্যে সুলতান মামুদ। খবরদার—খবরদার গজনীর জোয়ান। হয় মার, না হয় মর। যে পালাতে চাইবে আমি নিজের হাতে তাকে খুন করবো।

রত্নাপাখী। একি! এ কার কণ্ঠস্বর?

রোশেনা। সুলতান মামুদ।

রত্নাপাখী। সুলতান মামুদ! সুলতান মামুদ! দেখতে হবে দেখতে হবে। ভাল করে চিনে রাখতে হবে। তারপর—তারপর সুযোগ মতো—[ছোরা বাহির করিয়া হত্যার অভিনয়] হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[সবেগে প্রস্থান।

রোশেনা। কে—কে এই ভয়ংকর লোকটি! সুলতান মামুদের নাম শুনেই ওর চোখ দুটো যেন বাঘের মতো জলে উঠলো। না-না, সতর্ক করতে হবে। আব্বাজানকে সতর্ক করতে হবে।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে মামুদ। আগে বাঢ়ো—আগে বাঢ়ো! খোরাসানী, ইস্পাহানী, তাতারি সব জোয়ান আগে বাঢ়ো—আগে বাঢ়ো।

বেগে রহিম খাঁর প্রবেশ। হাতে ভাঙা তরবারি।

রহিম। [সুরে সুর মিলাইয়া] সব ল্যাজ তুলে দৌড় মারো। ওরে বাপরে বাপ! ও শালা অলকনাথের সামনে যে ব্যাটাই পড়বে—তার আজ দফা রফা।

নেপথ্যে। মার্ মার্—দুষমন মার্।

রহিম। ইয়া আল্লা! এত দূরেও আসবে নাকি? না বাবা! আপনি বাঁচলে বাপের নাম। [পলায়নে উদ্যত]

পুনরায় ওয়াহেবের প্রবেশ।

ওয়াহেব। কোন শালা বাঁচবে না। [আক্রমণে উদ্যত]

রহিম। এই—এই, কর কি—কর কি? আমি যে মুছলমান।

ওয়াহেব। মুছলমানই তো চাই! [এক ঘা বসাইল, রহিম সরিয়া গেল]

রহিম। এই—এই, কি সর্বনাশ। হালুম হুলুম মিঞা যে—

ওয়াহেব। তবে রে শালা, হালুম হুলুম। আজ তোকে নির্ঘাৎ ফাটাবো।

রহিম। কি আশ্চর্য। আমি যে রহিম খাঁন। সেই বোরখা-পরা রহিম খাঁন। তোমার দোস্ত।

ওয়াহেব। 'ভ-এ' আকারে ভালই হলো। আজ দোস্তের গোস্ত দিয়ে কাবাব বানাবো।

রহিম। মুসলমান হয়ে তুমি মুসলমানকে মারবে?

ওয়াহেব। না—মারবো না, সিন্নী খাওয়াবো। শালা হারামী।

রহিম। আরে মিঞা, জাত-ধর্ম বলে তো একটা কথা আছে।

ওয়াহেব। রাখ মিঞা তোমার 'জ-এ' আকারে জাতের কচকচানী। আগে আমি হিন্দুস্থানী, তারপর 'ম-এ' আকারে মুছলমান। ডাকাত দেখবো আর ঠ্যাঙাবো।

[আঘাত করিতে গেল। রহিম খাঁন ভাঙা তরবারি ঘুরাইয়া ছুটাছুটি করিতে করিতে চীৎকার সুরু করিল]

রহিম। ওরে বাপ! এ যে মেরে ফেলবে। কে আছ, রক্ষা কর—রক্ষা কর।

রক্তাক্ত তরবারিহস্তে মামুদের প্রবেশ।

মামুদ। কারো রক্ষা নেই, কারো ক্ষমা নেই। যে পালাবে, তাকেই আমি হত্যা করবো।

রহিম। হুজুর! মালেক! বাঁচান!

মামুদ। কে? রহিম খাঁন! শয়তান! [অস্ত্র তুলিল]

ওয়াহেব। তুমি শালা 'র-এ' আকারে বুররক নাকি—নিজের মানুষকে মারতে চাও?

মামুদ। জবান সামাল, কুত্তা।

রহিম। জানিস বেটা মুখ্যু, তোর সামনে তোর বাবা সুলতান মামুদ! হুঁসিয়ার!

[প্রস্থান।

ওয়াহেব। সুলতান মামুদ! তুমি শালা সেই হারামীর বাচ্চা 'স-এ' আকারে সুলতান মামুদ? [আঘাতে উদ্যত]

মামুদ। হুঁসিয়ার বেয়াদব! [সজোরে আঘাত করিল। ওয়াহেব পড়িয়া গেল]

ওয়াহেব। আঃ! শালা আমায় জানে মারলে—জানে মারলে! আঃ!

মামুদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বেয়াদবীর পুরস্কার। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ওয়াহেব। শোন—শোন কুত্তার বাচ্চা!

মামুদ। বেতমিজ। [পদাঘাত]

ওয়াহেব। আঃ!

অস্ত্রহাতে গুলবাহারের প্রবেশ।

গুলবাহার। হুঁসিয়ার বর্বর! [আক্রমণ]

মামুদ। কে? কে তুমি? [আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সরিয়া গেল]

ওয়াহেব। বউ! আঃ!

গুলবাহার। ওগো, কে? কে করলে তোমার এই অবস্থা? [তরবারি ফেলিয়া জড়াইয়া ধরিল]

ওয়াহেব। ঐ শয়তান সুলতান মামুদ!

গুলবাহার। তুমি? তুমি সুলতান মামুদ? আমি তোমাকে—আমি তোমাকে—

[অস্ত্র তুলিয়া লইয়া সবেগে আক্রমণ করিল। মামুদ চকিতে সরিয়া গেল]

মামুদ। ধীরে, নারী, ধীরে। শোকে অধীর হয়ে জীবন বিপন্ন করো না।

গুলবাহার। জীবন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! অত্যাচারী দস্যু! আমার নিজের জীবনের আশা আমার শেষ। এবার চিন্তা কর তোমার জীবনের।

[আঘাত ও প্রত্যাঘাত]

মামুদ। ক্ষান্ত হও। সুলতান মামুদ জীবনে কোনদিন আওরতের গায়ে আঘাত করেনি। আজ আমাকে সেই পাপ করতে বাধ্য করো না।

ওয়াহেব। ওর সংগে তুই পারবি না বউ। তুই বরং পালিয়ে যা, জান বাঁচা।

গুলবাহার। বাঁচার সাধ আমার শেষ। ওগো ডাকাত মামুদ! এতদিন জানতাম তুমি শুধু বর্বর। কিন্তু আজ জানলাম যে তুমি একজন সেরা মিথ্যাবাদী।

মামুদ। মামুদ মিথ্যাবাদী?

গুলবাহার। মিথ্যাবাদী নও? কসম করে বলতে পার তুমি নারীপীড়ক নও? বলতে পার, হাজার হাজার নারী তোমার দ্বারা ধর্ষিতা হয়নি?

মামুদ। না—না। ধর্ষণ তো দূরের কথা। জীবনে আমি কোনদিন কোন নারীর কোন অসম্মান করিনি।

গুলবাহার। তাহলে আমি? আমি কেন মুছলমান? কেন জন্মভূমি ছেড়ে এই বিদেশবাসী? কেন আমার ভোলানাথ খসমের এই অকালমৃত্যু? জবাব দাও সুলতান—জবাব দাও।

মামুদ। আমি—আমি তো কিছুই জানি না মা।

গুলবাহার। চুপ। তোর মতো পাপীর মুখে মা ডাক শুনতে আমার ঘৃণা হয়। আজ তেরই জন্য তোরই ফৌজের হাতে উদ্‌ভ্রান্তপুরে সব হারিয়ে আজ আমি কাঙাল হয়ে বসে আছি। শেষ আশ্রয় আমার স্বামীকেও তুই চুরমার থেকে সরিয়ে দিলি। ও। খোদা। [দু-হাতে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল]

ওমরাহের। বউ।

মামুদ। আমি জানি না—আমি জানি না। বিশ্বাস কর মা, কোন ফৌজকে কোনদিন আমি নারী অসম্মানের হুকুম দিইনি। বরং যেখানে তাদের অপরাধের প্রমাণ পেয়েছি—সেখানে তাদের আমি নিজের হাতে কোতল করেছি। বিশ্বাস কর—বিশ্বাস কর

মা, তোমার এই লাঞ্ছনার কথা আমি কিছুই জানি না। জানি না যে, আমার সামনে তোমারই খসম হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গুলবাহার। সুলতান মামুদ!

মামুদ। মাগো, ক্ষমা চাইবার মুখ আমার নেই। তাই যাবার আগে খোদার নামে কসম করে যাচ্ছি—তোমার নিগ্রহকারীকে যদি তুমি দেখিয়ে দিতে পার—সে যেই হোক, আমি বিনা কৈফিয়তে তাকে হত্যা করবো।

গুলবাহার। কসম করছ?

মামুদ। করছি। আর সেই সঙ্গে খোদার কাছে তোমার হয়ে সুলতান মামুদের নামে ফরিয়াদ জানিয়ে যাচ্ছি—খোদাতালার বিচারে সুলতান মামুদ যেন রেহাই না পায়। যদি দোষী হয়, দোজাকের আগুনে সে যেন জীবন্ত দগ্ধ হয়।

[প্রস্থান।

গুলবাহার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে, তাই হবে। শক্তিগর্বী সুলতান মামুদ, দোজাকের আগুনেই তুমি জীবন্ত দগ্ধ হবে।

ওয়াহেব। বউ!

গুলবাহার। স্বামী!

ওয়াহেব। কাঁদিসনে বউ—কাঁদিসনে। এ তো আমার সুখের মরণ। হাতিয়ার জোটেনি, তবু খেলনা তলোয়ার দিয়েই দু'দশটা দুষমনকে ঘায়েল করেছি। মরতে চলেছি, তবু শয়তানের সঙ্গে 'দ-এ' আকারে দোস্তী করিনি। আঃ!

গুলবাহার। ওগো—ওগো, তোমায় ছেড়ে কি নিয়ে আমি থাকবো? আজ যে আমার কেউ নেই।

ওয়াহেব। তুইও আয়। আমি আগে যাচ্ছি। দুষমনের খুনে

ডুব দিয়ে তুই আয় পেছনে। আঃ, খোদা! [ঢলিয়া পড়িল, গুল-বাহার ধরিল]

গুলবাহার। খোদা! রহমানের রহিম! আমার বোকা খসমটাকে তুমি দয়া করো প্রভু, দয়া করো।

ওয়াহেব। গুলবাহার!

গুলবাহার। চল, চল আমার ভোলানাথ! তোমাকে কবরের তলায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে আমি যাবো সুলতান মামুদের বুকে জীবন্ত দোজাকের আগুন জ্বালিয়ে দিতে।

[ওয়াহেব সহ প্রস্থান।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থলতানের শিবির—সময় মধ্যরাত্র।

উত্তেজিত মিনহাজের প্রবেশ।

মিনহাজ। পরাজয়। পরাজয়। সামান্য গুজরাটের কাছে স্থলতান মামুদের দিগ্বিজয়ী বাহিনীব নির্মম পরাজয়। কিন্তু এ কি করে সম্ভব হলো।

রোশেনারার প্রবেশ।

রোশেনা। সবই সেই মেহেরবান খোদাতালার বিচার।

মিনহাজ। রোশেনারা!

রোশেনা। আব্বাজানের রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে। সোমনাথের মন্দিরে তুমিও পরাজিত?

মিনহাজ। পরাজিত। সেখানে স্বয়ং মহারাণী সেনাপতিকে নিয়ে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত আমাদের সর্বশক্তি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

রোশেনা। আমি জানতাম। যুগসঞ্চিত অন্যায়ের জবাব যখন আসে—তখন ঠিক এমনই করে আসে।

মিনহাজ। শাহাজাদী!

রোশেনা। রঙ্গাপাখীর নাম শুনেছ?

মিনহাজ। শুনেছি। ভয়ংকর ডাকাত। কিন্তু সে তো মৃত।

রোশেনা। পুনর্জীবিত হয়েছে। তোমাদের অত্যাচারের জবাব দিতে, ইয়াসিনের ফরিয়াদের বিচার করতে খোদার ইচ্ছায় রক্তাপাখী চিতা থেকে উঠে এসেছে।

মিনহাজ। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে—গজনীর চেয়ে তুমি যেন হিন্দুস্থানকেই বেশী ভালবাস।

রোশেনা। না। আমি ভালবাসি মানুষকে, ভালবাসি মহব্বতকে। আর ঘৃণা করি দিগ্বিজয়ের নামে এই লুণ্ঠন হত্যা আর অত্যাচারকে।

মিনহাজ। রোশেনারা!

রোশেনা। মিনহাজউদ্দিন! তুমি কি পার না, এই রাজকীয় সম্মান, রাজকীয় বিলাস পরিত্যাগ করে আমার হাত ধরে কোন শান্তির নীড়ে নিয়ে যেতে? যেখানে হত্যা নেই, লুণ্ঠন নেই, নেই কোন নির্যাতিতের চোখের জল?

মিনহাজ। তুমি যাবে? যাবে তুমি তোমার আব্বাকে ছেড়ে?

রোশেনা। যাবো—যাবো, মিনহাজ। দুনিয়ার এই ক্রন্দন আর আমি সইতে পারি না।

মিনহাজ। [হাত ধরিয়া] মহব্বতের নামে কসম করে গেলাম, রোশেনারা, যুদ্ধশেষে ঘরে ফিরে তোমাকে নিয়ে আমি মক্কায় চলে যাবো।

রোশেনা। না-না, মক্কা নয়—মক্কা নয়, আমরা আসবো এই হিন্দুস্থানে—এই মহব্বতের দেশে। এর দ্রাক্ষাকুঞ্জে বসে আমি গাইবো গান, তুমি তুলবে সুর, আমি পড়বো রোবাইৎ, আর তুমি শোনাবে কোরাণের ছড়া।

মিনহাজ। তাই হবে—তাই হবে। ওগো আমার চাঁদনী রাতের

রোশনাই, তোমার মহব্বতের ঝরণা-ধারায় অবগাহন করে মিনহাজের জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

রোশেনা। [হাত ধরিয়া] মিনহাজ!

মিনহাজ। রোশেনারা!

রোশেনা। যাও, শ্রান্ত তুমি, বিশ্রাম করগে। আমিও ঘুমুবো।

মিনহাজ। ঘুম?

রোশেনা। হ্যাঁ, ঘুম। দু'চোখে আমার ঘুমের বান। মোবারক মিনহাজ, মোবারক।

মিনহাজ। খোদা হাফেজ।

[প্রস্থান।

রোশেনা। [আসনে হেলান দিয়া বসিল] ঘুম—ঘুম। আমার দু'চোখে দুনিয়ার ঘুম। কিন্তু আব্বা? আব্বা তো এখনো এলো না। [চক্ষু মুদিয়া] আঃ! ঘুম! মিনহাজ—দ্রাক্ষাকুঞ্জ—রোবাইৎ—আঃ! [তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল]

ধীরে ধীরে ছোরাহস্তে রত্নাপাখীর প্রবেশ।

রত্নাপাখী। এই মামুদের শয়ন কক্ষ। রাত্রিও গভীর। যদি ওকে ঘুমন্ত পাই—এই ছোরা ওর বুকে আমূল বসিয়ে দেব। কে? কে ঘুমিয়ে? একি! এযে সেই যুবক। না-না, এযে নারী। তবে কি? তবে কি? হ্যাঁ-হ্যাঁ, সুলতান মামুদের কন্যা। ভালই হলো, সুলতান-মামুদ আমায় সর্বহারা করেছে—আমিও তার বুকের কলজেটা উপড়ে নেব। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[আঘাতে উদ্যত। সহসা রোশেনারা জাগিয়া উঠিল]

রোশেনা। আব্বা। কে? কে তুমি? রত্নাপাখী?

রত্নাপাখী। চুপ। দেখছ এই ছুরি?

রোশেনা। ছুরি! ছুরি কেন?

রত্নাপাখী। তোমাকে খুন করবো। তোমার বাপ আমার কন্যাকে খুন করেছে। আমি খুন করবো তোমাকে।

[আক্রমণ করিল। আত্মরক্ষার প্রয়াসে রোশেনারা দুই
অনাবৃত হাত উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিল]

রোশেনা। না-না, আমাকে মেরো না, মেরো না।

রত্নাপাখী। একি! একি! [চীৎকার করিয়া বামহস্ত চাপিয়া দেখিতে লাগিল]

রোশেনা। কি? কি দেখছ?

রত্নাপাখী। উল্কি।

রোশেনা। উল্কি?

রত্নাপাখী। হ্যাঁ-হ্যাঁ, উল্কি। একটি পাখীর ছবি। বল বল নারী, তুমি কে? কার কন্যা?

রোশেনা। আমি—আমি সুলতান মামুদের কন্যা।

রত্নাপাখী। মিথ্যাকথা! সুলতান মামুদের কন্যা হলে এই পাখীর ছবি তোমার হাতে কি করে এলো?

রোশেনা। আমি তো জানি না।

রত্নাপাখী। কিন্তু আমি জানি। এই দেখ আমার হাতেও ঠিক এমনি একটা পাখীর ছবি।

রোশেনা। আশ্চর্য!

রত্নাপাখী। হ্যাঁ হ্যাঁ, আশ্চর্য! ওরে—ওরে বুলবুল, আর তোকে আমি খুন করবো না। আর তোকে আমি দূরে রাখবো না। এবার বুকে করে নিয়ে যাবো আমার ভাঙা ঘরে। [ধরিতে গেল]

সহসা স্থলতান মামুদের প্রবেশ।

মামুদ। কে? কে ওখানে?

রোশেনা। আব্বা! ডাকাত ডাকাত—। [জড়াইয়া ধরিল]

মামুদ। ডাকাত?

রোশেনা। হ্যাঁ, ডাকাত রত্নাপাখী।

মামুদ। স্থলতান মামুদের ঘরে ডাকাত! সাহস তো কম নয়।

রত্নাপাখী। রত্নাপাখীর সাহস সারা হিন্দুস্থান জানে। সে তো আর তোমার মত চোর নয়।

মামুদ। আমি চোর?

রত্নাপাখী। আলবৎ। বল, বল কোথায় পেলে এই কন্যাকে? কোথা থেকে এনেছ চুরি করে? বল—বল, নইলে এই ছোরা তোমার বুকে আমূল বসিয়ে দেব।

[ছোরা তুলিল। চকিতে স্থলতান মামুদ সে
ছোরা কাড়িয়া লইল]

মামুদ। হুঁসিয়ার কমবক্ত। মনে রেখো, আমার নাম স্থলতান মামুদ। তোমার মতো দশটা বদমাসকে আমি শুধু আঙ্গুলে টিপেই মেরে ফেলতে পারি।

রোশেনা। আব্বা! আব্বা! ডাকাতটাকে তুমি কোতল কর। ও আমাকে খুন করতে চেয়েছিলো।

রত্নাপাখী। কর খুন। একটি কথাও বলবো না। শুধু বল, তোমার ভগবানের দোহাই, সত্য করে বল, এ কন্যা কি তোমার ঔরসজাত কন্যা?

মামুদ। না। ওকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

রোশেনা। আব্বা!

রত্নপাখী। কুড়িয়ে পেয়েছ না ওর মাকে নির্যাতন করে—হত্যা করে ধরে এনেছ?

মামুদ। না—না। বিশ্বাস কর—বিশ্বাস কর রত্নাপাখী। জীবনে কোন নারীকে আমি অসম্মান করিনি।

রোশেনা। তবে কি করে আমায় পেলে?

মামুদ। মাগো! সে এক করুণ কাহিনী। শাহীরাজ্যের এক নগর লুণ্ঠন করে অশ্বারোহণে আমি ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ কাণে এলো একটা নারীর চীৎকার।

রত্নাপাখী ও রোশেনা। } নারীর চীৎকার?

মামুদ। হ্যাঁ, নারীর চীৎকার। নিমেষে ছুটে গেলাম সেই চীৎকার লক্ষ্য করে। দেখলাম—হ্যাঁ হ্যাঁ—আমারই একজন সৈনিক একটি নারীকে—

রোশেনা। আব্বা!

রত্নাপাখী। সুলতান!

মামুদ। চোখের পলকে আমাব অস্ত্র বিদ্যুৎঝলকে ঝলসে উঠলো। কর্ত্তিত শির সেই পামর ছিট্‌কে এসে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো।

রত্নাপাখী। আর সেই নারী?

মামুদ। তাকিয়ে দেখি হতাশায় ঘৃণায় আতংকে সেই নারীর হৃদস্পন্দন নীরব হয়ে গেছে।

রোশেনা। আব্বা!

রত্নাপাখী। সুলতান!

মামুদ। ভগ্নপ্রাণে বেদনাভরা চিত্তে ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়লো একটি ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে এক পাশে পড়ে খিল খিল করে হাসছে।

রত্নাপাখী। তারপর কি করলে—কি করলে তুমি?

মামুদ। ছুটে গিয়ে তুলে নিলাম আমার ব্যগ্র বুকের মাঝখানে। মনে হলো যেন একমুঠো যুঁই ফুল আমার সমস্ত চেতনাকে সৌরভে আচ্ছন্ন করে দিলে।

রোশেনা। তারপর?

মামুদ। নিয়ে এলাম গজনীতে। চেষ্টা করলাম মেয়েটাকে কারো হাতে তুলে দিতে। কিন্তু কি আশ্চর্য রত্নাপাখী, যখনই ওকে অন্যের হাতে তুলে দিতে গেছি—তখনই ও আমার গলা ধরে খিল খিল করে হেসে উঠেছে।

রত্নাপাখী। সুলতান!

মামুদ। হেরে গেলাম—হেরে গেলাম। দিগ্বিজয়ী সুলতান মামুদ আমি একটা তুচ্ছ মেয়ের কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে গেলাম।

রোশেনা। সেই মেয়ে—সেই মেয়ে কি—

মামুদ। তুই মা, তুই।

রোশেনা। আব্বাজান! [জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল]

মামুদ। ঔরসজাত কন্যার অধিক স্নেহে তোকে আমি বড় করে তুল্লাম। অদৃষ্ট দোষে সবাই আমার দূরে চলে গেল। শুধু তুই, তুই আমাকে পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরে রইলি।

রোশেনা। তাহলে—তাহলে তুমি আমার কেউ নও—কেউ নও?

মামুদ। মা! রোশেনারা!

রোশেনা। না-না, না-না। আমি তোমার কেউ নই। আমি

যে একটা পথের মেয়ে, কুখ্যাত একটা ডাকাতের কন্যা! ওঃ, খোদা!

রত্নাপাখী। খোদা! আমার মেয়ের কণ্ঠে খোদা?

মামুদ। দুঃখ করো না রত্নাপাখী। ও জন্মে হিন্দু হলেও কর্মে আজ মুসলমান।

রত্নাপাখী। না-না, আমার মেয়ে মুসলমান হবে না। মুসলমানের ঘরে থাকতে আমি দেব না। আমি তোকে আমার ঘরে নিয়ে যাবো।

রোশেনা। আব্বা!

মামুদ। মা!

রত্নাপাখী। ওখানে নয়—ওখানে নয়। ওরে আয়, আমার কাছে আয়। ওরে, দীর্ঘ একুশটি বসন্ত আমি যে পথে-প্রান্তরে তোকে কত মা মা বলে ডেকেছি। আরব সাগরের দিকে চোখ রেখে কত বিনিদ্র রজনী আমি কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিয়েছি। আয় মা, আয়, আমার কাছে আয়, আমার কাছে আয়।

রোশেনা। না—না, আমি যাবো না—যাবো না। হলেও তুমি আমার জন্মদাতা পিতা, তবু—তবু এই সুলতান মামুদই আমার সব—সব। আমি যাবো না—যাবো না।

রত্নাপাখী। যাবি না? যাবি না মা? ডাকাত বলে ছোট-লোক বলে আমায় তুই ফিরিয়ে দিবি?

মামুদ। না মা, না। এতদিন আমি তোর পিতৃপরিচয় পাইনি, তাই ফিরিয়ে দেবার প্রশ্নও মনে ওঠেনি। আজ যখন যাবার ডাক এসেছে, তখন কিসের অধিকারে তোকে আমি ধরে রাখবো, মা। যা মা, যা তুই। আমার চোখের আড়ালে চলে গেলেও আমার

হৃদয়ে পাথরের মূর্তির মত চিরকাল আঁকা থাকবি। যা মা, তোর বাপের সংগে তুই তোর নিজের ঘরে ফিরে যা। হিন্দুস্থানের বুলবুল তুই হিন্দুস্থানেরই হ।

রোশেনা। হিন্দুস্থানের বুলবুল! হিন্দুস্থানের বুলবুল! যাবো—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই যাবো। কিন্তু মিনহাজ? না—না, আমি যাবো না, যেতে পারি না।

রত্নাপাখী। [হাত ধরিয়া] দুর্বলতা ত্যাগ কর মা। চল, আমার সংগে চল। আমি গরীব হলেও স্নেহের এতটুকু কম্‌তি হবে না মা—কমতি হবে না। আয়, চলে আয়। [হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল]

রোশেনা। আব্বাজান! আব্বাজান!

মামুদ। রোশেনারা! যা মা, যা। ওরে, পরের মেয়ের মুখে ঐ আব্বা ডাক আমি যে আর সইতে পাচ্ছি না। তুই যা, তুই যা।

রোশেনা। না—না, আমি যাবো না—যাবো না।

[ছুটিয়া আসিয়া মামুদকে সাগ্রহে জড়াইয়া ধরিল]

মামুদ। মা! মা আমার!

রত্নাপাখী। [কঠিন স্বরে] পাগলামো করো না বুলবুল।

রোশেনা। বুলবুল। না—না, আমি বুলবুল নই—বুলবুল নই—আমি রোশেনারা।

রত্নাপাখী। না, তুমি বুলবুল। চলে এস। [আকর্ষণ]

[রোশেনারা মামুদকে জড়াইয়া ধরিল]

রোশেনা। আমায় ধরে রাখ আব্বা, আমায় ধরে রাখ। তোমাকে ছেড়ে গিয়ে আমি বাঁচতে পারবো না। আমি বিষ খেয়ে মরবো।

রত্নাপাখী। আঃ! কি মুসলমানের জন্য অত দরদ দেখাচ্ছিস! চলে আয়। [সবলে আকর্ষণ]

মামুদ। [দৃঢ়কণ্ঠে] না। ও যাবে না।

রোশেনা। আব্বা!

মামুদ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আব্বা। দিগ্বিজয়ী সুলতান আমি। দৈবকে কোনদিন স্বীকার করিনি। আজও করবো না। জন্মের দাবীর চেয়ে কর্মকেই আমি চিরকাল বড় করে দেখেছি। আজ সেই দাবীতেই তোকে আমি ধরে রাখবো।

রত্নাপাখী। সুলতান!

মামুদ। যাও রত্নাপাখী, ফিরে যাও। মেয়ে তুমি পাবে না।

রত্নাপাখী। আমার মেয়ে আমি পাবো না?

মামুদ। না—না। অসহায় স্ত্রীকে যে রক্ষা করতে পারে না, শিশুকন্যাকে যে ধরে রাখতে পারে না—তার কোন দাবীই আমি স্বীকার করি না।

রত্নাপাখী। তুমি পরস্বাপহরণ করছ।

মামুদ। আজীবনই তো করলাম। আজ না হয় আরেকবার করবো। যাও—চলে যাও।

রত্নাপাখী। মেয়ে না নিয়ে আমি যাবো না।

রোশেনা। আব্বা!

মামুদ। ভয় কি মা! সুলতান মামুদ যাকে আশ্রয় দেয়, কেউ তাকে কেড়ে নিতে পারে না।

রত্নাপাখী। কিন্তু আমি নেব। জীবিত না পারি মৃত হলেও নেব।

মামুদ। চুপ রও কমবক্ত। কই হ্যায়।

রহিম খাঁর প্রবেশ।

রহিম। ফরমাইয়ে জনাব।

মামুদ। যা—এই ডাকাতটাকে নিয়ে গারদে পুরে রাখ। কাল বিচার করে দণ্ড দেব।

রহিম। চল্ বেটা ডাকাতের পো। তোকে আচ্ছা ক'রে আক্কেল দেব। চল্। [শৃংখলিত করিয়া আকর্ষণ]

রত্নাপাখী। চল্। দেখে আসি তোদের গারদখানা। কিন্তু হুঁসিয়ার সুলতান মামুদ। শক্তির অহংকারে সারা জীবন তুমি অন্যায় ভাবে বহু মানুষের বিচার করেছ। এবার সময় হয়েছে, তোমার বিচার করবে সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের দল। হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার!

[রহিম ও রত্নাপাখীর প্রস্থান।

রোশেনা। আব্বা! আব্বা! ও লোকটা যে—

মামুদ। তোর সত্যিকারের আব্বা, না? জানি, জানি রে বেটি। সুলতান মামুদ যুদ্ধবাজ মানুষ হলেও বুকটা তার পাথর নয়, মনটাও জানোয়ারের নয়।

রোশেনা। আব্বাজান!

মামুদ। যা মা, ঘুমুগে। কাল আমি ওকে প্রচুর ধনরত্ন খেলাৎ দিয়ে আমার দেহরক্ষী করে গজনীতে নিয়ে যাবো।

রোশেনা। গজনীতে নিয়ে যাবে?

মামুদ। যাবো না? এক সংগে তুই জন্মদাতা পিতা আর পালন কর্ত্তা পিতা দু'জনকেই আদর জানাবি—গান শোনাবি, তামাম দুনিয়া অবাক হয়ে তাই দেখবে—আর অভিশপ্ত সুলতান মামুদকে তারা আশীর্ব্বাদ করবে।

রোশেনা। আব্বা আমার সত্যি লক্ষ্মী ছেলে।

[প্রস্থান।

মামুদ। লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! কিন্তু তুই তো জানিস নে মা, সমস্ত নির্যাতিত মানুষের বিষ-নিঃশ্বাসে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী আজ বিদায়োন্মুখ।

মিনহাজের পুনঃ প্রবেশ।

মিনহাজ। দুঃসংবাদ জনাব। কে বা কারা জানি না আমাদের সমস্ত রণতরিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

মামুদ। আগুন!

মিনহাজ। হ্যাঁ জনাব। ধূ-ধূ করে জ্বলছে। গোলা বারুদ অস্ত্র-সম্ভার সব বুঝি, পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

মামুদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মিনহাজউদ্দিন। ইয়াসিনের ফরিয়াদের বিচার সুরু হয়েছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মিনহাজ। ঐ প্রলয়ংকর আগুন আমাদের ফৌজেরা কিছুতেই নেভাতে পাচ্ছে না।

মামুদ। নিভবে না—নিভবে না। ঐ প্রলয়ংকর আগুন আরব সাগর থেকে ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত গুজরাটে। বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে এই হিন্দুস্থানের মাটি।

মিনহাজ। জনাব!

মামুদ। প্রস্তুত হও মিনহাজ। কাল প্রভাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে সোমনাথ মন্দির বিধ্বস্ত করে সমস্ত পরাজয়ের কালিমা মুছে ফেলব। হত্যায়, লুণ্ঠনে, অগ্নিদাহনে গুজরাটের বুকে একটা বিরাট চিতার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আমি প্রতিশোধ নেব। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

মিনহাজ। খোদা! রহমানের রহিম! বিশ্বের বিস্ময়কর প্রতিভা এই সুলতান মামুদের সুপ্ত শয়তানটাকে তুমি ধ্বংস কর প্রভু—ধ্বংস কর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সমুদ্র-সৈকত।

নেপথ্যে পাঠানসৈন্য। আল্লা—আল্লা হো।

নেপথ্যে হিন্দুসৈন্য। হর হর মহাদেব।

রণসাজে সজ্জিতা মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। সৈন্যগণ! গুজরাটের সন্তানগণ! হর হর মহাদেব শব্দে ঐ বিজাতীয় চিৎকার তোমরা থামিয়ে দাও। শত্রুর হাত থেকে দেশের মর্যাদা, বিগ্রহের শুচিতা, মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা কর।

রক্তাক্ত সূর্যসিংহের প্রবেশ।

সূর্যসিংহ। হলো না—হলো না, মহারাণী মা। বুঝি পবিত্র সোমনাথের মন্দির রক্ষা করা আর হলো না।

মহামায়া। সূর্যসিংহ!

নেপথ্যে। আল্লা—আল্লা হো!

সূর্যসিংহ। ঐ শুনুন—ঐ শুনুন মহারাণী, শত্রুর বিজয়-উল্লাস। মন্দিরের পশ্চিম দুয়ার ওরা ভেঙে ফেলেছে। আমি যাই—আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারলাম না। [গমনোদ্যত]

মহামায়া। সেনাপতি।

সূর্যসিংহ। যাবার আগে একটা কথা জানিয়ে যাই মহারাণী মা,—রাজকন্যাকে বলবেন, যুদ্ধে আমি যোগ্যতা দেখাতে না পারলেও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিনি। হর হর মহাদেও।

[প্রস্থান।

মহামায়া। যাও সূর্যসিংহ। প্রদীপ্ত সূর্যের মতোই অস্তাচলে যাও। যদি ভগবান সত্য হয়—তবে তোমার এই আত্মবলির পুরস্কার তুমি নিশ্চয়ই পাবে।

নেপথ্যে। হর হর মহাদেও।

নেপথ্যে। আল্লা—আল্লা হো।

মহামায়া। আমাদের জয়ধ্বনি শত্রুর বিকট উল্লাসে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে চলেছে। যাই, আমিও যাই রণ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে দেশের জন্য শহীদ হতে। [গমনোদ্যত]

অস্ত্রহাতে মিনহাজের প্রবেশ।

মিনহাজ। অস্ত্র পরিত্যাগ করুন মহারাণী।

মহামায়া। কেন? পাঠানের ভয়ে?

মিনহাজ। একটা মূল্যবান জীবনরক্ষার তাগিদে।

মহামায়া। স্বাধীনতার চেয়ে—মন্দিরের পবিত্রতার চেয়ে জীবনের মূল্য আমরা বেশী মনে করি না।

মিনহাজ। আপনি অস্ত্র ত্যাগ করুন মহারাণী। আমি কথা দিচ্ছি, আজকের এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ।

মহামায়া। অর্থাৎ ভগবান সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করে কোটি কোটি স্বর্ণ-সম্ভার নিয়ে গজনীকে অলংকৃত করবে?

মিনহাজ। আপনার স্বাধীনতা, জীবন, প্রাসাদ সব—সব রক্ষা পাবে।

মহামায়া। হবে না—হবে না। কোন কিছুর বিনিময়ে মন্দির অপবিত্র হতে গুজরাটের মহারাণী কোনদিনই দেবে না। অস্ত্র ধর পাঠান। যদি পার আমাকে হত্যা করে অগ্রসর হও। [অস্ত্রাঘাত]

সহসা রোশেনারা প্রবেশ করিয়া স্বীয় অস্ত্রে সে আঘাত প্রতিহত করিল।

রোশেনা। সাবধান মহারাণী!

মিনহাজ। রোশেনারা!

রোশেনা। আমি জানি, মিনহাজ, মহারাণীর দেহে অস্ত্রাঘাত করতে তুমি পাববে না। তাই আমি নিজে এসেছি তোমাকে সংকট থেকে উদ্ধার করতে।

মহামায়া। তুমি কে?

রোশেনা। সুলতান মামুদের—

মহামায়া। না। মিনহাজের স্ত্রী, আপাততঃ আমার শত্রু! জান বাঁচান!

[যুধ্যমান উভয়ের প্রস্থান।

মিনহাজ। আশ্চর্য! আশ্চর্য এই রোশেনারা! খোদা—খোদা! ভালয় ভালয় আমাদের দেশে ফিরিয়ে নাও খোদা। এই সর্বনাশা

হত্যার গোলামী থেকে বিদায় নিয়ে রোশেনারার সাথে আমি নিষ্পাপ চাষীর পল্লীতে গিয়ে ভাঙাঘরে বেহেস্তে রচনা করবো।

[প্রস্থান।

যুধ্যমান রহিম ও শতদলের প্রবেশ।

রহিম। অস্ত্র ফেলে দাও বিবি—অস্ত্র ফেলে দাও। নইলে আজ তোমার রেহাই নেই।

শতদল। চুপ কর শয়তান। আজ তোকে বলি দিয়েই আমি সোমনাথের পূজা সমাপ্ত করবো। [প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল]

রহিম। [প্রত্যাঘাত করিয়া অস্ত্র ভূপাতিত করিল] হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার!

শতদল। কে আছ, রক্ষা কর—রক্ষা কর।

মারাত্মক আহত অলকনাথের অসিতে ভর দিয়া প্রবেশ।

অলক। হলো না—হলো না—মন্দির রক্ষা আর হলো না! একি! রাজকন্যা!

শতদল। অলকনাথ!

রহিম। অলকনাথ! ভালোই হলো। তোমার রক্ত দিয়েই আমার প্রভুহত্যার প্রতিশোধ পূর্ণ করবো। [আক্রমণ]

[বহুকষ্টে অলকনাথ যুদ্ধ করিতে লাগিল]

শতদল। অলকনাথ!

অলক। ভগবানকে ডাক। অবিরত রক্ত মোক্ষণে আমি দুর্বল। ভগবানের কৃপা ছাড়া রক্ষার আর কোন উপায় নেই। জয় সোমনাথ!

[অলকনাথ প্রাণপণ শক্তিতে আক্রমণ করিল। রহিম খাঁ পলায়ন করিল। অলকনাথ পড়িয়া গেল]

অলক। আঃ!

শতদল। অলকনাথ! [ধরিল]

অলক। পালাও—পালাও রাজকন্যা। যদি পার সূর্যসিংহের আশ্রয় নাও। আমি অশক্ত। আঃ!

শতদল। না-না। তোমাকে এভাবে ফেলে আমি যাবো না—যাবো না। [মাথা কোলে লইয়া বসিল]

অলক। এখানে তুমি নিরাপদ নও রাজকন্যা! কথা শোন—শীঘ্র পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও।

নিরস্ত্র সূর্যসিংহের দ্রুত প্রবেশ।

সূর্যসিংহ। একখানা অস্ত্র—একখানা অস্ত্র।

মিনহাজের প্রবেশ।

মিনহাজ। কোন উপায় নেই। তুমি আমাদের বহু সৈন্য ধ্বংস করেছ। এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

অলক। [সবেগে উঠিয়া বাধা দিল] অলকনাথ এখনো জীবিত!

শতদল। কিন্তু তুমি যে মারাত্মক ভাবে আহত।

অলক। তবু আমি অলকনাথ। হুঁসিয়ার পাঠান!

মিনহাজ। হুঁসিয়ার হিন্দু! [যুদ্ধ]

সূর্যসিংহ। অলকনাথ! তুমি ক্ষান্ত হও। অস্ত্র আমায় দাও। আমি বাধা দিচ্ছি।

অলক। না। রাজকন্যাকে নিয়ে তুমি পালিয়ে যাও সূর্যসিংহ—

পালিয়ে যাও। আমি তো মরেইছি। তবু তোমরা বেঁচে থেকে সুখী হও।

শতদল। অলকনাথ!

অলক। যাও—যাও রাজকন্যা, সূর্যসিংহের সংগে যাও।

শতদল। না। তোমাকে রেখে আমি যাবো না।

সূর্যসিংহ। ওঃ! ঠিক আছে—ঠিক আছে। অপেক্ষা কর, আমি একখানা অস্ত্র জোগাড় করে নিয়ে আসছি। [প্রস্থান।

মিনহাজ। তোমার পা টলছে।

অলক। টলুক।

মিনহাজ। তোমার অস্ত্রের গতি শিথিল হয়ে আসছে।

অলক। আসুক। গ্রাহ্য করি না।

মিনহাজ। তুমি মরবে।

অলক। মরে প্রমাণ করে যাবো হিন্দুরা মৃত্যুকে ভয় করে না।

মিনহাজ। তবে মর।

মামুদের প্রবেশ।

মামুদ। না। ওকে জীবন্ত বন্দী কর।

মিনহাজ। জনাব।

মামুদ। কথা নয় মিনহাজ! ও দুষমন একা আমার হাজার হাজার সৈন্য বধ করেছে, আমার দোস্তকে খুন করেছে, ওকে আমি জীবন্ত আমার হাতে চাই। বন্দী কর—বন্দী কর।

অলক। বন্দী করবে? বন্দী করবে? জীবন্ত অলকনাথকে বন্দী করবে। কর—কর বন্দী! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[দৌড়াইয়া গিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিল]

শতদল। একি! অলকনাথ যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

মামুদ। ডুবতে দিও না—ডুবতে দিও না। হাজার আসরফি ইনাম—কে আছ ওকে উদ্ধার কর।

মিনহাজ। আমি, আমিই ওকে উদ্ধার করবো জনাব। তবে আসরফির লোভে নয়—একটি সত্যিকারের বীরকে বাঁচাতে।

[সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান]

শতদল। একি! ও লোকটাও যে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো! ওর কি মৃত্যুভয় নেই?

মামুদ। না। সুলতান মামুদের সৈনিকের প্রাণে মৃত্যুভয় থাকে না।

শতদল। তবে আমারই বা এত প্রাণের ভয় কেন? শত্রু যদি অলকনাথের জন্য জীবন বাজী রাখতে পারে, তবে আমিই বা কেন পারবো না—ভালবাসার জন্য নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে।

মামুদ। রাজকন্যা!

শতদল। জয় ভগবান সোমনাথের জয়। [ঝম্পপ্রদান]

মামুদ। একি! উন্মাদিনীর মতো রাজকন্যা যে সত্যি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মহব্বতের নেশা কি এতই তীব্র! না-না, ভাববো না—ভাববো না। হিন্দুস্থানের ঐ সুরভি কুসুমকে আমি জান বাজী রেখেও উদ্ধার করবো। [ঝম্পপ্রদান]

দ্রুত রহিমের প্রবেশ।

রহিম। জনাব—জনাব! একি, সুলতান স্বয়ং সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন! ওরে, কে আছিস, নৌকা ভাসা—নৌকা ভাসা। জনাবকে রক্ষা কর—রক্ষা কর। [প্রস্থান।

নেপথ্যে চিৎকার। ওরে নৌকো ভাসা—নৌকো ভাসা। সব যে ডুবে গেল।

রক্তাক্ত মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। কে ডুবলো? কে ডুবলো? ঐ সমুদ্রে কার ভাগ্য ডুবে গেল?

মরণোন্মুখ সূর্যসিংহের প্রবেশ।

সূর্যসিংহ। হিন্দুর ভাগ্য বুঝি ডুবে গেল মা।

মহামায়া। সূর্যসিংহ!

সূর্যসিংহ। আপনার অধিকাংশ সৈন্য নিহত। সোমনাথের মন্দির বিধ্বস্ত। সূর্যসিংহও অস্তাচলের পথে।

মহামায়া। ওঃ, সূর্যসিংহ। শেষ রক্ষা হলো না।

সূর্যসিংহ। যান মহারাণী, প্রাসাদে ফিরে যান। মন্দির তো গেছেই, দেশের স্বাধীনতা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। এই আমার শেষ কামনা।

মহামায়া। সূর্যসিংহ!

সূর্যসিংহ। প্রণাম মহারাণী, আমার শেষ প্রণাম। [প্রণাম]

মহামায়া। সেনাপতি!

সূর্যসিংহ। যান মহারাণী, শীঘ্র প্রাসাদে যান। কুমুদকে সন্ধান করুন। সে এই রণাংগনেই আছে। আমি যাই শেষ আঘাত হেনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে।

[প্রস্থান।

মহামায়া। সূর্যসিংহ! সূর্যসিংহ! চলে গেল, একটা উজ্জ্বল

আলো অকালে নিভে গেল। কিন্তু আমার কুমুদ? কুমুদ কোথায়? কুমুদ—কুমুদ—কুমুদ!

কুমুদের মৃতদেহ কোলে লইয়া গীতকণ্ঠে
ইয়াসিনের প্রবেশ।

ইয়াসিন।— গীত।

পরপারে—চলে গেছে পরপারে।
বেহেস্তের দূত গিয়াছে বেহেস্তে আসিবে না আর ফিরে।
কেটেছে বাঁধন, ছিঁড়েছে শেকল,

[দেহ নামাইয়া দিল]

মহামায়া। কুমুদ! কুমুদ!

ইয়াসিন।— পূর্ব্বগীতাংশ।

কেন ডাক তারে ফেলি আঁখিজল;
প্রলয় তুফানে প্রদীপ নিভেছে দুনিয়া ঢেকেছে আঁধারে।

মহামায়া। কুমুদ! কুমুদ! কথা ক' বাবা, কথা ক'।

ইয়াসিন। বলবে না—বলবে না। সুলতান মামুদ যাকে কড়মড় করে চিবিয়ে খায়, হাজার ডাকলেও—হাজার কাঁদলেও সে আর সাড়া দেয় না—সাড়া দেয় না।

মহামায়া। কে? কে তুমি?

ইয়াসিন। আমি? আমি ফরিয়াদ।

মহামায়া। ফরিয়াদ?

ইয়াসিন। হ্যাঁ-হ্যাঁ, সুলতান মামুদের সমস্ত অন্যায়ের আমি একটা জীবন্ত ফরিয়াদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [প্রস্থান।

মহামায়া। ফরিয়াদ! অভিযোগ! হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমিও অভিযোগ

করবো—আমিও অভিযোগ করবো। কিন্তু কার কাছে? ভগবানের কাছে? না-না! সে তো পাষাণ, সে তো বধির অন্ধ। তবে কার কাছে অভিযোগ করবো? হ্যাঁ-হ্যাঁ, হয়েছে—হয়েছে। আমার ফরিয়াদ জানাবো তার কাছে—যার অত্যাচারে আজ আমি সর্বহারা।

[মৃতপুত্র কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পাঠান-শিবির।

মুসলমানবেশী বীরোচনের প্রবেশ।

বীরোচন। হলো না—হলো না। এখনো পূর্ণ প্রতিশোধ নেওয়া হলো না। প্রথম প্রতিশোধ নিয়েছি রণতরি বহবে অগ্ন্যুৎসব করে। এবার চরম প্রতিশোধ নেব সুলতান মামুদের মৃত্যুৎসব পূর্ণ করে। কিন্তু কবে? কবে আসবে সেদিন?

রহিম খাঁর প্রবেশ।

রহিম। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার হো-যাও সব। বন্দী আউরত আর সব শয়তান জোয়ানের বিচার হবে। হুঁসিয়ার।

মামুদের প্রবেশ।

মামুদ। বিচার করবো—বিচার করবো। নির্মম নিষ্ঠুর বিচার!

আমার দোস্তকে যে খুন করেছে—তাকে আমি আদর্শ শাস্তি দেব।

রহিম। জনাব!

মামুদ। যাও, বন্দী আওরত আর হিন্দু জোয়ানকে নিয়ে এস।

রহিম। যো হুকুম জনাবালী।

[প্রস্থান।

মামুদ। আলীমর্দান খাঁ।

বীরোচন। ফরমাইয়ে জনাব।

মামুদ। সোমনাথ মন্দিরে স্বর্ণসম্ভার লুণ্ঠনে তুমি আমাকে সুলুব-সন্ধান দিয়ে যে উপকার করেছ, তার কথা আমার মনে থাকবে।

বীরোচন। জনাব মেহেরবান।

মামুদ। আজ থেকে তুমি আমার—থাক, পরে জানাবো। যাও, মিনহাজকে পাঠিয়ে দাও।

বীরোচন। যো হুকুম খোদাবন্দ!

[প্রস্থান।

মামুদ। যাক্। বহু চেষ্টায় পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলেছি। সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন কবে দু'কোটি টাকার বেশী স্বর্ণ-সম্পদ লাভ করেছি। আততায়ীর সংগে রাজকন্যাও বন্দী। এবার ওদের বিচার করে দেশে ফিরে যাবো।

শতদল সহ রহিমের প্রবেশ।

রহিম। বন্দী আওরত, জনাবালী।

মামুদ। বহুৎ আচ্ছা। বাহার ঠারো। [রহিমের প্রস্থান] রাজকুমারী!

শতদল। বলুন।

মামুদ। আমি তোমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছি।

শতদল। কেন এ শত্রুতা করলেন সুলতান?

মামুদ। শত্রুতা?

শতদল। নিশ্চয়। আপনি কি জানেন না, আমার এই পৃথিবী আজ বিষ হয়ে গেছে?

মামুদ। তোমার এই ভরা যৌবনে দুনিয়া বিষ হলো কেন রাজকুমারী?

শতদল আপনি তো সবই জানেন সুলতান। আমার ভালবাসার পাত্র সমুদ্রে তলিয়ে গেছে। কোন সুখে আর আমি বেঁচে থাকবো।

মামুদ। আমার অধীনস্থ যে কোন সুন্দর সাহসী জোয়ানকে সাদী কর, জীবন আবার ভরে উঠবে।

শতদল। [আর্তকণ্ঠে] সুলতান। আমি মরবো, তবু অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবো না।

মামুদ। আলবৎ পারবে। আমি যখন জয়ী আর তুমি যখন আমার বন্দী, তখন আমার নির্দেশ মেনে চলতে তুমি বাধ্য।

শতদল। আমি মানবো না।

মামুদ। মানবে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ। দুনিয়ায় এমন কোন জীব পয়দা হয়নি যে সুলতান মামুদের হুকুম অমান্য করে।

অলকনাথ সহ মিনহাজের প্রবেশ।

মিনহাজ। বন্দী অলকনাথ।

শতদল। অলকনাথ। তুমি জীবিত?

অলক। আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু তুমি?

মামুদ। আমার বন্দী।

অলক। ছি! সুলতান! সংগ্রাম পুরুষে পুরুষে। এখানে নারীকে টেনে আনা—সে কি অন্যায় নয়?

মামুদ। অন্যায়? হাঃ-হাঃ-হাঃ! মিনহাজ, বন্দীকে জানিয়ে দাও, লুণ্ঠন, হত্যা, নারী কোনটাতেই আমার অরুচি নেই।

সকলে। সুলতান!

মামুদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বন্দী অলকনাথ, তুমি আমার দোস্তকে খুন করেছ, অসংখ্য সৈন্যকে হত্যা করেছ, তোমার শাস্তি—

মিনহাজ। জনাব!

শতদল। সুলতান! সুলতান!

মামুদ। কি? কি রাজকন্যা? বন্দীর জীবন ভিক্ষা? দিতে পারি, যদি আমার হুকুম পালনে তুমি সম্মত থাক।

অলক। কি হুকুম সুলতান?

মামুদ। তাতে বন্দীর কি প্রয়োজন? বল—সম্মত?

শতদল। না-না। তা হয় না।

মামুদ। উত্তম। মিনহাজ!

মিনহাজ। জনাব।

মামুদ। নিয়ে যাও বন্দীকে বধ্যভূমিতে। তারপর ওর ঐ উদ্ধত শির—

শতদল। না-না, আমি সম্মত—আমি সম্মত।

মামুদ। বহুৎ খুব। যাও যুবক, তুমি মুক্ত।

অলক। মুক্তির সর্ত না জেনে আমি মুক্তি চাই না।

মিনহাজ। অবুঝ হয়ো না অলকনাথ। সুলতানের হুকুম অমান্য করে অহেতুক জটিলতা বৃদ্ধি করো না।

অলক। কোন কারণেই আমি মুক্তির সর্ত না জেনে মুক্তি নিতে পারি না।

মামুদ। বেশ, শোন। এই রাজকন্যা আমার নির্দেশে যে-কোন জোয়ানকে সাদী করতে সম্মত হয়েছে।

অলক। তার আগে ওঁকে আমি খুন করবো।

শতদল। কেন অলকনাথ, কেন? তুমি তো নারী-বিদ্বেষী, নারী তো তোমার কাছে ঘৃণ্য। তবে আমার জন্য তোমার এত উত্তেজনা কেন?

অলক। রাজকুমারী!

শতদল। ওকে বলে দিন সুলতান, যে পুরুষ নারীকে ঘৃণা করে তাকে কোন নারীও সহ্য করতে পারে না।

মিনহাজ। যাও যুবক। তিক্ততার সৃষ্টি না করে প্রস্থান কর।

অলক। বেশ, যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে বলে যাই রাজকুমারী, তুমি যে এত নীচ তা আমি জানতাম না। [গমনোদ্যত]

মামুদ। সেই সংগে আরও একটা কথা জেনে যাও মহাবুদ্ধিমান। এই নীচ মেয়েটাই তোমাকে রক্ষার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল।

অলক। সে কি!

মিনহাজ। জাঁহাপনা জীবন তুচ্ছ করে ওঁকে রক্ষা করেছেন।

মামুদ। আর মিনহাজ রক্ষা করেছে তোমাকে।

অলক। আজব দুনিয়া।

মামুদ। ততোধিক আজব চীজ তুমি।

অলক। সুলতান।

মামুদ। খামস্! দেখে যাও বেয়াকুব, রাজকন্যা শতদল আমার নির্দেশে সাদী করে কত সুখী হয়েছে।

অলক। না-না, তা আমি দেখতে চাইনা, দেখতে পারবো না।

মামুদ। সাদীর দাওয়াৎটা খেতে পারবে তো? এস রাজকুমারী, কাছে এস। খোদাতালার নাম নিয়ে এই জোয়ানের—

[অংগুলি তুলিয়া মিনহাজ ও অলকের মধ্যবর্ত্তী স্থান নির্দেশ করিল। সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়]

সকলে। সুলতান!

মামুদ। এই জোয়ানের হাতে তোমায় তুলে দিলাম। [তড়িৎ গতিতে শতদলকে টানিয়া লইয়া অলকের হাতে তুলিয়া দিল]

সকলে। জনাব! জাঁহাপনা!

মামুদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সুলতান মামুদের বিচার।

মৃত ছেলে কোলে মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। কিন্তু আমার অভিযোগের বিচার?

সকলে। মহারাণী!

শতদল। মা!

মহামায়া। [কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া] বিচার কর—বিচার কর সুলতান মামুদ; আমার এই শিশুপুত্রের হত্যার বিচার তুমি কর।

মিনহাজ। কে? কে এমন নির্ম্মম শিশুহত্যা করলে?

মামুদ। বলুন মহারাণী। আমি তাকে কঠোর দণ্ড দেব। বলুন, কে সে হত্যাকারী?

মহামায়া। তুমি।

শতদল। মা!

সকলে। মহারাণী!

মামুদ। আমি?

মহামায়া। হ্যাঁ, তুমি।

অলক। হয়তো সুলতানেরই কোন বর্বর সৈন্য।

মহামায়া। সে তো উপলক্ষ্য। আসল অপরাধী—বিনা দোষে যে পরদেশ আক্রমণ করেছে সেই দস্যু সুলতান মামুদ। কর, আমার ফরিয়াদের বিচার কর।

মিনহাজ। আপনি প্রকৃতিস্থ হোন মহারাণী।

শতদল। ঘরে ফিরে চল. মা।

মহামায়া। যাবো না। বিচার না হলে যাবো না। কর—কর সুলতান, বিচার কর।

মামুদ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, বিচার করবো। মিনহাজউদ্দিন, বাহিনী প্রস্তুত কর—আমি এই মুহূর্তে গজনী ফিরে যাব।

সকলে। সুলতান!

মহামায়া। পালাবে?

মামুদ। না মহারাণী! বিচার করতে যাবো। আমার সমুদয় সাম্রাজ্য এই মিনহাজকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ খোদার দুনিয়ায় আমি ভিখ্ মেগে খাবো।

সকলে। সুলতান!

মহামায়া। তাই হোক—তাই হোক। চল কুমুদ। তোর প্রতি অবিচারের বিচার হয়েছে: এবার চল—ঘরে যাই—ঘরে যাই। হাঃ-হা-হাঃ! [উন্মাদিনী সম প্রস্থান।

শতদল। মা—মা! কথা শোন—কথা শোন।

[প্রস্থান।

অলক। আমিও যাচ্ছি সুলতান, ওদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে।

যদি কোনদিন সুযোগ পাই, আপনার এ মহত্ত্বের ঋণ আমি নিশ্চয় পরিশোধ করবো। [প্রস্থান।

মামুদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। মূর্খ জানে না যে, সুলতান মামুদ দুনিয়াকে দিয়েই যাবে, নেবে না কিছুই। সবাই হাত পেতে ভিক্ষা চাইবে—আমি তা পূর্ণ করে দেব।

অস্বাভাবিক অবস্থায় গুলবাহারের প্রবেশ।

গুলবাহার। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মামুদ। কে হাসে?

গুলবাহার। উপরে হাসেন খোদা—আর নিচে হাসছি আমি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মিনহাজ। এত হাসি কেন নারী?

গুলবাহার। সন্ধান পেয়েছি। আমার উপর উৎপীড়নকারী শয়তানের সন্ধান পেয়েছি।

মামুদ। নারী!

গুলবাহার। আপনি কথা দিয়েছিলেন—যদি সেই অপরাধীকে আমি দেখিয়ে দিতে পারি, আপনি বিনা কৈফিয়তে তাকে কোতল করবেন। স্মরণ আছে সে ওয়াদা জনাব?

মামুদ। আছে। বল, কে সে অপরাধী?

গুলবাহার। খোদার নামে কসম করুন, তাকে প্রাণদণ্ড দেবেন?

মামুদ। প্রাণদণ্ডই নারী-নির্যাতকের একমাত্র শাস্তি। আমি খোদার নামে কসম করছি—সে যদি আমার প্রাণাধিক মিনহাজও হয়, তবু তাকে ক্ষমা করবো না।

মিনহাজ। জনাব!

গুলবাহার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! জনাব ডেকে আর কোন সুবিধে হবে না। শুনুন সুলতান, ঐ মিনহাজই সেই অপরাধী।

উভয়ে। নারী!

গুলবাহার। করুন, করুন বিচার। দেখি কতবড় বিচারক আপনি।

মামুদ। নারী—নারী, তুমি কি রাক্ষসী?

গুলবাহার। আমি পিশাচী। বলুন, খোদার নামে কসম করে তা রক্ষা করবেন কি না।

মামুদ। মিনহাজ! মিনহাজ! আমি কি স্বপ্ন দেখছি, আমি কি প্রলাপ শুনছি।

মিনহাজ। বুঝেছি জনাব। এ ইয়াসিনের ফরিয়াদ।

উভয়ে। ইয়াসিনের ফরিয়াদ?

মিনহাজ। হ্যাঁ, ইয়াসিনের ফরিয়াদ—আসমান ফারকর খোদার আরসপর পহুঁছ গিয়া।

মামুদ। মিনহাজ!

মিনহাজ। যুগসঞ্চিত অপরাধের শোধ প্রকৃতি এমনি করেই নেয়।

গুলবাহার। সুলতান!

মামুদ। সুলতান নই, ভিক্ষাজীবী। তোমার কাছে সকাতরে ভিক্ষা চাইছি—তোমার ফরিয়াদ তুমি তুলে নাও নারী। আমি আসরফি দেব।

গুলবাহার। না।

মামুদ। আমার সাম্রাজ্য দান করবো?

গুলবাহার। না।

মামুদ। [নতজানু হইয়া] তাহলে আমার জীবনই গ্রহণ কর। [ছোরা লইয়া আত্মহত্যায় উদ্যত]

মিনহাজ। [বাধা দিল] জনাব!

গুলবাহার। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মামুদ। দয়া কর, দয়া কর নারী। আমি তোমায় করজোড়ে প্রার্থনা করছি।

[সুলতানের এই হীনতা মিনহাজের সহ্য হইল না।
সে ক্ষিপ্রগতিতে মামুদকে টানিয়া লইয়া
তুলিয়া ফেলিল]

মিনহাজ। ছিঃ-ছিঃ, জনাব! তুচ্ছ একটা গোলামের জন্য বিশ্বত্রাস দিগ্বিজয়ী সুলতানের এ হীনতা কোনদিন শোভা পায় না।

মামুদ। [মিনহাজের মুখ দুই হাতে ধরিয়া] না-না, মিনহাজ, তুমি আমার তুচ্ছ গোলাম নও, আমার সারা জীবনের মন্থন করা তুমিই একমাত্র অমৃতময় মহা-মাণিক।

গুলবাহার। তাহলে কি বুঝবো, আমার বিচার হবে না? সুলতান মামুদ মিথ্যাবাদী?

উভয়ে। নারী!

গুলবাহার। সুলতান মামুদ কাফের।

মামুদ। আমি কাফের?

গুলবাহার। হ্যাঁ, সেই কাফের—যে খোদার নামে কসম করেও তা পালন করে না।

মামুদ। মিনহাজ!

মিনহাজ। আপনি কসম রক্ষা করুন, জনাব।

মামুদ। মিনহাজ!

মিনহাজ। আমি অপরাধী।

মামুদ। আমি তোমায় জানি মিনহাজ।

মিনহাজ। কিছুই জানেন না। পরচিত্ত অন্ধকার। কেউ তা জানতে পারে না।

গুলবাহার। সেনাপতি!

মিনহাজ। নারী! তুমি বোধহয় ভেবেছিলে এই শয়তান মিনহাজ প্রাণের ভয়ে মিথ্যা বলবে, তার প্রভুকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাবে? আর তুমি সারা দুনিয়া বলে বেড়াবে গজনীর সুলতান কাফের।

উভয়ে। মিনহাজ!

মিনহাজ। মিনহাজ যত বড় শয়তানই হোক জনাব, জীবনে সে তার প্রভুর অসম্মান, প্রভুর অমঙ্গল সহ্য করেনি—আজো করবে না। আপনি সত্যরক্ষা করুন জনাব, আমি অপরাধী।

মামুদ। মিনহাজ!

মিনহাজ। হৃদয়দৌর্বল্যে গজনীর মাথা একটা আওরতের পায়ে নীচু করবেন না। ইসলামকে কলংকিত করবেন না।

মামুদ। ইসলাম কলংকিত হবে, গজনীর মাথা নীচু···না—না, তা হবে না। আমি হৃদপিণ্ডই উপড়ে দেব। কই হ্যায়?

বীরোচনের প্রবেশ।

বীরোচন। হুকুম করুন, জনাব।

মামুদ। এই—এই মিনহাজকে নিয়ে যাও।

বীরোচন। তারপর?

মামুদ। ওর ছিন্নশির নিয়ে এস।

বীরোচন। জনাব!

মামুদ। কি? জীবনভিক্ষা? আশীর্বাদ, আশীর্বাদ, তোমাদের

বড় আদরের সেনাপতি—না—না, আমি—আমি—অসহায়, তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। [চোখে জল]

সকলে। সুলতান!

মামুদ। [আত্মসংবরণ করিয়া] যাও, নিয়ে যাও। হুকুম তামিল কর।

বীরোচন। যো হুকুম জনাবালী। আসুন সেনাপতি।

মীনহাজ। চল, দুঃখ করবেন না, জনাব। নির্যাতিতের ফরিয়াদ এমনই করেই খোদাতালা বিচার করেন। শাহাজাদীকে বলবেন, সে যেন আমার জন্য চোখের জল না ফেলে। তাহলে কবরে শুয়েও আমি শান্তি পাবো না।

মামুদ। মিনহাজ!

মিনহাজ। গোলামের শেষ অনুরোধ, আপনিও এই হিংসার পথ থেকে ফিরে আসুন। তাহলেই আমার এই মৃত্যু সার্থক হবে।

উভয়ে। মিনহাজ!

মিনহাজ। সেলাম জনাব, গোলামের এই শেষ সেলাম।

[বিরোচন সহ প্রস্থান।

মামুদ। আলীমর্দান, আলীমর্দান, মিনহাজকে ফিরিয়ে আন—ফিরিয়ে আন।

গুলবাহার। [দৃঢ়কণ্ঠে] না।

মামুদ। নারী—নারী, তোমার পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইছি।

গুলবাহার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি নাকি সবাইকে ভিক্ষা দিতেই জান, চাইতে জান না? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মামুদ। ওঃ! খোদা! মিনহাজ—মিনহাজ!

দ্রুত রোশেনারার প্রবেশ।

রোশেনা। কই? কোথায় মিনহাজ? কোথায় মিনহাজ?

মামুদ। রোশেনারা! না-না, তুই পালা—তুই পালা!

রোশেনা। তুমি অমন করছ কেন? বল আব্বা, কোথায় মিনহাজ?

মিনহাজের ছিন্নশির লইয়া বীরোচনের প্রবেশ।

বীরোচন। এই নিন জনাব, সেনাপতির ছিন্নশির।

[ছিন্নশির রাখিয়া প্রস্থান।

মামুদ ও রোশেনা। মিনহাজ! [পড়িয়া গেল]

গুলবাহার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রতিশোধ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রোশেনা ও মামুদ। নারী!

গুলবাহার। অন্ধ সুলতান, শক্তির অংহকারে ভেবেছিলে—তামাম দুনিয়াকে তুমি দিনের পর দিন আঘাত করে যাবে, বিনিময়ে এতটুকু আঘাত তুমি পাবে না? তা হয় না—হবার নয় সুলতান। আঘাতের প্রত্যাঘাত সহ্য করতেই হবে। তাই আমিই তোমাকে দিয়ে গেলাম এই চরম আঘাত।

রোশেনা। কি করলে—কি করলে নারী? এভাবে আমার জীবনটাকে তুমি মরুভূমি করে দিলে?

গুলবাহার। তোমার পিতাও যে আমার জীবনটা মরুভূমি করে দিয়েছে। এ তারই প্রতিশোধ। মিথ্যা ফরিয়াদে মিনহাজের প্রাণদণ্ড। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মামুদ। মিথ্যা ফরিয়াদ! শয়তানী! [গুলবাহারকে ছুরিকাঘাত]

রোশেনা। আব্বা!

গুলবাহার। আঃ, খোদা! সুলতান মামুদ, আমি এবার তোমায় আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, নিজের দুঃখ দিয়ে দুনিয়ার আত্মীয়হারা লাখো লাখো মানুষের দুঃখের পরিমাপ করতে শেখো—সেই হবে মিনহাজের আত্মবলির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার! আঃ!

[প্রস্থান।

মামুদ। মিনহাজ! মিনহাজ!

রোশেনা। চুপ! চুপ! অবিবেকী সুলতান! শক্তির অহংকারে দুনিয়ার বহু ক্ষতি তুমি করেছ। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, কোন স্বার্থে—কেন তুমি আমার বুকে এতবড় আঘাত হানলে? কি ক্ষতি তোমার করেছিলাম! জন্মদাতা পিতাকে অস্বীকার করে তোমার কাছেই রয়ে গেলাম—এই কি আমার অপরাধ?

মামুদ। ওরে, না-না। আমি যে খোদার নামে শপথ করেছিলাম গুলবাহারের নির্যাতককে আমি কোতল করবো।

রোশেনা। তার সংগে মিনহাজের কি সম্বন্ধ?

মামুদ। ওরে, মিনহাজই যে সেই নারীধর্ষক!

রোশেনা। [আর্তকণ্ঠে সচিৎকারে] আব্বা! বলো না—বলো না। মিনহাজ সম্বন্ধে অমন কথা আর বলো না; জিভটা তোমার খসে যাবে।

মামুদ। কিন্তু অভিযোগ যে মিনহাজ নিজ মুখে স্বীকার করেছিল।

রোশেনা। আর তাই তুমি বিশ্বাস করেছ! হায় অন্ধ সুলতান! এটা বুঝলে না যে, এ তার কত বড় অভিমানের স্বীকৃতি!

মামুদ। মা!

রোশেনা। একদিন তুমি অকারণে তাকে বেইমান বলেছিলে। আজ নিজের জীবন দিয়ে সে শুধু তোমার সত্যরক্ষা করেই যায়নি সুলতান, বেইমান বলার শাস্তিও দিয়ে গেছে।

মামুদ। ওঃ, খোদা! আমি কি মূর্খ—কি অন্ধ!

রোশেনা। পাশব শক্তির এই পরিণাম।

মামুদ। ওঃ! মিনহাজউদ্দিন! মিনহাজউদ্দিন!

[মিনহাজের ছিন্নশির ধরিতে গেল, রোশেনারা ছিন্নশির তড়িৎ গতিতে বুকে তুলিয়া লইয়া কিছু দূরে সরিয়া গেল]

রোশেনা। ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না। এই পবিত্র শির স্পর্শ করার অধিকার তোমার নেই।

মামুদ। রোশেনারা!

রোশেনা। [ছিন্নশির সম্মুখে তুলিয়া] মিনহাজ—প্রিয়তম! তুমি আর আমি কত খোয়াব দেখেছি—হিন্দুস্থানের নিরালা নিভৃতে দ্রাক্ষাকুঞ্জে আমরা দুজনে বেহেস্ত রচনা করবো। তুমি তুলবে সুর, আমি গাইবো গান। তুমি পড়বে কোরাণের ছড়া, আর আমি আবৃত্তি করবো ওমর খৈয়ামের রোবাইৎ। সবই কি এমনি করে বিফল হয়ে যাবে?

মামুদ। মা! রোশেনারা!

রোশেনা। না-না, তা হতে দেব না। ওগো আমার ইহকালের পরকালের দেবতা, তোমার এই ছিন্নশির বুকে নিয়ে আমিও তোমার সংগে কবরে গিয়ে ঘুমুবো—কবরে গিয়ে ঘুমুবো! [গমনোদ্যত]

মামুদ। না-না, আমাকে একলা ফেলে যাসনে মা। যেতে আমি তোকে দেবো না। [ধরিতে গেল]

রোশেনা। [একহাতে শির, অন্য হাতে ছোরা বাহির করিয়া]

খবরদার—খবরদার নৃশংস ঘাতক! শক্তি দিয়ে তুমি দুনিয়াকে শাসন করতে পার, কিন্তু পারবে না মিনহাজ-রোশেনারার মিলনকে রোধ করতে। [স্বীয় বক্ষে ছুরি বসাইয়া দিল]

মামুদ। [ধরিয়া ফেলিল] রোশেনারা—রোশেনারা!

রত্নাপাখীর প্রবেশ।

রত্নাপাখী। কই, কোথায়—কোথায় সে? আমি যে গারদ ভেঙে ছুটে আসছি—কোথায় সে?

মামুদ। এই যে—এই যে।

রত্নাপাখী। বুলবুল!

[দুজনে দুদিকে ধরিল—মধ্যস্থানে রোশেনারা—
বুকে তার ছিন্নশির]

রোশেনা। বাবা! আব্বা! যাবার আগে তোমাদের দুজনকেই সেলাম—সেলাম। দোয়া করো, আশীর্বাদ করো যেন এমনি বিড়ম্বিত জীবন দুনিয়ায় আর কারো না হয়। [প্রস্থান।

রত্নাপাখী। বুলবুল! বুলবুল! ওঃ, সুলতান মামুদ! এ তুমি কি করলে?

মামুদ। ইয়াসিনের ফরিয়াদ রত্নাপাখী—ইয়াসিনের ফরিয়াদ। তাইতো জোর করে তোমার মেয়েকে কেড়ে রাখতে গিয়ে আমি আজ সব হারালাম। রত্নাপাখী—রত্নাপাখী! তুমি আমায় খুন কর, খুন কর।

রত্নাপাখী। খুন। এতবড় পাপের এতটুকু সাজা। না-না, হবে না—হবে না। আমি তোমাকে ক্ষমা করে গেলাম। [প্রস্থান।

মামুদ। ক্ষমা! এতবড় পাপের বদলে আমায় ক্ষমা। না-না,

হবে না—হবে না। বিশ্বত্রাস সুলতান মামুদ কারো ক্ষমার অপমান সহ্য করবে না। কারো শয়তানিও নীরবে হজম করে যাবে না। কই হায়।

বীরোচনের প্রবেশ।

বীরোচন। জনাব।

মামুদ। ছাউনি ওঠাও আলীমর্দান—ছাউনি ওঠাও। আমি এই মুহূর্তে গজনী রওনা হবো।

বীরোচন। কিন্তু গুজরাট জয় যে অসম্পূর্ণ—

মামুদ। থাকবে না—থাকবে না। গজনী থেকে নূতন শক্তি নূতন উদ্যম, নূতন নৃশংস সেনাদল গঠন করে আবার আমি গুজরাটে আসবো। গুলবাহারের শয়তানি, বল্লাপাথীর ক্ষমা, মিনহাজের অকাল মৃত্যু, রোশেনারার আত্মবলি সব কিছুরই আমি চরম প্রতিশোধ নিয়ে যাবো।

বীরোচন। রণতরি তো ভস্মীভূত?

মামুদ। স্থলপথে যাবো। সহজ পথে যাবো। উড়ে যাবো।

বীরোচন। তাহলে চলুন সুলতান। সহজ সরল পথে আপনাকে আমি স্বল্পদিনে গজনীতে পৌঁছে দেব।

মামুদ। হাজার আসরফী ইনাম দেব। ছাউনি উঠিয়ে গজনী যাত্রা কর। গজনী—গজনী, মরুভূমি গজনী। [প্রস্থান।

বীরোচন। হ্যাঁ হ্যাঁ, মরুভূমি—মরুভূমি। ওগো সর্বহারা সুলতান। এবারের যাত্রা তোমার গজনী নয়—ধূ-ধূ করা শুষ্ক বালুকারাশি উত্তপ্ত মরুভূমি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গুজরাট-প্রাসাদ।

উত্তেজিত ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। না-না, এ কিছুতেই হতে পারে না। এ বিবাহে সম্মতি দিয়ে আমার বংশের মুখে আমি কলংক লেপন করিতে পারি না।

শতদলের প্রবেশ।

শতদল। কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি—প্রতিজ্ঞা করেছি।

অলকনাথের প্রবেশ।

অলক। মহামতি গজনী-সুলতান যে ঈশ্বরের নাম করে রাজ-কন্যাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন।

ভীমসিংহ। কন্যা সম্প্রদান করার মালিক আমি—মুসলমান সুলতান নয়।

শতদল। এ তোমার অন্যায় জেদ বাবা।

ভীমসিংহ। অন্যায় জেদ! তুমি কি চাও কন্যা, তোমাদের খেয়াল-খুশীকে চরিতার্থ করতে একটা অজ্ঞাতকুলশীলের হাতে তোমাকে তুলে দিই?

অলক। আমি ক্ষত্রিয়সন্তান, এই কি যথেষ্ট নয়।

ভীমসিংহ। না। তুমি কার পুত্র? কেমন বংশ? কেন অজ্ঞাত-

বাসে, সব জানা চাই। যদি সাহস থাকে প্রত্যেকটির সদুত্তর দিয়ে শতদলের স্বামী হবার যোগ্যতা প্রমাণ কর।

অলক। তা যে আমি পারি না।

শতদল। কেন—কেন অলক? আমার মুখ চেয়েও কি পার না তোমার প্রকৃত পরিচয় দিতে?

অলক। না। দেশত্যাগের পূর্বে মানী পিতার মানহানির আশংকায় আমি পরিচয় না দেওয়ার স্বীকৃতি দিয়ে এসেছি।

ভীমসিংহ। তাহলে যাও যুবক, এ বিবাহ হবে না।

অলক। উত্তম। আমি চলেই যাচ্ছি।

শতদল। অলকনাথ!

অলক। উপায় নেই রাজকুমারী। যেখানে মানুষের চেয়ে তার জন্মের পরিচয়টাই বড, সেখানে অলকনাথ থাকতে পারে না।

রুদ্রানন্দের প্রবেশ। হাতে একটা রাজকীয় পত্র।

রুদ্রানন্দ। কেন পারবে না? কর্ম আর জন্ম দুটোই যার মহান, সে তো সর্বদেশের সর্বকালে স্বাগত মানুষ।

সকলে। সন্ন্যাসী!

রুদ্রানন্দ। এই নিন মহারাজ, অলকনাথের পরিচয়-পত্র। [পত্রদান]

ভীমসিংহ। একি! এযে উজ্জয়িনীর মহারাজ বিদ্যাধরের পত্র। [খুলিয়া পাঠ]

রুদ্রানন্দ। এই অলকনাথ মহারাজ বিদ্যাধরেরই পুত্র।

শতদল। [সানন্দে] উজ্জয়িনীর যুবরাজ!

রুদ্রানন্দ। হ্যাঁ মা! ওর অস্ত্রগুরুর পাপিষ্ঠা স্ত্রীর মিথ্যা অভিযোগে ও রাজ্য থেকে নির্বাসিত। কিন্তু বিবেকের আঘাতে সেই নারী

আজ অর্ধ উন্মাদ। মহারাজের কাছে সে স্বীকার করেছে—অপরাধী সে নিজে। অলক গঙ্গাজলের মত পবিত্র।

ভীমসিংহ। একথা আপনি জানলেন কি করে?

রুদ্রানন্দ। আমিই সেই হতভাগ্য অস্ত্রগুরু শংকর নারায়ণ।

অলক। গুরুদেব!

রুদ্রানন্দ। প্রথম থেকেই আমি জানতাম—তুমি নির্দোষ। এও জানতাম একদিন না একদিন তুমি কলংকমুক্ত হবে। সেই শুভ-দিনের আশায় আমি এই সন্ন্যাসীর বেশে তোমাকে নিয়ত অনুসরণ করে এসেছি।

অলক। গুরুদেব, আপনার স্নেহের এই ঋণ—

রুদ্রানন্দ। ঋণ নয় বৎস, এ আমার প্রায়শ্চিত্ত। মহারাজ ভীম-সিংহ, আপনার কন্যা-জামাতাকে আশীর্বাদ করুন।

ভীমসিংহ। অলক! শতদল! [উভয়ে নতজানু হইল] আমি আশীর্বাদ করি, তোমরা সুখী হও। আমার বিধ্বস্ত রাজ্যে পুনরায় খুশীর মহোৎসব ফিরিয়ে আন।

অলক। আপনার আশীর্বাদে আমরা সর্বত্র জয়ী হবো।

উন্মাদিনী মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। রাজা! রাজা! কুমুদ কি এলো?

ভীমসিংহ। এসেছে রাণী, তবে নূতন বেশে—নূতন রূপে।

মহামায়া। তাকে ডাক। তার মুখে যে মধুমাখা মা-ডাক অনেকদিন শুনিনি।

শতদল। মা!

মহামায়া। কে রে? কে মা বলে ডাকে?

শতদল। আমি শতদল।

মহামায়া। শতদল! দিনের ফুল। কিন্তু রাতের সাদা ফুল কুমুদ—কুমুদ কই? আমার ছেলে?

রুদ্রানন্দ। [অলককে সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া] এই যে তোমার ছেলে মহারাণী।

মহামায়া। এ যে—এ যে—

অলক। নূতন বেশে নূতন সাজে এসেছি। মা, মাগো, মা আমার! [মহামায়াকে জড়াইয়া ধরিল]

মহামায়া। মা—মা! ওরে, তোর 'মা' ডাকে আমার বুকটা যে ভরে গেল। বাবা! বাবা! [কাঁদিতে লাগিল]

ভীমসিংহ। সন্ন্যাসী ঠাকুর!

রুদ্রানন্দ। চিন্তা নেই মহারাজ! প্রচণ্ড পুত্রশোকে যে মানসিক বিকৃতি ঘটেছে, উপযুক্ত সেবা আর স্নেহের পরশে তা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে।

শতদল। চল মা, আমরা ঘরে যাই।

মহামায়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, চল। দেখো রাজা, কুমুদকে আবার যেন হারিয়ে ফেলো না। নূতন বেশে নূতন সাজে নূতন শক্তি নিয়ে কুমুদ আমার ফিরে এসেছে। আর চিন্তা নেই। সীমান্ত-দস্যু আর মাথা তুলতে পারবে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

রুদ্রানন্দ। একটা কথা মহারাজ। প্রতিহিংসা ক্ষিপ্ত বীরোচন মুসলমান সেজে সুলতানকে পথ দেখাতে দেখাতে এক মরুভূমির বুকে নিয়ে ফেলেছে। জলাভাবে সমগ্র বাহিনী সহ সুলতান মামুদ আজ মৃত্যুর মুখে।

ভীমসিংহ। না-না, তা হতে পারে না। হিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করা যায় না। এই মুহূর্তেই আমি হাজার হাজার কলসী জল-ভর্ত্তি করে মরুভূমি যাত্রা করবো।

শতদল। বাবা!

ভীমসিংহ। মা, হাজারটা জীবন নেওয়ার চেয়ে একটি জীবন রক্ষা করাও অনেক গৌরবের—অনেক পুণ্যের। [প্রস্থান।

অলক। দাঁড়ান, দাঁড়ান রাজা! আমিও আপনার অনুগামী হবো।

শতদল। তুমিও যাবে?

অলক। যাবো না? শতদল! কঠিন নির্ম্মম উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে তোমার পিতাকে একলা ছেড়ে দিতে আমি কি পারি? আজ থেকে তিনিও যে আমার পিতার অধিক।

[প্রস্থান।

শতদল। গুরুদেব!

রুদ্রানন্দ। ভগবানকে ডাক মা। সমস্ত বিষ অমৃতে পরিণত হবে।

উভয়ে গাহিল।—

গীত।

হে ভগবান!
মানুষে মানুষে এই হানাহানি কর কর অবসান।
অন্ধ অমারাত্রি, চলেছে ধরণীর যাত্রী,
প্রেমের আলোকে হে মহীয়ান, কর তারে আলো দান।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মরুভূমি।

তৃষ্ণায় কণ্ঠাগতপ্রাণ মামুদের প্রবেশ।

মামুদ। জল—জল—জল। একবিন্দু জলের অভাবে আমার দিগ্বিজয়ী বাহিনী আজ মৃত্যুর মুখে।

নেপথ্যে। জল—জল—জল।

মামুদ। জল—জল। হে আকাশ, আমি দিগ্বিজয়ী সুলতান মামুদ, তোমার কাছে করজোড়ে বারিবিন্দু কামনা করছি। উত্তপ্ত মরুর বুকে তুমি বারিবর্ষণ কর। দোয়া কর—[নতজানু হইয়া] খোদা, দোয়া কর। ধন রত্ন ঐশ্বর্য সব নাও—শুধু জল, জল দাও।

মুসলমানবেশধারী বিরোচনের প্রবেশ।

বীরোচন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! নেই। সমস্ত দুনিয়া তোলপাড় করলেও একবিন্দু জল তুমি পাবে না।

মামুদ। আলীমর্দান!

বীরোচন। না। প্রতিশোধকামী ব্রাহ্মণ বীরোচন। [ছদ্মবেশ অপসারণ] আমার পুত্র সুষেণের অকালমৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তোমাকে ভুলপথে দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির বুকে এনে ফেলেছি। রক্ষা নেই—অব্যাহতি নাই—নিস্তার নাই।

তৃষ্ণার্ত রহিমের প্রবেশ।

রহিম। তোমারও নিস্তার নেই, বেইমান। [ছুরিকাঘাত]

বীরোচন। আঃ! সুষেণ! সুষেণ! প্রতিশোধের সুবর্ণ মুহূর্ত

উপস্থিত। আমি তো সে দৃশ্য দেখে যেতে পারলাম না। তুই সে দৃশ্য দেখে তৃপ্ত হ—তৃপ্ত হ। আঃ! [প্রস্থান।

রহিম। শয়তান! কাফের!

মামুদ। আর তুই? তুই কি? [চাপিয়া ধরিল]

রহিম। জনাব!

মামুদ। প্রভুহত্যার বদলা নেবার জন্য অজস্র মিথ্যা বলে তুই যে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হলি—তুই কি?

রহিম। আমি হুজুরের গোলামের গোলাম। আমায় আপনি ক্ষমা করুন।

মামুদ। ক্ষমা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! করতে পারি।. বড় তৃষ্ণা। জল দিতে পারিস? জল?

রহিম। জল কোথায় পাবো, জনাব? আমিও তো তৃষ্ণার্ত!

মামুদ। জল নেই?

রহিম। না।

মামুদ। তবে তোর রক্ত দিয়েই পিপাসা নিবৃত্ত করবো।

[রহিমের বুকে ছুরিকাঘাত করিয়া দুহাতে রক্ত অঞ্জরিয়া পান করিতে উদ্যত]

রহিম। আঃ! খোদা!

[প্রস্থান।

নেপথ্যে। দুষমন। দুষমন। হাজারে হাজারে দুষমন।

মামুদ। দুষমন! কই হ্যায়, মেরা হাতিয়ার! [গমনোদ্যত]

ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। হাতিয়ার নয় সুলতান, জল।

মামুদ। জল! কই, কোথায় জল?

ভীমসিংহ। তিন হাজার ঘড়াভর্তি জল—

মামুদ। কই, দাও দাও—

ভীমসিংহ। অলকনাথ!

অলকনাথের প্রবেশ। হাতে জলপূর্ণ ভৃঙ্গার ও পাত্র।

অলক। এই নিন সুলতান, জল।

মামুদ। জল! দাও দাও। [পাত্রভর্তি জল লইয়া পানে উদ্যত।] না না, এ জল খেতে আমি পারি না।

ভীমসিংহ। কেন সুলতান? বিষের ভয়ে?

মামুদ। না। আমার হাজার হাজার অনুচরদের রেখে আমি একা কি করে জল পান করি?

অলক। আপনি পান করুন। আমি ওদের সবাইকে জল দেবার ব্যবস্থা করছি।

[প্রস্থান।

মামুদ। [জলপান করিয়া] আঃ! আঃ! জল এত মধুর—এত মিষ্টি!

ভীমসিংহ। তার চেয়েও মধুর—তার চেয়েও মিষ্টি মানুষে মানুষে ভালবাসা প্রেম।

মামুদ। মহারাজ ভীমসিংহ। আজ আমি স্বীকার করছি—দিগ্বিজয়ে তরবারি নয়, মহব্বতই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র।

ভীমসিংহ। সুলতান!

মামুদ। আজ আমি মরুর বুকে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—এই আমার শেষ অভিযান। জীবনে আর কোনদিন কোন দেশ

আক্রমণ করবো না, কাউকে আঘাত করবো না, জীবনের বাকী কটা দিন খোদার নাম করবো আর ফেরদৌসী আল বেরুণীর মুখে মহব্বতের কাব্য শুনবো।

ভীমসিংহ। মহান সুলতান। আপনার এই পবিত্র নবজন্মের ক্ষণে ঈশ্বরকে প্রণতি জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

মামুদ। ওগো মহাপ্রেমিক মহারাজ। যাবার আগে নিয়ে যান মরে যাওয়া "সীমান্ত-দস্যুর" সশ্রদ্ধ সেলাম। [সেলাম]